আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

২৬ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৭ || সংখ্যা ৩৫ || সোমবার || জ্যৈষ্ঠ ২১ || ১৪৩০ || জিলক্বদ ১৫ || ১৪৪৪ || Vol. 27 || Issue 35 || June 05 || 2023 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ
নিরাপত্তা প্রত্যাহারের বিষয়ে জানতে চাইলেন পিটার হাস

ঢাকা ডেস্ক: সড়কে রাষ্ট্রদূতের জন্য পুলিশের বাড়তি নিরাপত্তা হঠাৎ করে প্রত্যাহারের বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের কাছে জানতে চেয়েছেন (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

এস্টোরিয়ার বৈশাখী রেস্টুরেন্টে বন্দুকধারীর হামলা
বাংলাদেশী যুবক গুলিবিদ্ধ



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: এস্টোরিয়ার ৩৬ এভিন্যুতে অবস্থিত বৈশাখী রেস্টুরেন্টে প্রকাশ্যে গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এতে সাব্বির আহমদ নামের এক বাংলাদেশী রেস্টুরেন্ট কর্মী গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। সাব্বির আশংকামুক্ত বলে জানা গেছে। ৩ জুন শনিবার বেলা সাড়ে তিনটার দিকে এই ঘটনা ঘটে। আহত সাব্বিরকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সাব্বির আহমদের কোমরে দুটি গুলি লেগেছে বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। এদিকে, ঘটনার পর হামলাকারী দ্রুত পালিয়ে গেলেও পরে পুলিশ তাকে চিহ্নিত করতে পেরেছে। তার নাম মো. এলাহি বলে জানিয়েছে পুলিশ। সিসিটিভির ফুটেজে দেখা গেছে, শনিবার বিকালে কুইন্সের এস্টেরিয়াতে অবস্থিত বৈশাখী রেস্তোরাঁয় ৩টা ৩০ মিনিটের দিকে লাল হুডি ও কালো মাস্ক পরা একজন বন্দুক নিয়ে ঢুকে পড়ে। এই পরিস্থিতি দেখে ভেতরে থাকা লোকজন (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

মঞ্চে হঠাৎ পড়ে গেলেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন



বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বৃহস্পতিবার (১ জুন) গিয়েছিলেন কোলারাডো স্প্রিংসে এয়ার ফোর্স একাডেমিতে। সেখানে নব্য গ্রাজুয়েটদের উদ্দেশ্য ভাষণ দিয়েছেন তিনি। তবে সেখানে মঞ্চে হাঁটতে গিয়ে হঠাৎ উল্টে পড়ে যান তিনি তবে কোনো আঘাত পাননি। তবে চলন্ত অবস্থায় হঠাৎ একদম মাটিয়ে গড়িয়ে পড়েন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। কাছাকাছি থাকা কর্মকর্তারা ।(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

নিউইয়র্ক গভর্নরের ঘোষণা
হাইস্কুল গ্রাজুয়েটদের কমিউনিটি কলেজে অটো ভর্তির সুযোগ



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কের হাইস্কুল গ্রাজুয়েটরা স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্ক (এসইউএনওয়াই/ সুনি) এর স্থানীয় শাখায় সরাসরি ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। গভর্নর ক্যাথি হোকুল এই ঘোষণা দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার (১ জুন) এক টুইট বার্তায় তিনি বলেন, সকল হাই স্কুল সিনিয়রদের জন্য উচ্চতর শিক্ষা নিশ্চিত করতে আমার প্রশাসন সব বাধা দূর করে পথ সুগম করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। হোকুল (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

বিশিষ্টজনের প্রতিক্রিয়া
'আমেরিকা না গেলে কিচ্ছু যায় আসে না' - হাসিনা

ঢাকা ডেস্ক: কে আমাদের ভিসা দেবে না, কে আমাদের স্যাংশন (নিষেধাজ্ঞা) দেবে-এ নিয়ে মাথাব্যথা করে লাভ নেই।২০ ঘণ্টা প্লেনে জার্নি করে আটলান্টিক পার হয়ে আমেরিকায় না গেলে কিচ্ছু (কিছু) যায় আসে না। গত ৩ জুন শনিবার তেজগাঁও ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের নতুন ভবন উদ্বোধনের সময় প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ কথা বলেন। তার এই বক্তব্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

রানা প্লাজা ট্র্যাজেডি
ক্ষতিগ্রস্তদের নাম-ছবি ব্যবহার করে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ একাধিক এনজিও'র

ঢাকা ডেস্ক: সাভারে রানা প্লাজা ধসে ক্ষতিগ্রস্তদের নাম ও ছবি ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ডস-সহ বিভিন্ন দেশে চ্যারিটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত (বাকি অংশ ১৮ পাতায়

তদন্তে এনওয়াইসি কাউন্সিল
অপরাধীদের আদালতে হাজিরায় ব্যর্থ কারেকশন ডিপার্টমেন্ট

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কে অপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়ায় তাদের আদালতে হাজির করতে ব্যর্থ হচ্ছে এখানকার কারেকশন বিভাগ। গত জানুয়ারি থেকে মার্চ সময়কালে যতজন (বাকি অংশ ২০ পাতায়)



APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারণে বাড়ি-গাড়ি কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

JUIN ZONE REALTY INC
Licensed Real Estate Broker
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-899-7000
F: 718-899-2000
khanf04@yahoo.com
Ferdous Khan
Licensed Real Estate Sales Assoricate
Zillow
81-15 Queens Blvd. 2Fl
Elmhurst, NY 11373

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহ্বাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public - Bookkeeping - Business Formation - Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com

২৩ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ট্যাক্স ফাইলিং শুরু হচ্ছে

কোনো প্রফেশনালকে দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করান তাহলে সর্বাধিক রিফান্ড পাবেন এবং ভবিষ্যৎ জটিলতা থেকেও রক্ষা পাবেন।

We are Top 500 INTUIT Company

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER



Steven M. Levy, CPA



আপনাদের ট্যাক্স ফাইলিং সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে সম্পন্নের জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন সার্টিফাইড পাবলিক একাউন্টেন্ট।

Southeast USA Income Tax Services

জ্যাকসন হাইটস
74-09 37th Avenue, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

জ্যামাইকা
168-16, Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Phone: 646-464-5944
718-487-4507

ব্রংক্স
1445 Unionport Roa, Bronx, NY
পার্কচেষ্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

email: usa.bd54@gmail.com

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // June 05 // 2023

২২শে জুন মার্কিন কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দেবেন মোদি

ঢাকা ডেস্ক, ৪ জুন : আগামী ২২শে জুন মার্কিন কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দেবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এর আগে ২০১৬ সালে তিনি সর্বশেষ যুক্তরাষ্ট্রে এমন যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে এ মাসের ২২ ও ২৩শে জুন রাষ্ট্রীয় সফরে তার যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার কথা। সে সময়ে তাকে আবার যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দেয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ভারতের ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গি কি এবং দুই দেশ বৈশ্বিক ক্ষেত্রে যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে তা শেয়ার করতে মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদ ও উচ্চকক্ষ সিনেটের নেতারা তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ওই আমন্ত্রণপত্রে স্বাক্ষর করেছেন প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার (রিপাবলিকান) কেভিন ম্যাকার্থি, সিনেট সংখ্যাগরিষ্ঠ (ডেমোক্রেট) নেতা চাক শুমার, সিনেট রিপাবলিকান নেতা মিশ ম্যাকনেল এবং প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্রেট নেতা হাকিম ডেফ্রিস। ওই আমন্ত্রণপত্রে বলা হয়েছে, সাত বছর আগে কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে আপনি যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন তা একটি স্থায়ী ছাপ রেখেছে।



সিগন্যালের ভুলে দুর্ঘটনা, বলছে ভারতীয় রেল কর্তৃপক্ষ

ঢাকা ডেস্ক, ৪ জুন : ভারতের উড়িষ্যা রাজ্যের বালেশ্বরে শুক্রবার সন্ধ্যার ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহত বেড়ে ২৮৮ জন হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও অন্তত ৯০০ জন। দুটি যাত্রীবাহী ও একটি মালবাহী ট্রেনের মধ্যে কয়েক মিনিটে এই দুর্ঘটনা সিগন্যালে ত্রুটির কারণে হয়েছে বলে রেলের প্রাথমিক রিপোর্টে বলা হয়েছে।

ভারতীয় বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, তদন্তের পরে রেলের প্রাথমিক রিপোর্টে করমণ্ডল দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে সিগন্যালে ত্রুটির দিকেই আঙুল তোলা হয়েছে। তবে বিস্তারিত তদন্তে দুর্ঘটনার কারণ আরও স্পষ্ট হবে বলে রেলের কর্মকর্তাদের একাংশের বক্তব্য।

ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর এক যৌথ রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'আপ মেন লাইনে সবুজ সিগন্যাল দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ট্রেনটি সেই লাইনে ঢোকেইনি। ট্রেন ঢুকেছিল লুপ লাইনে। সেখানে আগে থেকে একটি মালগাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। তার সঙ্গে সংঘর্ষে করমণ্ডল এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হয়।'

রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, 'এর মধ্যে ডাউন লাইন দিয়ে বালেশ্বরের দিকে যাচ্ছিল বেঙ্গালুরু-হাওড়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস। সেই ট্রেনেরও দু'টি বগি লাইনচ্যুত হয়।' কিন্তু মেন লাইনে সবুজ সিগন্যাল পাওয়া সত্ত্বেও করমণ্ডল এক্সপ্রেস কীভাবে লুপ লাইনে ঢুকে পড়ল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এ ক্ষেত্রে সিগন্যাল দেওয়ায় কোনও ত্রুটি হয়ে থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

কবে স্বাভাবিক হবে ট্রেন চলাচল?

হাওড়া থেকে দক্ষিণ ভারতগামী রেল পরিষেবা কবে স্বাভাবিক হবে এ নিয়ে ভারতের রেলের তরফে কিছু জানানো হয়নি। তবে রেলের উদ্ধার সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের একাংশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে জানান, সোমবারের আগে ধ্বংসস্তূপ পুরোপুরি সরানো সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে রেল পরিষেবা স্বাভাবিক হতে হতে মঙ্গলবার। বস্তুত, এখন রেলের মাথাব্যথা ওই রেলপথে পরিষেবা পুরোপুরি স্বাভাবিক করা নিয়ে। শনিবার থেকেই শুরু হয়েছে সেই কাজ।

৩ ইসরাইলি সেনা নিহত বন্দুকধারীর গুলিতে

ঢাকা ডেস্ক, ৪ জুন : অজ্ঞাত এক অস্ত্রধারীর গুলিতে ইসরাইলি সেনাবাহিনীর তিন সদস্য নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে একজন নারী সেনা সদস্যও রয়েছেন। মিশর সীমান্তে এ ঘটনা ঘটেছে বলে নিশ্চিত করেছে ইসরাইলি সেনাবাহিনী।

বিবিসি ও গার্ডিয়ান ইসরাইলি বাহিনীর বরাত দিয়ে এ খবর দিয়েছে। এতে বলা হয়েছে, গুলির ঘটনায় আরও কয়েকজন আহত হয়েছে। মিশর সীমান্তে এক অস্ত্রধারী ইসরাইলি সেনাদের লক্ষ্য করে গুলি চালালে হতাহতের এ ঘটনা ঘটে।

দখলদার ইসরাইলি সেনাবাহিনী দাবি করেছে, হামলার পর ওই বন্দুকধারীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

কিছু কিছু সূত্র জানিয়েছে, সীমান্তে সংঘর্ষের সময় মিশরের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর একজন কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। ইসরাইলি সেনাদের গুলিতে ঐ কর্মকর্তা প্রাণ হারিয়েছেন বলে জানা গেছে। নিতসানা ক্রসিং পয়েন্টের কাছে গুলি বিনিময়ের এ ঘটনা ঘটেছে।

এদিকে ইসরাইলের যুদ্ধমন্ত্রী ওই ঘটনার পর পরই তাদের সেনা কমান্ডারদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেছেন।

ইসরাইলি সূত্রগুলো বলছে, পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ইসরাইলি সেনাদের নিশানা করে বন্দুকধারী ব্যক্তি। আজকের এই ঘটনাকে অস্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করা হচ্ছে।



MIJAN REAL ESTATE LTD.
Reg. No. C-187784
মিজান রিয়েল এস্টেট লিমিটেড
রাজউক অনুমোদিত পূর্বাচল, উত্তরা এবং বসুন্ধরা,ধানমন্ডি, বনানী ও গুলশান সহ ঢাকায় জায়গা, বাড়ি, প্লট ও ফ্ল্যাট ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন। 917-631-5050
USA Address: 127-14 101 Avenue Queens, NY 11419
EXIT REALTY PRIME
Thinking of BUYING-SELLING, INVEST, RENT Houses, Co-op&Condo
Mijanur Rahman (Mijan)
Licensed Real Estate Agent
189-10 Hillside Ave, Suite E, NY 11423
Tel: 718-262-0205, Fax: 718-262-0254
www.EXITprmeNY.com
Mijanur Rahman (Mijan)
Chairman & CEO
917-631-5050
Email: RealtorMijan@gmail.com

সেইফ হেল্‌থ মেডিকেল কেয়ার
অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত
MOHAMMED HELAL UDDIN, M.D.
মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, এম.ডি.
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
শাদমান নোশিন
ফিজিশিয়ান এ্যাসিসটেন্ট
কার্ডিওলজী তরুণজিৎ সিং, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড জেনারেল, নিউক্লিয়ার এন্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট
পডিয়াট্রি ডা. সাদী আলম, ডিপিএম
পায়ের পাতা ও গোড়ালী রোগ বিশেষজ্ঞ
সাইকিয়াট্রিস্ট সোহেল এম. শিপু, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড এডাল্ট সাইকিয়াট্রিস্ট
We Accept most Insurance
আমরা সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহন করি
৩০৯৯ জেরোনিমো এভিনিউ, ব্রুক্স, নিউইয়র্ক ১০৪৬৭
ফোন: ৭১৮-৯৯৪-৭০০০
safehealth02@gmail.com
৯৩৮৯ ক্যাসেলহিল এভিনিউ, ব্রুক্স, নিউইয়র্ক ১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯৭৫-৭৪৩১
safehealth02@gmail.com

SHOWTIME MUSIC PRESENTS

SHOW TIME MUSIC

NAGAR BAUL

JAMES

LIVE IN CONCERT

Venue:
AMAZURA HALL
91-12 144th Pl
Jamaica, NY 11435

DATE: SUNDAY, JUNE 4, 2023
TIME: 7:00 PM

Chief Guest and Inaugurator

Abu Zafar Mahmood
CEO & President
Bangla CDPAP Services Inc.
& Alegra Home Care Inc.
Abu Zafar Mahmood Foudation.
Joy Bangladesh Inc.

Media Partner

CHANNEL i | TBN 24 | TiME | iB TV USA | এডকাপ

CASTLE HILL MEDICAL CARE NY | NURUL AZIM Real Estate Investment Eastern Investment | UtshobGroup
GOLDEN AGE HOME CARE | Md. Bilal Chowdhury President Four Start Import & Distribution Inc. | Immigrant Elder Home Care LLC
ShahGROUP www.shahgroup.us | Moin Choudhury, Esq. 917-282-9256 | Dulal Behedo President
Blue Green Insurance Brokerage | Helal Miah | Choudhury S Hasan MD Gastroenterologist
CHISHTI CPA PC | BABI | FAHAD SOLAIMAN CEO | Zakir Chowdhury CEO, York Holding realty
S.S BROKERAGE | Aasha Home Care | Razzal Ali Imran | sunman express global money transfer
MOHAMMED F CHOWDHURY PRESIDENT FARZ CORPORATION, FARZ FOUNDATION | MIC Cell: 917-893-8661 | TAREQ HASAN KHAN CEO Global MS Inc
KIM & ASSOCIATES P.C Kwangsoo Kim, Esp | Fresh Food | Lion Mohammed Hasan Secretary NEW YORK BANGLADESHI AMERICAN LIONS CLUB

টিকেট প্রাপ্তি স্থান: ব্রুকলিন: মোবাইল সিটি জ্যাকসন হাইটস: খামার বাড়ী গ্রোসরি, ট্রেন্ডি ইউএসএ
ব্রঙ্কস: খলিল বিরিয়ানী হাউজ জ্যামাইকা: জ্যামাইকা হালাল উইংস

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

রোহিঙ্গাদের সম্পর্কে হুঁশিয়ারি

জাতিসংঘকে এখনই সিদ্ধান্ত নিতে হবে

মিয়ানমার সেনাবাহিনীর নির্যাতনের মুখে ২০১৭ সালে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাসহ বিভিন্ন সময়ে আসা প্রায় ১২ লাখ রোহিঙ্গাকে মানবিক কারণে আশ্রয় দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। বর্তমানে তারা কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফের ৩৩টি ক্যাম্প এবং ভাসানচরে অবস্থান করছে। তখন থেকেই রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক মহলের কাছে দাবি জানিয়ে আসছে। কিন্তু প্রায় ছয় বছরে একজন রোহিঙ্গাকেও মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো সম্ভব হয়নি। মিয়ানমারের নাগরিকদের সেদেশে ফিরিয়ে নিতে আন্তর্জাতিক মহলের কোনো সদিচ্ছাও দেখা যাচ্ছে না। বরং জাতিসংঘের বিশেষ দূত অলিভিয়ার ডি শুটার সম্প্রতি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, কক্সবাজারে আশ্রয় নেওয়া মিয়ানমারের বাস্তুচ্যুত, রাষ্ট্রহীন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী খুব শিগগিরই 'নতুন ফিলিস্তিনিতে' পরিণত হতে পারে।

তিনি আরও বলেছেন, ক্রমহ্রাসমান আন্তর্জাতিক সহায়তার ওপর তাদের নির্ভরশীল হতে বাধ্য করাটা মোটেও স্থিতিশীল নয়। ফলে জনাকীর্ণ শিবিরে থাকা প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয়দানকারী দেশ বাংলাদেশে কাজ করার অধিকার দেওয়া উচিত। তার এ কথার প্রতিফলন দেখা গেছে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির সাম্প্রতিক ঘোষণায়। বলা হয়েছে, তহবিল সংকটের কারণে ১ জুন থেকে বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের মাথাপিছু বরাদ্দ মাত্র ৮ ডলার করা হবে।

জাতিসংঘ দূতের মন্তব্য আমাদের আশ্চর্যান্বিত করেছে এ কারণে যে, ২০১৭ সালে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী কর্তৃক রোহিঙ্গাদের ওপর নৃশংস দমন-পীড়ন পুরো বিশ্বকে ক্ষুব্ধ করেছিল। সেসময় জাতিসংঘের শীর্ষ আদালতে একটি গণহত্যা মামলাও করা হয়েছিল। প্রতিশ্রুতি এসেছিল, যত দ্রুত সম্ভব তাদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠাতে সব ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হবে। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন তো ঘটেইনি বরং আন্তর্জাতিক দাতারা এখন নানা সংকটের কারণ দেখিয়ে রোহিঙ্গাদের ওপর থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিচ্ছে। সাহায্য-সহযোগিতার পরিমাণও কমিয়ে দিচ্ছে। উলটো তাদের এখন বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশিয়ে দিতে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে এর পরিণাম হতে পারে ভয়াবহ। কারণ আমরা দেখেছি, দেশের বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে থাকা রোহিঙ্গাদের অনেকে খুন-অপহরণের মতো নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়েছে। ফলে কক্সবাজারে আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি হয়েছে।

মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শরণার্থীবিষয়ক কোনো আইন বা কনভেনশনে অনুস্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র নয়। রোহিঙ্গাদের শরণার্থী হিসাবে গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশ সীমান্ত খুলে দিতেও বাধ্য নয়। এ বিষয়ে বাংলাদেশের কোনো দায়বদ্ধতাও নেই। কেবল মানবিক কারণে বাংলাদেশ এই বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়েছে। ভূখণ্ডের আয়তনের তুলনায় এমনিতেই বাংলাদেশের জনসংখ্যা বেশি।

এত বিপুল জনসংখ্যার চাপ থাকা সত্ত্বেও সরকার মানবিক কারণে যে সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছে, তা বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত হয়েছে। অনেক উন্নত দেশও ভূখণ্ড ও অর্থনৈতিক সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এতটা উদারতা দেখায় না। দেখালেও তা হয় একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।

বর্তমান বৈশ্বিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে যদি রাখাইনে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক মহল মিয়ানমারকে বোঝাতে কিংবা চাপ প্রয়োগে ব্যর্থ হয়, তাহলে এই জনগোষ্ঠীকে বিতাড়িত করা ছাড়া বাংলাদেশের সামনে অন্য কোনো পথ খোলা থাকবে না। তবে তেমন পদক্ষেপ নেওয়ার আগেই জাতিসংঘের উচিত হবে এই জনগোষ্ঠীকে বিশ্বের অন্য কোথায় স্থানান্তর করা এবং সে ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া।

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি, এরপর কী?

॥ জন ডানিলোভিকজ ॥

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচনে উৎসাহ জোগাতে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ২৪ মে নতুন যে ভিসা নীতি ঘোষণা করেছেন, তার যে প্রতিক্রিয়া দেখা গেল, সেটা আগে থেকেই অনুমান করা গিয়েছিল। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও দলটির সমর্থকেরা এই পদক্ষেপের তাৎপর্য খারিজ করে দিয়ে দাবি করেছেন, নতুন এই ভিসা নীতি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অঙ্গীকারে সমর্থন জোগাবে। একই সঙ্গে বিরোধীদের সতর্ক করে দিয়ে তাঁরা বলছেন, ভোটের সময় বিরোধীরা যদি সহিংসতা করে, তাহলে তাদের ওপরও ভিসা বিধিনিষেধ প্রয়োগ করা হতে পারে। সরকারের সমালোচকেরা ভিসা নীতিকে ব্যাখ্যা করে বলছেন, বিরোধীদের দিকে যুক্তরাষ্ট্র যে সমর্থন বদল করেছে, নতুন এই ভিসা নীতি তারই ইঙ্গিত। অতীতে বাতিল হওয়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থাকে পুনঃস্থাপনের ক্ষেত্রে এ ঘোষণাকে একটি পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন তাঁরা।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং ঢাকায় দেশটির দূতাবাস, সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন নিশ্চিতের ওপর গুরুত্ব দিয়ে, এই দুই চরম অবস্থানের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করেছে। অন্য আন্তর্জাতিক বন্ধুরা এখন পর্যন্ত নীরব, অনেকে সময় নিচ্ছে এবং কোন দিকে ঘটনা গড়াচ্ছে, সেটা দেখছে। অন্য যেকোনো নীতির মতোই যুক্তরাষ্ট্রের নতুন এই ভিসা নীতির চূড়ান্ত সফলতা নির্ভর করবে, সেটা কীভাবে প্রয়োগ করা হবে, তার ওপর। এই ভিসা নীতির প্রয়োগ যাঁরা করতে যাবেন, তাঁদের জন্য প্রথম চ্যালেঞ্জটি হবে, ভিসা বিধিনিষেধ আরোপের জন্য পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করা। যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের জনাকয়েক লোকের পক্ষে নির্বাচনী রাজনৈতিক সহিংসতা এবং ভয়ভীতি প্রদর্শনের ঘটনা তদন্ত ও মূল্যায়ন করা হবে ভয়ংকর কঠিন এক কাজ। সারা দেশ ভ্রমণ, নিরাপত্তা বিবেচনা, ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা এবং এসব ঘটনায় অসংখ্য মানুষের জড়িত থাকা–এসব বিবেচনায় কাজটি অনেক জটিল হবে।

বার্ষিক মানবাধিকার প্রতিবেদনের মতো করেই যুক্তরাষ্ট্রকে তথ্যপ্রমাণ জোগাড়ের জন্য শেষপর্যন্ত নাগরিক সমাজ, সাংবাদিক ও মানবাধিকারকর্মীদের নেটওয়ার্কের সহযোগিতা নিতে হবে। একই সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর দাবি ও পাল্টা দাবিতে ভরে উঠবে ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস। প্রতিটি দলই তাদের পরবর্তী রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য যুক্তরাষ্ট্র যেন পদক্ষেপ নেয়, সেটা চাইবে। সম্প্রতি কেরানীগঞ্জে রাজনৈতিক সহিংসতা নিয়ে পাল্টাপাল্টি অভিযোগের যে চিত্র, তা থেকে স্পষ্ট যে দোষ বিচার করা কতটা কঠিন হবে।

উপরন্তু পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আইনজীবী ও নীতিনির্ধারকদের কোন মানের তথ্যপ্রমাণ প্রয়োজন এবং ভিসাসংক্রান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে কতটা শ্রম দেওয়া দরকার, সে বিষয়টিও এ ক্ষেত্রে বিবেচনায় নিতে হবে। আমলাতান্ত্রিক যে বাস্তবতা, তাতে করে বেছে বেছে বিধিনিষেধ আরোপের পথ অনুসরণ করার সম্ভাবনাই বেশি, নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার অন্যান্য ঘটনায় যেমনটা দেখা গেছে।

ভিসা নীতি কতটা সফল হবে, তার সত্যিকারের পরীক্ষার ক্ষেত্র হলো, এটা আরও রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং আরও ভালো নির্বাচনী পরিবেশ তৈরিতে অবদান রাখছে কি না। সেটা নিশ্চিত করতে হলে সরকার ও বিরোধী দল– দুই পক্ষের নীতিনির্ধারক এবং তাদের নির্দেশাবলি যাঁরা বাস্তবায়ন করবেন, তাঁদের ওপর প্রভাব পড়ে এমন পদক্ষেপ দরকার।

ভিসা বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে যথেষ্ট বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন হবে। কাউকে ভিসা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ তথ্যপ্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে কি না এবং নীতি ও আইনে যে ধারা আছে, সেগুলো যথাযথভাবে পূরণ হচ্ছে কি না, সেটা নিশ্চিত করতে হবে। পাল্টাপাল্টি দাবিগুলো যাচাই করে একটা সিদ্ধান্তে আসতে আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শেষ করতে কত দিন লেগে যাবে, সে বিষয়টিও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

এসব প্রতিবন্ধকতা বা চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও সার্বিক বিবেচনায় যুক্তরাষ্ট্রের নতুন এই ভিসা নীতি একটি স্বাগত জানানোর মতো পদক্ষেপ এবং নির্বাচনকে সামনে রেখে এটি যে কোনো সাধারণ ব্যাপার নয়, সেই ইঙ্গিত এতে মিলছে।

পরিশেষে ভিসা নীতি কতটা সফল হবে, তার সত্যিকারের পরীক্ষার ক্ষেত্র হলো, এটা আরও রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং আরও ভালো নির্বাচনী পরিবেশ তৈরিতে অবদান রাখছে কি না। সেটা নিশ্চিত করতে হলে সরকার ও বিরোধী দল– দুই পক্ষের নীতিনির্ধারক এবং তাদের নির্দেশাবলি যাঁরা বাস্তবায়ন করবেন, তাঁদের ওপর প্রভাব পড়ে এমন পদক্ষেপ দরকার। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দেওয়া দরকার, যাতে একটা স্থিতাবস্থা বজায় থাকে। রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান বদলের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি এককভাবে যথেষ্ট, এমন ভাবা ঠিক হবে না। এখনো নিষেধাজ্ঞার ভীতিটা বাস্তব এবং যাঁদের পরিবারের সদস্যদের যুক্তরাষ্ট্র না গিয়ে উপায় নেই তাদের জন্য যদি নিষেধাজ্ঞা দেওয়া যায়, তার প্রভাব হবে অনেক বড়। এটা আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে যদি সমমনা দেশগুলো (যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি) একই পথ অনুসরণ করে। রাজনৈতিক নীতিনির্ধারক ছাড়াও নিরাপত্তা বাহিনী, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, জনপ্রশাসনের জ্যেষ্ঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায় (তাদের পরিবারের সদস্যও) বিদেশে যেতে পারবেন না, সেটা ভাবা তাঁদের জন্য সুখকর হবে না। যে শীর্ষ খুঁটিগুলো সরকার ও বিরোধী দলকে সমর্থন দেয়, সেগুলো যদি দুর্বল হতে শুরু করে তাহলেই প্রকৃত পরিবর্তনের সম্ভাবনার ক্ষেত্রটা বড় হবে।

এসব প্রতিবন্ধকতা বা চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও সার্বিক বিবেচনায় যুক্তরাষ্ট্রের নতুন এই ভিসা নীতি একটি স্বাগত জানানোর মতো পদক্ষেপ এবং নির্বাচনকে সামনে রেখে এটি যে কোনো সাধারণ ব্যাপার নয়, সেই ইঙ্গিত এতে মিলছে।

আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, দিল্লির দিক থেকে প্রতিবাদ আসতে পারে, তা জানা সত্ত্বেও বাইডেন প্রশাসন নতুন পদক্ষেপের দিকে এগিয়েছে। অতীতে বাংলাদেশ প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিতে দৃশ্যত ভেটো প্রদান করে এসেছে ভারত। প্রতিবেশী ইস্যুতে ওয়াশিংটন ও দিল্লির অবস্থানগত পার্থক্যের কারণে ভারত এই ভেটো দিয়েছে।

বাইডেন প্রশাসন ভারতের সঙ্গে যখন তাদের সম্পর্ক শক্তিশালী করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে, তখন তারা এই বার্তাও দিতে চেয়েছে যে বাংলাদেশ প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে একমত হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। এখন অন্যান্য দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় বন্ধুদের ক্ষেত্রেও সময় এসেছে বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রশ্নে সমর্থনের অঙ্গীকার করা।

জন ডানিলোভিকজ সাউথ এশিয়ান পারসপেকটিভস-এর এডিটর আট লার্জ এবং ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের সাবেক ডেপুটি চিফ অব মিশন
সাউথ এশিয়ান পারসপেকটিভসে প্রকাশিত, ইংরেজি থেকে অনূদিত

মার্কিন ভিসা নীতি নিয়ে অহেতুক আত্মতুষ্টি

অধ্যাপক ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী



মে মাসে এসে বাংলাদেশের কূটনৈতিক ক্ষেত্রে পরপর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। এর সর্বশেষটি হলো যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে নতুন ভিসা নীতি। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ওয়েবসাইটে 'বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচন উৎসাহিত করতে ভিসা নীতির ঘোষণা' শিরোনামে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। বিবৃতিতে অ্যান্টনি জে. ব্লিংকেন বলেন, বাংলাদেশে আসন্ন জাতীয় নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করার লক্ষ্যকে সহায়তা করতে তিনি ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ন্যাশনালিটি অ্যাক্টের অধীনে নতুন ভিসা নীতি ঘোষণা করছেন। এই নীতির অধীনে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য দায়ী বা জড়িত বলে মনে করা যে কোনো বাংলাদেশির জন্য ভিসা প্রদানে বিধিনিষেধ আরোপে সক্ষম হবে। এর মধ্যে বর্তমান ও সাবেক বাংলাদেশি কর্মকর্তা ও কর্মচারী, সরকারপন্থি ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্য, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিচার বিভাগ এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। (সমকাল, ২৪ মে ২০২৩)।

এই ভিসা নীতি বিভিন্ন বিবেচনায় বিস্ময়কর–স্বীকার করতে হবে। কিন্তু বিষয়টি ঠিক বিনা মেঘে বজ্রপাত নয়। বিরোধী দল ও নাগরিক সমাজের একটি অংশ যেভাবে সব শেষ হয়ে গেল বলে রব তুলেছে, সেটাও বাস্তবসম্মত নয়। দেশের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি ও তার মিত্র রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে অনেক দিন ধরেই আমেরিকান নিষেধাজ্ঞার 'ভয়' দেখানো হচ্ছিল। গত বছর যখন দলটি বিভিন্ন বিভাগীয় সমাবেশ সম্পন্ন করে ১০ ডিসেম্বর ঢাকার জন্য তারিখ নির্ধারণ করেছিল, তখনও কথা উঠেছিল। বিরোধী দলের পক্ষে প্রচারণা চালানো হয়েছিল–১০ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে নতুন করে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হবে। একজন বিএনপি নেতা আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেছিলেন, ১০ তারিখের পর দেশ চলবে খালেদা জিয়ার আদেশে। বাস্তবে তেমন কিছুই ঘটেনি। বরং বিএনপির ওই মহাসমাবেশ শেষ পর্যন্ত হযবরল অবস্থায় শেষ হয়েছে।

যা হোক, **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

নামাজের সময়-সূচী

জুন	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ফজর	৩.৪৭	৩.৪৭	৩.৪৭	৩.৪৬	৩.৪৬	৩.৪৫	৩.৪৫
সূর্যোদয়	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৪	৫.২৪	৫.২৪	৫.২৩
জোহর	১২.৫৫	১২.৫৫	১২.৫৫	১২.৫৫	১২.৫৫	১২.৫৬	১২.৫৬
আসর	৬.০৭	৬.০৮	৬.০৮	৬.০৮	৬.০৯	৬.০৯	৬.০৯
মাগরিব	৮.২৪	৮.২৪	৮.২৫	৮.২৬	৮.২৬	৮.২৭	৮.২৭
এশা	১০.০২	১০.০৩	১০.০৪	১০.০৪	১০.০৫	১০.০৬	১০.০৭

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

জিয়াউর রহমান সফল রাষ্ট্রনায়ক

॥ আহবাব চৌধুরী খোকন ॥

১৯৮১ সালের ৩০ বাংলাদেশী জাতির জন্য খুবই শোকবহ একটি দিন। এই দিনে বাংলাদেশের সফল রাষ্ট্রপতি ও স্বনির্ভর বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা জিয়াউর রহমানের চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে ঘাতকের গুলীতে প্রাণ হারান। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল মাত্র ৪১ বছর বয়সে দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন এবং ১৯৮১ সালে ৩০ মে মাত্র ৪৫ বছর বয়সে শাহাদৎ বরণ করেন। এই চার বছর এক মাসের শাসনামলে জিয়াউর রহমান তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষনতা প্রজ্ঞা, সততা ও কূটনৈতিক দক্ষতা দিয়ে দেশেকে এক অসীম উচ্চতায় নিয়ে যেতে সক্ষম হন। তাঁর শাসন কালে দেশ অর্থনৈতিকভাবে যেমন সাবলম্বী হয়ে উঠেছিলো তেমনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে শক্তিশালী একটি অবস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলো। পর্বত সমান জনপ্রিয়তা নিয়ে ক্ষমতায় আরোহন করে মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দল আওয়ামী লীগ যেখানে দেশ শাসনে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছিলেন শহীদ জিয়াউর রহমান সেখানে শতভাগ সফলতা অর্জন করেছিলেন। তাই আওয়ামী লীগ বিএনপি ও জিয়াউর রহমানকে তাদের প্রতিপক্ষ মনে করে। জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা অভিযোগ ও প্রোপাগান্ডা চালিয়ে চেষ্টা করে তাঁর চরিত্র হনন করতে। কিন্তু তাতে শহীদ জিয়া কিংবা বিএনপির বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয়নি বরং জনগনের নিকট ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে শহীদ জিয়া এবং বিএনপির গ্রহণযোগ্যতা। জিয়া ব্যক্তিগত ভাবে যেমন সৎ ও দেশপ্রেমিক ছিলেন তেমনি ছিলেন অসম্ভব মেধাবী ও পরিশ্রমী। জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। রাজনীতিতে আসবেন এমন কথা হয়তো কথনো তিনি ভাবেননি। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদশে চরম অরাজক পরিস্থিতি, ক্ষমতাসীন সরকারের সীমাহীন ব্যর্থতা এবং ১৯৭৫ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের মর্মান্তিক মৃত্যু এবং তৎপরবর্তী বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহ তাঁকে নিয়ে আসে রাজনীতির কেন্দ্র বিন্দুতে।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ব্যক্তিগত জীবন আলোচনা করলে দেখা যায় তিনি যেমন দৃঢ় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন তেমনি তাঁর সততা ও দেশপ্রেম ছিলো প্রশ্নাতীত। তিনি ক্ষমতায় থাকাকালে দেশের কৃষি সেক্টরের কল্যাণে যেমনি কাজ করেছেন, তেমনি কাজ করেছেন শ্রমজীবি সমাজের কল্যাণে। তাঁর শাসনামলে দেশে শুধু নতুন কলকারখানা নির্মিত হয়নি পূর্ববর্তী সরকারের শাসনামলে বন্ধ হয়ে যাওয়া মিল কারখানা চালু করার তিনি উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাঁর শাসনামলে মধ্যপ্রাচ্যে জনশক্তি রফতানী শুরু হয়েছিলো। গার্মেন্টস শিল্পের উন্নয়নে তিনি বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়ে নিয়েছিলেন এবং দেশে তৈরী পোষাক শিল্প বিদেশে রফতানী করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। মহিলাদের হাতকে তিনি কর্মীর হাতে পরিণত করতে গার্মেন্টস শিল্পে মহিলাদের কাজে লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। যুব কমপ্লেক্স ও সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি তিনি দেশের বেকার যুব সমাজকে কাজে লাগানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। গ্রামে পতিত জলাশয়ে মাছ চাষ এবং হাঁস-মুরগী পালনের জন্য সহজ শর্তে যুব সমাজকে ঋণ প্রদান সহ বিভিন্নভাবে সহযোগীতা করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি বিদেশ থেকে সাহিয্য কিংবা ঋন গ্রহণ না করে নিজের দেশের আভ্যন্তরীন সম্পদকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছিলেন। কৃষি খাতকে দেশের প্রধান সম্পদ হিসাবে চিহ্নিত করে দেশের এক ইঞ্চি কৃষি জমি যাতে অনাবাদী বা পতিত না থাকে সেই উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সারা বছর যাতে কৃষি ক্ষেত করা যায় সেজন্য গ্রামে গ্রামে খাল কেটে পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করেছিলেন। বনজসম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।



শহীদ জিয়াউর রহমানের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করেছেন এমন ব্যক্তিবর্গের বর্ণনায় উঠে এসেছে তাঁর ব্যক্তিগত সততা ও দেশপ্রেমের কথা। দেশের প্রখ্যাত অর্থনৈতিক সংস্কারক ও সাবেক অর্থমন্ত্রী মরহুম এম সাইফুর রহমানের ভাষায়,'শহীদ জিয়া ছিলেন একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক ও পরিশ্রমী রাজনীতিবিদ। তিনি সাদাসিধে জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। দেশের উন্নয়নের স্বার্থে অভিজ্ঞ ও পেশাজীবি ব্যক্তিবর্গকে রাজনীতি ও তাঁর মন্ত্রীসভায় অন্তর্ভূক্ত করেছিলেন। তিনি ও এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে তিনি আমৃত্যু কাজ করে গেছেনও'।

মজলুম জননেতা মরহুম মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে একবার এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন, হুজুর আপনাকে সব সময় সরকার বিরোধী ভূমিকায় দেখা গেছে। এমনকি আপনার দল যখন মন্ত্রিসভা গঠন করেছে তখনও আপনি একই জনসভায় দাঁড়িয়ে আপনার পাশে বসা মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে হুঁশিয়ার উচ্চারণ করে বক্তৃতা দিয়েছেন। অথচ দেখা গেছে আপনি জিয়াউর রহমানের প্রতি সহানভূতিশীল। জিয়ার প্রতি এই দুর্বলতার কারণ কী? মওলানা জবাবে বলেছিলেন, 'তোমরা তো রাজনীতি দেখছো বহুদিন ধরে, আমার রাজনৈতিক জীবনও বহুদিনের কিন্তু জিয়া ব্যতীত এমন একজন রাজনীতিবিদ দেখলাম না যে ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুতে থেকেও নিজেকে



বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্রপতি যার বিরোদ্ধে চরম শত্রুও কখনো ক্ষমতার অপব্যবহার কিংবা দুর্নীতির অভিযোগ আনতে পারেনি। দেশকে কিভাবে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী করা যায় এটা ছিল তাঁর স্বপ্ন দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির উর্ধ্বে রাখতে সক্ষম হয়েছে।' প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মরহুম অধ্যাপক ড. এমাজউদ্দিন আহমেদ জিয়াউর রহমানকে দুরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক আখ্যায়িত করে বলেছেন,'তাঁর প্রবর্তিত বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ধারনা নিঃসন্দেহে ছিল অনন্য রাজনৈতিক দর্শন। তিনি মনে করেছিলেন বাংলাদেশে বহু ধর্ম ও বর্ণের জাতিগোষ্ঠি বসবাস করে। তাদের জীবনযাত্রার ধরণ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই শুধুমাত্র ভাষা বা সংস্কৃতির ভিত্তিতে নয়, বরং ভূখন্ডের ভিত্তিতেই জাতীয়তাবাদকে গ্রহণ করা উচিত।' শহীদ জিয়া গ্রাম গ্রামান্তরে হেঁটে জনগণের সঙ্গে প্রত্যেক্ষ যোগাযোগের চেষ্টা করেছেন। জিয়া চার বছরের শাসনকালে সারা দেশে প্রায় ৫০০০ জনসভা ও কর্মিসভা করেছেন। রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি জনসভায় দীর্ঘ বক্তব্য দিতেন, প্রশ্নোত্তর ও মতামত দিতেন এবং হাজার মানুষের সঙ্গে হাত মিলাতেন। দলীয় বক্তব্যের চেয়ে দেশের সম্পদকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় সেটা বলতেন। তিনি দেশের সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে দেশের স্বার্থে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন।

শহীদ জিয়া পূর্ববর্তী সরকারের শাসনকালে বন্ধ হয়ে যাওয়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। বহুদলীয় গণতন্ত্রের পথ সুগম করে দেশে অবাধ ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে জিয়াউর রহমান প্রশাসন, অর্থনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি সর্বত্র কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তিনি মুসলিম দেশগুলোর সাথে ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে সম্পর্ক জোরদার করেছিলেন। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে সার্ক গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই সময় বাংলাদেশ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে অস্থায়ী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতিতেও তার বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে। অথচ অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে একটি বিশেষ মহল বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে শহীদ জিয়ার অবদানকে খাটো করে দেখতে চায়। কিন্তু ইতিহাস আপন গতিতে চলে। বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে শহীদ জিয়ার নাম মোছা যাবে না। এই নাম অক্ষয় হয়ে চির দিন বেঁচে থাকবে কৃতজ্ঞ জাতির হৃদয়ে।

লেখক: রাজনীতিক ও কলাম লেখক, নিউইয়র্ক।



শাসন নয়, শোষনই ছিল বৃষ্টিশদের মূলমন্ত্র

॥ আফতাব চৌধুরী ॥

ওয়ারেন হেস্টিংস ব্রিটিশ শাসিত ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। ১৭৮৪ সালে দেশে ফেরার পর পার্লামেন্টে তাকেও দাঁড়াতে হয়েছিল ইমপিচমেন্টের মুখে। ১৮৪ দিন সওয়াল জবাব চলেছিল। হেস্টিংসকে আক্রমণ করে বার্ক বলেছিলেন, 'ভারতকে আমরা ছিবড়ে করে ছেড়ে দিয়েছি।' ব্রিটিশদের সেই লুটপাটের কথা কারও অজানা নয়। কিন্তু এই প্রশ্ন প্রায় উত্তরহীনই থেকে গিয়েছে যে, দুই শতকে ঠিক কী পরিমাণ অর্থ-সম্পদ উপমহাদেশ থেকে লোপাট করেছিল ব্রিটিশরা। এই উত্তরের খোঁজে দীর্ঘ গবেষণা চালিয়েছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ উৎসা পট্টনায়েক।

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেসে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে উৎসা পট্টনায়েক লিখেছেন, ব্রিটিশরা এই দুই শতাব্দীতে ভারতীয়দের শোষণ করে ৪৫ ট্রিলিয়ন (৪৫) লাখ কোটি) ইউএস ডলারেরও বেশি অর্থ লোপার্ট করেছিল নানাভাবে। ব্রিটিশরা এত বেশি বিত্তহরণ করেছিল যে, স্বাধীনতার ৪০ বছর পরও ভারতে ঔপনিবেশিকতার ক্ষতি রয়ে গিয়েছে। আজ অনেকেই তো আর সেই সাম্রাজ্যবাদী লালসা, শোষণ কিংবা লুটতরাজের মত মৌলিক বিষয় নিয়ে চর্চা করেন না। ইদানীং অনেকে আবার পালটা যুক্তি দিয়ে বলেন, ২০০ বছর ধরে ব্রিটিশরা কি কিছুই রেখে যায়নি, যার সুফল আমরা আজও ভোগ করছি। বিশেষত, রাজনৈতিক ঐক্য ও গণতন্ত্র, আইনের শাসন, রেল যোগাযোগ, ইংরেজি শিক্ষা, এমনকি চা, ক্রিকেট? ব্রিটিশরাও বলার চেষ্টা করে একাধিক যুদ্ধে লিপ্ত আদর্শ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তে, একক 'ভারত' ধারণাটির জন্ম দেওয়াই ব্রিটিশ শাসনের সবচেয়ে বড় অবদান যার কোনও তুলনাই চলে না। সত্যিই কি তাই?

'ভারত' ধারণাটির বয়স হিন্দুদের একদম প্রথম দিককার পুরাণ বেদের সমান। এখানে হিমলায় ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী একটি অঞ্চলকে 'ভারতবর্ষ' হিসেবে বলা হয়েছে। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ লিখেছেন, উত্তর-পশ্চিমের পাঠান থেকে শুরু করে দক্ষিণের তামিল, সবাইকেই আরবরা একটি অভিন্ন সভ্যতার ধারক হিসেবে মনে করতো এবং তাদেরকে 'হিন্দি' বলে ডাকত। এতেই স্পষ্ট উপমহাদেশের গোটা ইতিহাস জুড়েই, ঐক্যের প্রতি একটি ঝোঁক রয়েছে। অনেক ভারতীয় শাসকই গোটা ভারতকে একীভূত করতে চেষ্টা করেছিলেন। চেষ্টা করেছিল মৌর্যরাও। মুঘলরা তো অনেক কাছাকাছিও পৌঁছে গিয়েছিল, উপমহাদেশের অধিকাংশ এলাকা দখল করে ফেলেছিল তারা। ফলে ব্রিটিশরা না-করলেও কোনও না কোনও ভারতীয় শাসক তার পূর্বসূরির দেখানো পথ ধরে, ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়ার কাজটি ঠিকই করে দেখাত। ১৭৫৭-পরবর্তী বছরগুলোতে ব্রিটিশরা খুব চাতুর্যের সঙ্গে 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতির মাধ্যমে তাদের কর্তৃত্ব পাকাপোক্ত করতে থাকে। শতবর্ষ পরে, ১৮৫৭ সালে, হিন্দু ও মুসলিম সেনাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম এবং ক্ষয়িষ্ণু মুঘল রাজতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে দেখে, সতর্ক হয়ে ওঠে ব্রিটিশরা। কে না জানে, সেই ১৮৫৯ সালে বোম্বের ব্রিটিশ গভর্নর, লর্ড এলফিনস্টোন লন্ডনকে পরামর্শ দিয়েছিলেন : বিভাজন ও শাসনই হল প্রাচীন রোমান প্রবাদবাক্য, এবং সেই পথে আমাদেরও যাওয়া উচিত। ধর্মীয়, সাম্প্রদায়িক, বর্ণভিত্তিক ব্যবধানকে বোঝার চেষ্টা করেছিল ব্রিটিশরা যা এক সময় এইসব ব্যবধানকে বিভাজন চিরস্থায়ীকরণের অনুশীলনে পরিণত হয়। তাই ঔপনিবেশিক প্রশাসকরা নিয়মিত এমন সব প্রতিবেদন রচনা করতে এবং সমীক্ষা চালাতে শুরু করেন, যেগুলো ভারতবাসীকে তাদের ভাষা, ধর্ম, সম্প্রদায়, জাত, উপ-জাত এবং গাত্রবর্ণের ভিত্তিতে আরও সঙ্কীর্ণরূপে উপস্থাপন করে। এর ফলে ঔপনিবেশিক শাসনকালেই হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে বড় পরিসরের ধর্মীয় দাঙ্গা শুরু হয়। কারণ, ব্রিটিশরাই এই অঞ্চলে শাসন শুরু করার পর এমন অনেক সমস্যাকে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক রূপে প্রচার করতে থাকে, যেগুলো ছিল নিছকই সামাজিক। ব্রিটিশদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ভারতীয় সমাজে ধর্মই হল মৌলিক বিভাজনের নেপথ্য কারণ। হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব ও বিবাদের দেওয়াল গড়ে তোলাই ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ নীতি। এই 'বিভাজন ও শাসন' নীতি চরম শিখরে পৌঁছয় ১৯৪৭ সালে। যখন ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। দেশভাগের ফলে দশ লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু হয়। ১ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ দেশান্তরী হয়। কয়েক বিলিয়ন টাকার সম্পদ ধ্বংস হয় এবং ক্ষতবিক্ষত এক ভূমিতে সাম্প্রদায়িক হিংসার আগুন দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে। প্রাক্তন কূটনীতিক তথা এমপি শশী থারুর তাঁর 'অ্যান এরা অব ডার্কনেস : দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার অব ইন্ডিয়া' গ্রন্থে আমেরিকান ইতিহাসবিদ তথা দার্শনিক উইল ডুরান্টকে উদ্ধৃত করে লিখেছেন, 'ব্রিটিশদের ভারত-বিজয় ছিল একটি সমৃদ্ধ সভ্যতাকে আক্রমণ করে তাকে ধ্বংস করে দেওয়া।'

পুরাতত্ত্ব-নিদর্শন বিক্রিবাটাকে ব্রিটিশরা 'আইনি' রোজগারের উপায় করে তুলেছিল। এ দেশ থেকে বহুমূল্য কোহিনুর হিরে লুঠ করে নিয়ে গিয়েছিল ব্রিটিশ শাসকরা। সে হিরে এখন ইংল্যান্ডের রানীর মুকুটে শোভা পায়। ভারতকে তারা অর্থদায়ী কামধেনু বলে মনে করত। ভারত থেকে যে বিপুল অঙ্কের অর্থ রাজকোষে জমা পড়ত, ব্রিটিশরা তাকে বলত, 'একটি দেশ থেকে প্রাপ্তি স্বর্গের দান।' সেই পথ ধরেই ১৭৬৫ থেকে ১৮১৫ সালের মধ্যে প্রতি বছর ব্রিটিশরা ভারত থেকে ১,৮০,০০,০০০ পাউন্ড শোষণ করেছিল। শুনলে অবাক হবেন, অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে এদেশে খাজনার ন্যূনতম পরিমাণ ছিল আয়ের ৫০ শতাংশ। এই বোঝা সামলাতে পারছিল না জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ মানুষ।

ডুরান্ট লিখছেন, যাঁদের কর বকেয়া রয়ে গিয়েছিল, তাঁরা কেউ জমিজিরেত ছেড়ে গুহায়, কেউ-বা খোলা আকাশের নীচে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ক্রমাগত বেড়ে চলা করের ধাক্কা সামলাতে না-পেরে বাবা তাঁর ছেলেকে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তখন কর বকেয়া মানেই অত্যাচার। ভারতীয়দের উপরে নির্মমভাবে বিপুল করের বোঝা চাপিয়ে সেই অর্থ নিজেদের দেশে পাঠিয়েছিল লন্ডনের শান বাঁধানো রাস্তা তৈরি করতে আর সাম্রাজ্য বিস্তারের যুদ্ধের খরচ বহন করতে। নিজের দেশ থেকে ঔপনিবেশিকদের খরচ বহন করতে করতে ভারত নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল।

যে ভারতকে ব্রিটিশরা দখল করেছিল, তা ছিল সম্পদশালী, বাণিজ্যিকভাবে সমৃদ্ধ একটি সমাজ। যে কারণে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শুরুতে আগ্রহী ছিল। উপনিবেশ-পূর্ববর্তী ভারত তখন রপ্তানি করত উচ্চমানের সব পণ্য, যেগুলো ব্রিটেনে ব্যবহার করাকে বিবেচনা করা হত কেতাদুরস্ত হিসেবে। ব্রিটেনের অভিজাতরা তখন ব্যবহার করত ভারতীয় পাট কিংবা মসলিনের তৈরি পোশাক। ঘর সাজাত ভারতীয় রং-বেরঙের সুতির কাপড় দিয়ে, আর রসনায় প্রিয় ছিল ভারতীয় মশলা ও চাটনি।

শুনলে অবাক হতে হয়, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে, ব্রিটিশ দোকানিরা বেশি লাভের আশায় নিজেদের তৈরি কাপড়কে ভারতীয় বলে চালিয়ে দিতে চেষ্টা করতো। পলাশীর যুদ্ধের মাত্র এক দশক পরে ১৭৬৮ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতীয় টাকা খাটতে শুরু করেছিল। সেবার পার্লামেন্ট সদস্যদের ২৩ শতাংশই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অংশীদার। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি লবিই শেষ কথা। পার্লামেন্টের প্রশ্রয়ে, কোম্পানির ডিরেক্টররা তখন এমন আর্থিক জালিয়াতি শুরু করেন যে, ১৭৭২ সালে লন্ডনে প্রায় এক ডজন ব্যাঙ্ক লালবাতি জ্বালতে বাধ্য হয়। কে না জানে, পলাশি যুদ্ধের পর ইংল্যান্ডে ক্লাইভ প্রায় নায়ক বনে গিয়েছিলেন। কিন্তু আর্থিক সঙ্কটের পরের বছরই, ১৭৭৩ সালে তাঁর বিরুদ্ধে বাংলার কোষাগার থেকে ২ লক্ষ ৩৪ হাজার পাউন্ড সরানোর অভিযোগ উঠেছিল। কেউ বলতেই পারেন, ব্রিটিশরা তো ভারতকে ইংরেজি ভাষা শিখিয়েছে। কিন্তু কোনওভাবেই ইংরেজি ভাষাকে ব্রিটিশদের 'উপহার' বলা যায় না বরং এটি ছিল ঔপনিবেশিকতার আরও একটি প্রভাবশালী কৌশল। ১৮৩৫ সালে লর্ড ম্যাকলের লেখা ওমিনিট অন এডুকেশন-এ পরিষ্কার রয়েছে ব্রিটিশের তরফে ভারতে ইংরেজি শিক্ষা চালু করার ধ্রুপদী কারণটি- 'আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে এমন একটি শ্রেণি গড়ে তোলার, যারা আমাদের এবং আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন লক্ষ মানুষের মধ্যে দোভাষীর ভূমিকা পালন করবে। তারা হবে এমন শ্রেণির, যারা রক্তে-বর্ণে হবে ভারতীয়, কিন্তু রুচি, মত, মূল্যবোধ ও বুদ্ধিবৃত্তিতে ইংরেজ।' কোনওভাবেই ব্রিটিশরা চায় নি ভারতীয় সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করতে। শিক্ষা বিস্তারের জন্য কোনও বাজেট বরাদ্দের অভিপ্রায়ও তাদের ছিল না। আমরা ভারতীয়রাই বরং ইংরেজি ভাষাটিকে দখল করেছি এবং একে আমাদের নিজেদের স্বাধীনতার হাতিয়ারে পরিণত করেছি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংল্যান্ডের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের নির্দেশে গ্রামবাংলা থেকে খাদ্যশস্যের ভা-ার সরিয়ে ব্রিটিশ সেনাদের জন্য মজুত করা হয়েছিল। ফলে ১৯৪৩ সালে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষে ৪০ লক্ষ বঙ্গবাসীর মৃত্যু হয়। ব্রিটিশরা ভারতে রেলপথ বসায়, ভারতীয়দের সুবিধার জন্য নয়। উপনিবেশ থেকে শোষণ করা কাঁচামাল ইংল্যান্ডগামী জাহাজে তোলার জন্য, সহজে বন্দরে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ শাসকরা ভারতীয় সেনাদেরও কাঁচামালের জন্যই ব্যবহার করেছিল। ভারতীয় করদাতাদের টাকায় গোলাবারুদ ও রসদ কিনেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাবদ ব্রিটেনের কাছে ১২৫ কোটি পাউন্ড বা ১২,৪২৩ কোটি টাকা পায় ভারত, যা এখনও তারা দেয়নি। ব্রিটিশদের কাছে থেকে সেই বিপুল অর্থ ফেরতের দাবি তুলবে কে?

লেখক: সাংবাদিক-কলামিস্ট।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে বসবাস করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনানো আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হয়ে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ২ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্ট্রাকচারিংসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

ক্ষমতার লোভের রাহুগ্রাস

॥ গোলাম মাওলা রনি ॥



ঈন্ডিত নেহরুর বিখ্যাত একটি বই পড়েছিলাম বহু আগে। তিনি যখন জেলখানায় ছিলেন তখন প্রিয় কন্যা ইন্দিরার কাছে নিয়মিত ইংরেজিতে চিঠি লিখতেন। ইন্দিরা তখন সম্ভবত মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রী। পন্ডিত নেহরু তার চিঠিতে যেভাবে সারা দুনিয়ার ইতিহাস সুখপাঠ্য করে কন্যার কাছে বর্ণনা করেছেন এমনতর ইতিহাসের গল্প আমি কোথাও শুনিনি। ভারতবর্ষ-চীন-মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্ব ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য অংশ একটার সাথে অপরটার সংযোগ ঘটিয়ে তিনি যে চিঠিগুলো রচনা করেছিলেন তা পরবর্তীতে দ্য গ্লিম্পজেস অব ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি নামে সঙ্কলিত হয় এবং বই আকারে প্রকাশিত হওয়ার পর দুনিয়ার পাঠক মহলে হইচই শুরু হয়ে যায়।

ব্যক্তিগত জীবনে আমি খুব মনোযোগী পাঠক বটে- কিন্তু আমার প্রধান অসুবিধা হলো- পঠিত বিষয় খুব সহজে ভুলে যাওয়া। কিন্তু পন্ডিত নেহরুর বইটির কথামালা আমার হৃদয়ে এমনভাবে গেঁথে গেছে যা আমার চিরায়ত অভ্যাসের বিপরীত। পন্ডিতের বইয়ের মতো আরো কয়েকটি বই আমার মনমস্তিষ্কে গেঁথে রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে অ্যাডগার রাইস বারোসের টারজান দ্য অ্যাপম্যান, হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসনের গল্পমালা, মাওলানা আবুল কালাম আজাদের ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম, হিরোডোটাসের দ্য হিস্টিরিয়া, মোহাম্মদ আসাদের রোড টু মক্কা, খুশবন্ত সিংয়ের দিল্লি কোম্পানি অব ওম্যান, মাওলানা শিবলী নোমানীর সিরাতে রসূল সা:, উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রাসহ আরো কিছু বই।

আমার জীবনে যত বই পড়েছি তার বেশির ভাগই ঐতিহাসিক ঘটনা-সমৃদ্ধ নাটক-উপন্যাস-গল্প এবং নিরেট ইতিহাসের প্রামাণ্য দলিল। ইতিহাসের বইয়ের মূল প্রাতিপাদ্য- ইতিহাস কেউ মনে রাখে না এবং ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা নেয় না। তা না হলে- ক্ষমতার মসনদে বসে কেন সবাই একই ভুল করে। আমি বাংলার অন্তত এক ডজন শাসকের নাম জানি- যারা সবাই ছিলেন মহাপন্ডিত। তাদের ছিল মস্তবড় লাইব্রেরি। নিজেরা নিয়মিত অধ্যয়ন করতেন এবং নিজেদের জ্ঞান ও গরিমা শানিত করার জন্য রাজদরবারে বড় বড় দেশী-বিদেশী পন্ডিত, বিজ্ঞানী, ধর্মবেত্তা, সুফি সাধক, সঙ্গীতজ্ঞ এবং প্রকৌশলীদেরকে আমির ওমরাহের মর্যাদা দিয়ে রাষ্ট্রীয় বেতন-ভাতার মাধ্যমে নিয়মিত পুষতেন। কিন্তু ভুল করার ক্ষেত্রে তারা সবাই প্রায় একই আচরণ করেছেন। তাদের সেই ভুলগুলো কেন হতো তা বোধগম্য করার জন্য হাল আমলের বাস্তব একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

ঘটনাটি ২০১১ সালের। সংসদ লাইব্রেরিতে বসে পড়ছিলাম। আরো কয়েকজন সংসদ সদস্যও পড়ছিলেন। ঠিক এমন সময় সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেনও সেখানে এলেন এবং আমার ঠিক পাশের চেয়ারটিতে বসলেন। ভদ্রলোকের সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কে টানাপড়েন চলছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে সামাজিক ভদ্রতা এবং ব্যক্তিগত সৌজন্য প্রদর্শনের কোনো ঘাটতি ছিল না। অধিকন্তু তিনি সত্যিকার অর্থেই একজন ভদ্রলোক এবং আপাদমস্তক সহনশীল প্রকৃতির মানুষ হওয়ার কারণে আমার অনেক নির্মম সমালোচনা সত্ত্বেও আমার সাথে দেখা হলে আগে সালাম দিতেন এবং হাসিমুখে করমর্দন করতেন। ঘটনার দিন তিনি আমার একটি নিবন্ধ পড়ছিলেন যা সেদিনকার দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পড়া শেষ হলে তিনি আমার হাতটি ধরে মৃদু চাপ দিলেন এবং বললেন, আমার মেয়ের জামাই আপনার খুব ভক্ত- আমার মেয়েও আপনার টকশো দেখে এবং আপনার প্রশংসা করে। আপনার লেখাটি পড়লাম এবং মনে হলো- ঠিকই লিখেছেন।

ভদ্রলোকের কথা শুনে আমি কোনো কিছু না বলে হাসিমুখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি পুনরায় বললেন- বইরের জগৎ এবং ক্ষমতার অন্দরমহল এক নয়। আমরা যখন মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে বসি তখন কেন জানি মনে হয়- আমরা সঠিক আর আমাদের সমালোচনাকারী এবং বিরুদ্ধ পক্ষ ভুল পথে হাঁটছে।

সৈয়দ আবুল হেসেনের উল্লিখিত বক্তব্যটি যদি আপনি ধর্তব্যের মধ্যে আনেন তবে হোয়াইট হাউজ থেকে বাকিংহাম প্যালেস অথবা রিয়াদ রাজপ্রাসাদ থেকে আমাদের গণভবন অথবা বঙ্গভবন- সর্বত্রই একই চিত্র দেখতে পাবেন। ওসব স্থানে এমন কিছু হয় যা বাইরে থেকে অনুধাবন তো দূরের কথা কল্পনাও সম্ভব নয়। ক্ষমতার চেয়ারকে কেন্দ্র করে বড় বড় মৌচাক এবং মধু মাছিদের গুঞ্জনে আপনার মনে হবে- সারা দুনিয়ায় দুধ ও মধুর নহর প্রবাহিত হয়েছে। অন্যদিকে, মধুকুঞ্জের বাসিন্দারা দুধ ও মধু ছাড়া অন্য কিছুর কথা শোনা, অন্য কিছু দেখা অথবা অন্য কিছু বোঝার জন্য যে মনুষ্যজাত গুণাবলি দরকার তা হারিয়ে ফেলে লোভ-লালসা-কামনা-বাসনা-ভোগ-বিলাস ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হতে হতে একসময় নিজেদের ওপর স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। ফলে ক্ষমতার লোভের রাহুগ্রাস তাদের কিভাবে অক্টোপাসের মতো আঁকড়ে ধরে তার কিছু ভুবন কাঁপানো উদাহরণ পন্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরু তার বইতে উল্লেখ করেছিলেন।

ঈন্ডিত নেহরু জানতেন যে, ক্ষমতায় গেলে কোনো মানুষ হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন আবার কিছু ক্ষমতাধর মানুষের জীবনে কেন ক্ষমতার কালো ছায়া বিস্তার করতে পারে না। তিনি হয়তো স্বপ্ন দেখতেন যে, অনাগত দিনে তার কন্যাও মস্তবড় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হবেন এবং রাষ্ট্রক্ষমতায় গিয়ে মনুষ্যত্ব, শিক্ষা-দীক্ষা এবং ক্ষমতার লোভ-লালসার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করবেন। এর জন্য তার লিখিত পত্রে তিনি মহাকালের মহান রাজনৈতিক ব্যক্তিদের জীবনের আশ্চর্যসব কাহিনী বর্ণনা করে প্রিয় কন্যাকে অনেক কিছু শিখিয়েছেন যার একটি উদাহরণ বর্ণনা করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

উত্তর ভারতে সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজদরবারে সভাকবি হিসেবে কবি বানভট্ট দীর্ঘদিন যাবত কর্মরত ছিলেন। সম্রাট হিসেবে হর্ষবর্ধনের খ্যাতি সুদূর চীন ও পারস্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। আর বানভট্টের কাব্য প্রতিভার খ্যাতি ছিল দুনিয়া জোড়া যা বিশ্বসাহিত্যের মহাকালের ইতিহাসের অন্যতম মাইলফলকরূপে আজও মানুষকে বিস্মিত করে। তার রচিত হর্ষচরিত পৃথিবীর নামকরা গ্রন্থগুলোর মধ্যে অন্যতম। তো এতবড় বিখ্যাত কবি যার গুণের কাহিনী বলে শেষ করা যাবে না তার সাথে সম্রাট হর্ষবর্ধন কী আচরণ করেছিলেন তা শুনলে অবাক না হয়ে পারবেন না।

সম্রাট হর্ষ বানভট্টকে নিয়োগ দিয়েছিলেন রাজদরবারের দৈনন্দিন ঘটনাপঞ্জি, যুদ্ধের কাহিনী এবং তার সাম্রাজ্যের ইতিহাস রচনার জন্য। কিন্তু বানভট্ট ওসব কর্মের চেয়ে সম্রাটের গুণকীর্তন তোষামোদি ইত্যাদি করার জন্য অতিমাত্রায় উৎসাহী ছিলেন। যেহেতু কবির বুদ্ধির স্তর ছিল স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি, তাই বানভট্টের কৌশল বুঝতে সম্রাট হর্ষকে বহু বছর অপেক্ষা করতে হয়। প্রকাশ্য রাজদরবারে সম্রাটের তোষণের জন্য বানভট্ট চৌকশ একদল চাটুকার জোগাড় করে ফেলেন এবং সারা দেশে প্রচার করতে থাকেন, সে সম্রাটের অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে এবং কাব্য প্রতিভায় তিনি দুনিয়ার সেরা কবি। এজন্য নিজে কবিতা লিখে তা সম্রাটের নামে প্রচার করতে থাকেন। বিষয়টি সম্রাটের নজরে আসে এবং তিনি প্রকাশ্য রাজদরবারে বানভট্টকে ভর্ৎসনা করে তাকে সভাকবির পদ থেকে বহিষ্কার করেন এবং রাজধানী ত্যাগ করার নির্দেশ দেন।

বানভট্টের বিরুদ্ধে উল্লিখিত ঐতিহাসিক রায় ঘোষণা করতে গিয়ে সম্রাট হর্ষবর্ধন যে যুগান্তকারী মন্তব্য করেছিলেন তা যদি যুগ যুগান্তরের রাজা বাদশাহরা স্মরণ করতেন, সে ক্ষেত্রে ক্ষমতার লোভের রাহুগ্রাস থেকে হয়তো মুক্তি মিলত। সম্রাট হর্ষ বলেছিলেন- শাসকের জন্য সবচেয়ে বিপদের কারণ হলো চাটুকার। কিন্তু বাস্তবতা হলো, বিপজ্জনক চাটুকার ছাড়া কোনো শাসক চলতে পারে না।

রাজা হর্ষবর্ধনের রাজত্বের সময়কাল ছিল ৬০৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৬৪৭ খ্রিষ্টাব্দ। তার জমানাতেই আল্লাহর রাসূল সা: মদিনা রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন। চীনে ছিল তাং সাম্রাজ্য আর সম্রাট ছিলেন লি উয়ান। পারস্যে ছিলেন দ্বিতীয় খসরু যিনি জন্ম নিয়েছিলেন ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে এবং ৫৯ বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন। অন্য দিকে রোমান সম্রাট ছিলেন হেরাক্লিয়াস। আজকের ইউরোপে তখন এমন কোনো রাজা বাদশাহ ছিলেন না যাদের নাম স্মরণ করা যেতে পারে। আর আমেরিকা কানাডা অস্ট্রেলিয়া তখন পর্যন্ত সভ্য দুনিয়া কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়নি। বিশ্ব ইতিহাসের সমসাময়িক প্রেক্ষাপট যদি আপনি বর্ণনা করেন তবে দেখতে পাবেন যে, বেশির ভাগ উত্তম শাসক সমসাময়িক এবং মন্দ শাসকরাও সামান্তরালভাবে একই সাথে জন্ম নেয় এবং দুনিয়াকে একে অপরের সাথে পাল্লা দিয়ে বিষময় করে তোলে।

আমরা আজকের আলোচনার শেষ পর্যায় চলে এসেছি। এবার শিরোনাম সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলে নিবন্ধের ইতি টানব। ক্ষমতার লোভ সেসব শাসককে তাড়িত করে যাদের মধ্যে শাসক হওয়ার সত্যিকার গুণাবলিগুলো থাকে না। অতি নিম্নমানের শিক্ষা, নীচু স্তরের মনমানসিকতা, চরিত্রহীনতা, বিকৃত রুচি এবং পাশবিক আশা আকাঙ্খা দ্বারা তাড়িত শাসকরা সর্বদা লোভী হয়ে থাকেন। লোভী শাসকদের প্রধান লক্ষণ হলো তারা অযোগ্য প্রতারক, ঠকবাজ এবং চরিত্রহীন, দুর্নীতিবাজদের নিজেদের আমির ওমরাহ, পাত্র-মিত্র, বিচারক, সেনাপতি, কোতোয়াল বানিয়ে নেন। এ অবস্থায় বানভট্টের মতো ধড়িবাজ মেধাবীরা লোভী শাসককে ঘেরাও করে ফেলে এবং নানা রকম আকর্ষণীয় কথামালা দিয়ে লোভী শাসকের অযোগ্যতাকে ফুলাতে ফাঁপাতে শুরু করে এবং লোভী শাসককে জমিনের সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও ভয়ঙ্কর প্রাণীতে পরিণত করে ফেলে। এ অবস্থায় ক্ষমতালোভী মানুষের প্রজনন জ্যামিতিক হারে বাড়তে থাকে এবং লোভের রাহুগ্রাস পুরো জাতিকে অস্তিত্ব সঙ্কটের মধ্যে ফেলে দেয়।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য

Akash Medical Care

আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার



Akash Ferdaus MD

Akash Medical Care

Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার

Sudesh Srivastava MD

Cardiologist

পায়ের ডাক্তার

Dr. Nayeem Haque

Podiatic Surgeon

Complete Physical & Follow up

DMV/TLC, School Physical

Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine

Blood, Urine Test, EKG

Immigration Physical

Podiatric Surgery

COVID Test & COVID Vaccine

All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT

718-431-0009

Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।	বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে *প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়*	ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।





❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহে আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে আল খানের প্রশ্নঃ
আমি একজন গ্রিনকার্ডধারী। আমি এখানে আমার পরিবার নিয়ে বসবাস করি। বাংলাদেশে আমার মা-বাবা থাকেন। তাদের অনেক বয়স হয়ে গেছে। তারা আমাদের সান্নিধ্য পাবার জন্য সবসময় উদ্বগ্রিব থাকেন। কিন্তু এখানে আমার কর্মক্ষেত্র ছেড়ে তাদের কাছে গিয়ে থাকা সম্ভব হয় না। সে কারণে আমি তাদের এদেশে আনতে চাই।

এ ব্যাপারে আমি ঢাকার ইউএস অ্যাম্বেসীতে কল করে আমার মা-বাবার ইউএসএ আসার ভিসা সম্পর্কে জানতে চেয়েছি। তারা আমাকে বলেছে যে ভিসার জন্য আমার মা-বাবাকে ডিএস ১৬০ ফর্ম পূরণ করতে হবে। এ ব্যাপারে আমি আপনার পরামর্শ কমনা করছি। আমার মা-বাবাকে এখানে আনার ব্যাপারে আপনার পরামর্শ পেলে উপকৃত হবো এবং কৃতজ্ঞ থাকবো।

আলম খানে প্রশ্নের উত্তরঃ
আপনার মা-বাবাকে এখানে আনার ব্যাপারে জানতে চেয়েছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হচ্ছে একজন গ্রিনকার্ডধারী তার বাবা-মার জন্য আবেদন করার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত নন। সে কারণে আপনি একজন পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হিসেবে আপনার মা-বাবার গ্রিনকার্ডের জন্যে আবেদন করতে পারেন না। আপনার মা-বাবার জন্যে আবেদন করতে চাইলে আপনাকে আপনার সিটিজেনশীপ পাবার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। আপনি সিটিজেন হলে তখন তাদের জন্যে আবেদন করতে পারবেন। তবে তারা কয়েক মাসের জন্যে ভিজিট ভিসায় এখানে বেড়াতে আসতে পারেন। একজন বিদেশী নাগরিক যারা ইউএসএ ট্রাভেল করতে চায় তাদের অবশ্যই ডিএস-১৬০ ফরম পূরণ করতে হবে অন লাইনে নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসার আবেদনের জন্য। কনস্যুলার অফিসাররা ডিএস-১৬০ ফরমে প্রদত্ত তথ্য যাচাই করে দেখেন আবেদনকারী নন ইমিগ্র্যান্ট ভিসার পাওয়ার যোগ্য কিনা। ডিএস-১৬০ ফরম সম্পর্কে যে সব প্রশ্ন প্রাসঙ্গিকঃ

আমি কি অনলাইনে এবং একাধিক সেশনে এই ফরম পূরণ করতে পারি?
আপনি একের অধিক সেশনে অন লাইনে ডিএস-১৬০ ফরম পূরণ করতে পারেন- তবে তা ৩০ দিনের মধ্যে হতে হবে। ফরম ফাইল শুরু করলে অবশ্যই ফরম এবং আইডি সেভ করে রাখবেন। কেননা আপনি আপনার আবেদনে ঢুকতে চাইলে আপনার ফর্ম আইডি লাগবে। আবেদন দাখিল করার পর প্রয়োজনে আপনি তথ্য পরিবর্তন করতে পারবেন। এটা করতে আপনাকে পুনরায় সাবমিট প্রেস করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপঃ যেমন আপনি ডিএস-১৬০ ফরম পূরণ করতে সাবমিট প্রেস দিয়েছেন। তার ২ সপ্তাহ পর আপনার মা-বাবার ঠিকানা পরিবর্তন হয়েছে। আপনি ৩০ দিনের মধ্যে ডিএস ১৬০ ফরম অন লাইন থেকে বের করে তাদের পরিবর্তিত ঠিকানা সংযোজন করে দিতে পারবেন।

এ ব্যাপারে যখনই আবেদন বের করতে চাইবেন- তখনই আপনাকে 'সাবমিট'এ প্রেস করতে হবে।

আমি ভালো কম্পিউটার অপারেট করতে জানিনা অর্থাৎ কম্পিউটার সম্পর্কে ভালো ধারণা এবং ইমিগ্রেশন আইন জানা নেই। এক্ষেত্রে কোন পেশাদার এটর্নীর সাহায্য নিতে পারি কিনা? প্রয়োজনে আমার কোন বন্ধু আমার সাহায্যে আসতে পারে কিনা?

হ্যাঁ প্রয়োজনে আপনি একজন এটর্নীর সাহায্য নিতে পারেন। ফরম পুরণ করবার জন্য কোন বন্ধুর সাহায্য নিতে পারেন। তবে ফরম পূরণে সাহায্যকারীর নাম উল্লেখ করার জায়গায় অবশ্যই আপনার বন্ধুর নাম লিখতে হবে। ফরমটি পূরণ করা বেশ সহজ। কেননা প্রশ্নগুলো আপনার ব্যক্তিগত তথ্য সম্পর্কে। তবে কম্পিউটার ভালো জানা না থাকলে একজন আলাদা মানুষের সাথে অবশ্যই পরামর্শ করতে হবে। কারণ আপনি যদি কোন ভুল তথ্য সংযোজন করে থাকেন তবে পরবর্তি সময়ে যখন আপনার মা-বাবার ভিসার জন্য আবেদন করবেন তখন তাদের জন্য সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। এটর্নী নিয়োগ করার প্রয়োজন এবং সামর্থ থাকলে একজন এটর্নী নিয়োগ করুন অথবা তাদের সাহায্য নিন।



আমাকে কি দুটো ফরম পূরণ করতে হবে- নাকি একটাই যথেষ্টঃ
পরিবারের অথবা গ্রুপ সদস্য হিসেবে ভিসা আবেদনকারী ভ্রমণ করতে চাইলে পরিবার বা গ্রুপ আবেদন ক্রিয়েট করতে হবে?

হ্যাঁ তারা একসঙ্গে আবেদন করতে পারেন এবং আবেদনের সঙ্গে লিংক করে দিতে পারেন। তবে পরিবারের প্রতিটি সদস্য যারা ইউএস ভ্রমণ করতে চান তাদের অবশ্যই পৃথকভাবে ডিএস-১৬০ আবেদনের জন্য পৃথক লিংক তৈরি করতে হবে।

কীভাবে আবেদনে লিংক করা যাবে?
প্রথমে প্রাইমারি ভিসা আবেদনকারীকে ডিএস-১৬০ আবেদন করতে হবে। তারপর কনফারমেশন পেজে গিয়ে 'ইমেই কনফারমেশন' অপস সিলেক্ট করতে হবে।

প্রাইমারি ভিসা আবেদনকারীকে প্রত্যুত্তরে 'থ্যাঙ্ক ইউ' জানাতে হবে।

এই পেজে পারিবারিক আবেদনের লিংক তৈরির অপশনও থাকবে। এই অপশন সিলেক্ট করে প্রাইমারী ভিসা আবেদনকারীর ফরমে কিছু তথ্য সংযোজন করতে হবে। যেমন বাড়ির ঠিকানা বা ডেসটিনেশন যা স্বাভাবিকভাবেই নতুন আবেদনে দেখা যাবে।

সাক্ষাতকারের সময়ে মা-বাবাকে যা সঙ্গে নিতে হবেঃ
ডিএস-১৬০ ফরমের কনফারমেশন পেজ,
বৈধ পাসপোর্ট এবং টিকেট যদি ইতোমধ্যেই ক্রয় করা হয়ে থাকে, তার নিশ্চিত হতে হবে যে, টিকেট যেন ওয়ানওয়ে না হয়ে রিটার্ন টিকেট হয়।
সকল এটাচডমেন্টের সঙ্গে এফিডেফিট অব সাপোর্ট ফরম
এখান থেকে আপনার পাঠানো একটি আমন্ত্রণপত্র বা স্টেটমেন্ট,
বাংলাদেশ থেকে আপনার মা-বাবার ব্যাংকের চিঠি এবং সম্পদের মালিকানার প্রমাণ।

সবশেষে উল্লেখ্য যে, ইমিগ্রেশন বিষয়ে কোন পদক্ষেপ, নেবার আগে বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নিয়ে অগ্রসর হওয়া উত্তম। আর প্রয়োজনে একজন অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করা উত্তম।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।
ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

সিরাজ ভাই

॥ মীযানুল করীম ॥

সিরাজ ভাই চিরতরে চলে গেছেন; এটা বিশ্বাসই হয় না। গত ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে একদিন এ খবর পাই। বিশ্বাসই হচ্ছিল না এ কথা শুনে। অনেক আগে তার ছাত্র ছিলাম। তিনি আমাদের মাস্টার্স ক্লাসে পড়াতেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের তিনি শিক্ষক ছিলেন। তিনিই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্র, যিনি মাস্টার্সে এ বিভাগে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছিলেন। তার আগে কেউ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্সে ইংরেজিতে প্রথম বিভাগ পাননি।

তখন প্রেসিডেন্ট জিয়ার শাসন আমল। সিরাজ ভাই চট্টগ্রাম থেকে এসেছিলেন রাজধানী ঢাকায়। উঠেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত ফজলুল হক মুসলিম হলে। কিন্তু রাতে তল্লাশি অভিযানে তিনি বহিরাগত হিসেবে আটক হন। আমরা সবেমাত্র ভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছি, তখন তার সে মন্দ খবর শুনতে পেলাম। সিরাজ ভাইয়ের বাড়ি কুমিল্লার দেবিদ্বার থানায়।

অনেক বছর পর একবার আমি ঢাকায় যাওয়ার পথে তার সাথে দেখা হয়। ট্রেন কী কারণে জানি না, বিলম্ব করেছে। তখন আমরা দু'জন রিকশায় করে ঢাকার বাসের উদ্দেশে রওনা হলাম। কুমিল্লায় রিকশায় যেতে যেতে অনেক কথাই হয়েছিল। 'সিরাজ ভাই'-এর পুরো নাম মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রবীণতম শিক্ষক প্রফেসর মোহাম্মদ আলীর অন্যতম প্রিয় ছাত্র ছিলেন। এটা আমরা জানতাম। চলতি শতকের প্রথম দিকে সিরাজ ভাই ঢাকার শ্যামলীস্থ 'আশা' বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। তখন তিনি আমার কর্মস্থল দৈনিক নয়া দিগন্তের মতিঝিলস্থ অফিসে এসেছিলেন। ওই সময়ে তার সাথে কিছু কথা হয়েছিল।

সিরাজ ভাই চিরতরে চলে গেছেন; এটা বিশ্বাসই হয় না। গত ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে একদিন এ খবর পাই। বিশ্বাসই হচ্ছিল না এ কথা শুনে। অনেক আগে তার ছাত্র ছিলাম। তিনি আমাদের মাস্টার্স ক্লাসে পড়াতেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের তিনি শিক্ষক ছিলেন। তিনিই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্র, যিনি মাস্টার্সে এ বিভাগে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছিলেন। তার আগে কেউ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্সে ইংরেজিতে প্রথম বিভাগ পাননি।

সিরাজ ভাই ছিলেন খুব ভালো ছাত্র এবং পুলিশ অফিসার। তিনি হঠাৎ করে বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে পুলিশ অফিসার হয়ে গেছেন। আমরা তো শুনে হতবাক। তার মতো শান্তশিষ্ট মানুষ পুলিশ অফিসার কিভাবে হবেন; এটাই আমরা স্বাভাবিকভাবেই ভাবছিলাম। এরপর আরেক চমক; সিরাজ ভাই ইংরেজি সাহিত্যে ডক্টরেট করার জন্য ভারতের চন্ডীগড়স্থ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেলেন। তার আগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজ বিভাগে ফিরেছিলেন অল্প সময়ের জন্য। সিরাজ ভাই নির্ধারিত সময়ের আগে ভারত থেকে ফিরে এলেন। এসেই আমাদের ক্লাস নিতে নিতে বললেন, 'সেখানে গিয়েছিলাম সাহিত্যিক জোসেফ কনরাডের ওপর পড়াশোনা করতে; এটা করা আমার ঘরেও সম্ভব। এজন্য চন্ডীগড় যাওয়ার কোনো দরকার হয় না।'

পাহাড়িয়া এলাকা চন্ডীগড়ে দুধ পাওয়া যেত প্রচুর। তাই সিরাজ ভাই সেখানে দুধ আর রুটি খেতেন খুব। উল্লেখ্য, ভারতের পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্যের যৌথ রাজধানী শহর চন্ডীগড়। ১৯৫৬ সালের ১ জানুয়ারি শিখ প্রধান পাঞ্জাব থেকে পৃথক হয়ে হিন্দু প্রধান ও হিন্দিভাষী হরিয়ানার সৃষ্টি। হরিয়ানা রাজ্যের সীমান্ত ভারতের কেন্দ্রীয় রাজধানী, দিল্লীর খুব কাছে। স্মর্তব্য, পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের রাজধানী লাহোরে অবস্থিত, বিখ্যাত ও সুপ্রাচীন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ই বেশি পরিচিত এ নামে। সিরাজ ভাইয়ের কথা শুনে মনে পড়ল চট্টগ্রামের কৃতী সন্তান ও প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক, চট্টগ্রাম সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর এ এ রেজাউল করিম চৌধুরী নাকি বলেছিলেন, আমেরিকায় পান পাওয়া যায় না'। অতএব, আমার ফুলব্রাইট স্কলারশিপের দরকার নাই।' তখন এ দামি স্কলারশিপ পাওয়া ছিল দুর্লভ ব্যাপার। যা হোক, সিরাজ ভাই বলেছিলেন, আরো আগেই আমার থিসিস সাবমিট করে চলে আসতে পারতাম। কনরাড-এর উপর পড়াশোনার জন্য সুদূর চন্ডীগড় যেতে হয় না।' আমাকে কেউ কেউ পরামর্শ দিয়েছিলেন ব্যক্তিগতভাবে সিরাজ ভাইয়ের সাথে পড়াশোনার বিষয়ে যোগাযোগ করার জন্য। তবে আমি করি নাই। সিরাজ ভাই ছিলেন খুব মেধাবী ছাত্র। তার সহপাঠী সুজিত কুমার দত্তও একই বিভাগের শিক্ষক ছিলেন।

সিরাজ ভাইয়ের একটি বক্তৃতার কথা আজও মনে আছে। এটি তিনি দিয়েছিলেন অধুনালুপ্ত বাংলাদেশ পরিষদ মিলনায়তনে। চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের বিপরীতে বিখ্যাত মুসলিম ইনস্টিটিউট হল। এতে ঢোকার পথে এক পাশে ছিল বাংলাদেশ পরিষদ মিলনায়তন, আর এক পাশে কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি। ১৯৭৮ সালের জানুয়ারির মাঝামাঝি, শীতকালে এখানে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিষয় ছিল 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ'। সাবেক বাঙালি জাতীয়তাবাদী ড. আর আই চৌধুরী এতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এক সময়ের আওয়ামী লীগার হলেও পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়ার আমলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং চার বছর মেয়াদ পূর্ণ করেন। সিরাজ ভাইয়ের প্রিয় শিক্ষক প্রফেসর মোহাম্মদ আলীও উক্ত আলোচনা সভায় ছিলেন।

সিরাজ ভাই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের উপর জোর দেন এবং তার এক হিন্দু প্রাইমারি শিক্ষকের প্রশংসা করে বলেন, তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। সিরাজ ভাই আরো বলেন, ওই শিক্ষক কোনো দিন মুসলমান বা ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু বলেননি। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ অসাম্প্রদায়িক মতাদর্শ বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। ওই আলোচনা সভায় আমার মতো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

সিরাজ ভাই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা; নিছক কোনো ধর্ম নয়।' তিনি মনে করতেন, ইসলাম একটি অবিভাজ্য, অখন্ডনীয় ও চিরন্তন মানব আদর্শ। তিনি তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সমর্থক ছিলেন না। সিরাজ ভাইয়ের বিভাগীয় সহকর্মীদের মধ্যে ছিলেন সিনিয়র শিক্ষক মোহাম্মদ আলী, মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ, আব্দুল ওয়াসে, কাজী মোস্তাইন বিল্লাহ, শিরিন হক, নিলুফার সুলতানা প্রমুখ। জুনিয়রদের মধ্যে ছিলেন নেরুন ইয়াকুব, মাসুদ মাহমুদ, তপন জ্যোতি বড়ুয়া, গোলাম সারোয়ার চৌধুরী, জাহাঙ্গীর বিন সরওয়ার, মোহাম্মদ আলী চৌধুরী প্রমুখ।





এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com



Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

পঞ্চদশ সংশোধনী ও সাংবিধানিকতা নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

॥ ড. বদিউল আলম মজুমদার ॥

১৯৯৬ সালে বিএনপি বাংলাদেশের সংবিধানে ত্রয়োদশ সংশোধনী পাশ করে একটি নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন করে। নব্বইয়ের প্রথমদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার দাবিতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গণ-আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং অনেক গড়িমসির পর এটি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করে বিএনপি। তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা ছিল একটি 'রাজনৈতিক বন্দোবস্তের' ফসল। এ বন্দোবস্ত সুষ্ঠু নির্বাচনের পথই শুধু সুগম করেনি, সব রাজনৈতিক দলের জন্য ক্ষমতায় যাওয়ার সমসুযোগও সৃষ্টি করেছিল।

২০১১ সালে সংসদে 'মেজরেটারিয়ান' পদ্ধতিতে বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে আওয়ামী লীগ পঞ্চদশ সংশোধনী পাশের মাধ্যমে সংবিধানকে নিজস্ব প্রয়োজনে ব্যবহার করে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে। এর ফলে বিদ্যমান রাজনৈতিক বন্দোবস্ত ভেঙে যায় এবং দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে সারাদেশে ব্যাপক সহিংসতা সৃষ্টি হয়, যাতে পাঁচ শতাধিক ব্যক্তির প্রাণহানি ঘটে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার নামক এ রাজনৈতিক বন্দোবস্তের ওপর প্রথম ধাক্কা আসে ২০০৪ সালে, বিএনপির সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী পাশ করে বিচারপতিদের অবসরের বয়সসীমা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বাড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে। দ্বিতীয় ধাক্কা আসে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত বিকল্পগুলো এড়িয়ে বিএনপির রাষ্ট্রপতিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা করার ফলে। পরবর্তী ধাক্কা আসে ২০১০ সালের ১০ মে, আপিল বিভাগের এক 'সংক্ষিপ্ত ও বিভক্ত' আদেশের হাত ধরে। ওই আদেশে প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক অ্যামিকাস কিউরিদের মতামত উপেক্ষা করে, সংবিধানের ১৩তম সংশোধনী 'ভবিষ্যতের জন্য' অসাংবিধানিক ঘোষণা করেন, যদিও হাইকোর্টের দুটি বেঞ্চ এর আগে সংশোধনীটিকে সাংবিধানিক বলে রায় দিয়েছিলেন। তবে ক্রান্তিকালীন ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্র ও জনগণের নিরাপত্তার খাতিরে, সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারকরা পরবর্তী দুই নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার অধীনে হওয়ার পক্ষে মত দেন। একই সঙ্গে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসাবে বিচারপতিদের বাদ দেওয়ার এখতিয়ার সংসদের ওপর ছেড়ে দেন।

একজন জ্যেষ্ঠ বিচারপতিকে ডিঙ্গিয়ে বিচারপতি খায়রুল হককে প্রধান বিচারপতি করা হলে তিনি আপিল দায়েরের প্রায় ছয় বছর পর ত্রয়োদশ সংশোধনী মামলাটি পুনরুজ্জীবিত করেন এবং অবসর গ্রহণের আট দিন আগে, মাত্র দশ দিনের শুনানির ভিত্তিতে বিভক্ত আদেশটি দেন। বিভক্ত আদেশটি সমর্থনকারী অন্য তিনজন বিচারপতিকেও পরবর্তী সময়ে প্রধান বিচারপতি করা হয়, যার মধ্যে একজনকে আবার প্রধান বিচারপতি করা হয় আরেকজন বিচারপতিকে ডিঙ্গিয়ে। এর ফলে প্রধান বিচারপতি এবং সরকারের মধ্যে এক ধরনের যোগসাজশ ছিল বলে অনেকের মনে ধারণা জন্মে (অধ্যাপক রিদওয়ানুল হক, 'পলিটিক্স অব আনকনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্টস,' ডিও আইঃ ১০)। বিচারপতি হকের সংক্ষিপ্ত আদেশ প্রণয়নের ক্ষেত্রে আত্মস্বার্থ ভূমিকা রেখেছে বলে অভিযোগ আছে, কারণ দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হলে তিনিই হতেন এর প্রধান উপদেষ্টা। স্মরণ করা যেতে পারে, ২০১০ সালের ২১ জুলাই সংবিধান সংশোধনের লক্ষ্যে নবম জাতীয় সংসদ ১৫ সদস্যের একটি বিশেষ সংসদীয় কমিটি গঠন করে, যার ১২ জনই ছিলেন আওয়ামী লীগের জ্যেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ নেতা। এ কমিটি একজন সাবেক রাষ্ট্রপতি, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, তিনজন সাবেক প্রধান বিচারপতি, রাজনৈতিক নেতা, সম্পাদক ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিসহ মোট ১০৪ জনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে তিন মাসের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা রেখেই ২০১১ সালের ২৯ মে সংবিধান সংশোধনের সর্বসম্মত প্রস্তাব করে। পরের দিন কমিটি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলে এ সুপারিশ বদলে যায়। পরে ৩১ মে প্রধানমন্ত্রী একটি সংবাদ সম্মেলন করে বলেন, আদালত তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করেছে এবং পর্যবেক্ষণ দিয়েছে যে, এ ব্যবস্থার অধীনে পরবর্তী দুটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সংসদের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে (প্রথম আলো, ১ জুন ২০১১), যা সঠিক নয়।



এরপর ৩০ জুন ১৫ সদস্যের সংসদীয় কমিটির সর্বসম্মত সুপারিশকে উপেক্ষা করে আপিল বিভাগের সংক্ষিপ্ত আদেশের ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশের ১৪ মাস আগে পঞ্চদশ সংশোধনী পাশ করা হয়। এটি ছিল ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকে স্বার্থপ্রণোদিত একটি সিদ্ধান্ত, যার মাধ্যমে সংসদকে বহাল রেখে পরবর্তী সংসদ নির্বাচন ক্ষমতাসীন দলের অধীনে অনুষ্ঠিত হবে। প্রসঙ্গত, ক্ষমতাসীন দলের প্রধানই হবেন নির্বাচনকালীন প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা এবং তার মন্ত্রিসভার অধীনেই থাকবেন প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। গবেষক আদিবা আজিজ খানের মতে, 'বিরোধী দল, নাগরিক সমাজ এবং ভোটারদের বিরোধিতা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ সংসদে তার ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা কাজে লাগিয়ে পরবর্তী দুই জাতীয় নির্বাচনের সময়ে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বহাল থাকার আদালতের নির্দেশ অমান্য করেছে।' (দ্য পলিটিক্স অব কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট, ইন্টারন্যাশনাল রিভিউ অব ল, ২০১৫)।

পঞ্চদশ সংশোধনীর সাংবিধানিকতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছেন বিশেষজ্ঞরা। সংবিধান বাংলাদেশের জনগণের 'উইল' বা 'অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তি,' তাই তাদের সম্মতি ছাড়া এটির সংশোধন অনভিপ্রেত। আমাদের মূল সংবিধানে না থাকলেও পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে এতে গণভোটের বিধান অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তীকালে অবশ্য উচ্চ আদালত পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করেন। তবে ২০১১ সালের ৩০ জুন পঞ্চদশ সংশোধনী পাশের সময়ে গণভোটের বিধানটি আমাদের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত ছিল, কারণ আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সমঝোতার ভিত্তিতে ১৯৯১ সালে গৃহীত দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে এটি যুক্ত হয়েছিল। ফলে পঞ্চদশ সংশোধনী হলো একটি অসাংবিধানিক সংশোধন, কারণ এটি পাশের আগে গণভোটের আয়োজন করা হয়নি।

পঞ্চদশ সংশোধনীটি পাশ হওয়ার আগে এটি নিয়ে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা এবং তর্ক-বিতর্কও হয়নি। সাধারণত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে, বিশেষত সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে সুচিন্তিত বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। কারণ গণতান্ত্রিক চর্চায় আলাপ-আলোচনা এবং ঐকমত্যই সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল ভিত্তি। কিন্তু পঞ্চদশ সংশোধনী পাশের ক্ষেত্রে সংসদ ও সংসদের বাইরে কোথায়ও সত্যিকারার্থেই কোনোরূপ সুচিন্তিত বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়নি। যদিও বিএনপিকে বিশেষ সংসদীয় কমিটির জন্য একটি নাম প্রস্তাব করতে বলা হয়েছিল, তারা নাম প্রস্তাবে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে এবং সংশোধনী পাশের সময়ও সংসদে তারা অনুপস্থিত ছিল। অর্থাৎ পঞ্চদশ সংশোধনীতে প্রধান বিরোধী দলের কোনোরূপ সম্পৃক্ততা ছিল না। এমনকি সত্যিকারার্থে, সংসদীয় কমিটির ১৫ সদস্যেরও সমর্থন ছিল না, যারা পূর্বে সর্বসম্মতভাবে এটি বহাল রাখার সুপারিশ করেছিল।

সংসদীয় কমিটি কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা রেখেই সংবিধান সংশোধনের সর্বসম্মত প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর বদলে যাওয়া নিঃসন্দেহে 'সেপারেশন অব পাওয়ারস' বা সংবিধানের ক্ষমতা পৃথকীকরণের নীতির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এছাড়াও পঞ্চদশ সংশোধনীর ৭ক অনুচ্ছেদ সংবিধানের প্রায় এক-তৃতীয়াংশকে অসংশোধনযোগ্য করার ফলে এগুলো 'বেসিক স্ট্রাকচার' বা মৌলিক কাঠামোর মর্যাদা পায়, কারণ সংবিধানের মৌলিক কাঠামো সংসদ কর্তৃক অসংশোধনযোগ্য- শুধুমাত্র গণপরিষদ এটি সংশোধন করতে পারে। এভাবে মৌলিক কাঠামোর সম্প্রসারণ সংবিধানের মৌলিক কাঠামো তত্ত্বেরই লঙ্ঘন। উপরন্তু সংবিধান বিশেষজ্ঞ মাহমুদুল ইসলামের মতে, 'এক সংসদ আরেক সংসদের হাত-পা বেঁধে দিতে পারে না,' কারণ সংবিধান সংশোধন সংসদের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত (কনস্টিটিউশনাল ল অব বাংলাদেশ, পৃ. ৩১)।

সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীকে বাতিলের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থাকে অবৈধ ঘোষণা করে প্রদত্ত আমাদের উচ্চ আদালতের সংক্ষিপ্ত আদেশ ও পূর্ণাঙ্গ রায়ের সংবিধানিক বৈধতা নিয়ে নানান মত রয়েছে। সংক্ষিপ্ত আদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থাকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করে তা পরবর্তী দুই মেয়াদের জন্য জীবিত রাখা হয়েছে, যা মাহমুদুল ইসলামের ভাষায়, আইনের শাসন ও ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতির পরিপন্থি। তার মতে, 'একটি নিন্দিত ব্যবস্থাকে আগামী দুই সংসদ নির্বাচনের জন্য জিয়ে রেখে আপিল বিভাগ বিচারিক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে আইনসভার সংবিধান প্রদত্ত দায়িত্ব পালনের ওপর হস্তক্ষেপ করেছেন, যা সুপ্রতিষ্ঠিত সাংবিধানিক আইনশাস্ত্র, আইনের শাসন ও ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতির পরিপন্থি।' এছাড়াও বিচারপতি খায়রুল হক তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার অধীনে দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংসদীয় অনুমোদনের শর্ত জুড়ে দিয়ে তার চূড়ান্ত রায়কে পরিবর্তন করেছেন, যা বিচারপতি আব্দুল মতিনের ভাষায় 'আদালতের সাথে জালিয়াতি' এবং পেশাগত আচরণবিধি লঙ্ঘনের সমতুল্য।

পরিশেষে, রাজনৈতিক বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলুপ্তির জেরে ২০১৪ এবং ২০১৮ সালে পরপর দুটি ব্যর্থ নির্বাচন আমাদের দেশে অনুষ্ঠিত হয়। ভবিষ্যতে আরেকটি ব্যর্থ নির্বাচন জাতি হিসাবে আমাদের জন্য গুরুতর পরিণতি ডেকে আনতে পারে। সুতরাং নির্বাচন কমিশন, আমলাতন্ত্র এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের আরেকটি নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে, যা সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনে অপরিহার্য পূর্বশর্ত।

লেখক: সম্পাদক, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক

মার্কিনীদের কঠোর বার্তা, কি হতে যাচ্ছে

॥ শেখ রিফাদ মাহমুদ ॥

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন দরজায় কড়া নাড়ছে। পাড়া-মহল্লার চায়ের দোকান থেকে শুরু করে সব জায়গাতেই নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা হচ্ছে। আগামী নির্বাচন কেমন হবে এমন প্রেডিকশন করে গল্প চলছে চারিদিকে। এরই মধ্যে উত্তপ্ত বার্তা দিয়েছে মার্কিন সরকার। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিতে বাংলাদেশের জন্য আলাদাভাবে ভিসানীতি ঘোষণা করেছে তারা। আমেরিকান পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্থনি জে ব্লিংকেন বুধবার (২৪ মে) রাতে এক টুইটবার্তায় জানিয়েছেন, আমরা অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিতে আজ একটি নতুন ভিসানীতি ঘোষণা করেছি। এই নীতির অধীনে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে দুর্বল বা বাধা প্রদানের জন্য দায়ী ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের ভিসার ওপর বিধিনিষেধ আরোপিত হবে।

গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে এমন কাজের মধ্যে রয়েছে : ভোট কারচুপি, ভোটারদের ভয় দেখানো, সহিংসতার মাধ্যমে জনগণকে সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার প্রয়োগ করতে বাধা দেয়া এবং বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে রাজনৈতিক দল, ভোটার, সুশীলসমাজ বা গণমাধ্যমকে তাদের মতামত প্রচার করা থেকে বিরত রাখা। বেশ কিছুদিন ধরে স্যাংশন নিয়ে মিডিয়াগুলোতে লেখালেখি দেখা যাচ্ছে। আপাতত স্যাংশনের খবর না পাওয়া গেলেও নির্বাচন নিয়ে বেশ শক্ত বার্তা দিয়েছে মার্কিন সরকার। তারা যে নীতি গ্রহণ করেছে সেটি অবশ্য এ মাসের শুরুতেই বাংলাদেশ সরকারকে জানিয়েছে।

আসন্ন নির্বাচন নিয়ে এখন পর্যন্ত পাল্টাপাল্টি অবস্থানে আছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এবং দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতার বাইরে থাকা বিএনপি। দেশের বৃহৎ দুই দলই বেশ উচ্চৈঃস্বরেই নিজেদের অবস্থান জানান দিচ্ছেন। প্রতিটি সভা-সমাবেশে প্রচুর জনসমাগম ঘটিয়ে তারা নিজেদের শক্তি, সামর্থ্যরে প্রমাণ দিচ্ছে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ বলছে, বর্তমান সরকারের অধীনেই আগামী সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সংবিধানের বাইরে যেয়ে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের সুযোগ নেই। মোটকথা নির্বাচন পরিচালনার জন্য স্বল্প সময়ের কোনো সরকারকে ক্ষমতা আওয়ামী লীগ দেবে না।

অন্য দিকে বিএনপি নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছে। বর্তমান সময়ে বিএনপির আন্দোলন বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে বেশ জোড়ালো হয়েছে। বিএনপি জানাচ্ছে সরকারি দলের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তারা কোনোভাবেই অংশ নিবে না। বিএনপি তাদের দাবি আদায়ে একের পর এক রাজপথের কর্মসূচি দিচ্ছে এবং কর্মসূচিগুলোতে উল্লেখযোগ্য লোকের গণসমাগম ঘটিয়ে নিজেদের অবস্থানের জানান দিচ্ছেন। বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোটের শরিকদের নিয়ে গঠিত ১২ দলীয় জোট, গণতন্ত্র মঞ্চ এবং সমমনা জাতীয়তাবাদী জোটের প্রায় ৩০-৩২টি দলও নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে নিজ নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে। তবে মার্কিন সরকারের এমন নীতির ফলে বর্তমান সরকারের অধীনেই বিএনপি আগামী নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে নাকি এ নিয়ে জোড়ালো আলোচনা হচ্ছে। আরেক অংশ মনে করছে, ১৮'র নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিএনপি যেমন অনেক ধোঁকা খেয়েছে, সেটির পুনরাবৃত্তি হয়তো তারা করতে চাইবে না। বিএনপি হয়তো বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচনে অংশ নিবে না। তবে মার্কিন সরকারের এমন নীতির ফলে বিএনপি তাদের সিদ্ধান্ত বদলে ফেলতে পারে বলে মনে হয়।



নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কূটনীতিকদের মধ্যে জোড়ালো তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রাজনৈতিক বিষয়ে নানা ধরনের মন্তব্য করছেন তারা। বিগত এক বছর ধরে বিএনপি নেতারা কূটনীতিকদের সাথে সিরিজ বৈঠক করছেন। অবশ্য আওয়ামী লীগও কূটনৈতিকদের সাথে বিভিন্ন সময়ে দফায় দফায় বৈঠক করেছেন। বিএনপি ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কূটনৈতিকদের নিকট বিভিন্ন কথা বলছে, নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতে কথা বলছে। তবে আওয়ামী লীগের নেতারা কূটনৈতিকদের সাথে বৈঠকের পর জানিয়েছে দুই দেশের সম্পর্ক আরো জোরদার করা, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারসহ বিভিন্ন বিষয়ে তাদের আলাপ হয়।

বেশ কয়েকদিন ধরেই আশঙ্কা ছিল সত্যি সত্যি হয়তো স্যাংশন চলে আসবে। কিন্তু তার বদলে এলো ভিসা পলিসি। এই ভিসা পলিসিকে এক ধরনের হুমকি বলা যেতে পারে। তবে ভিসা পলিসির এমন খবরে আওয়ামী লীগ বিরোধী শিবিরে বেশ উৎসাহ দেখা গেলেও আগামী রূপরেখা কেমন হচ্ছে তা স্পষ্টভাবে বুঝা না গেলেও, কিছুটা ধারণা করাই যায়। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন হলেও, বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে থাকা লাখ লাখ মামলা স্বাভাবিকভাবেই বিএনপিকে ভোটের মাঠে পিছিয়ে দেবে। ভোটের আগে যদি নেতাকর্মীরা গ্রেফতার হয় বা পুরনো মামলাগুলোর রায় হয়; তাহলে নির্বাচনে বিএনপিকে বেশ কাঠখড় পোড়াতে হবে। যা মোটেও সহজ হবে বলে মনে হয় না। তবে স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনায় আওয়ামী লীগ বেশ নির্ভার থাকবে, যা তাদের নির্বাচন প্রক্রিয়াকে কিছুটা হলেও এগিয়ে রাখবে তা অনুমান করা যায়। তবে যেহেতু রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই, সেহেতু আগামী নির্বাচন কিভাবে অনুষ্ঠিত হবে সেটি শতভাগ নিশ্চিত হয়ে জানার জন্য এখনো কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হবে।

লেখক : কলামিস্ট

এরদোয়ান জিতলেন, কিন্তু তুরস্ক কি জিতল

॥ মেহমেত ওজাল্প ॥

দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী কেমাল কিলিচদারওলুকে দ্বিতীয় রাউন্ডের নির্বাচনে হারিয়ে রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান আরও পাঁচ বছরের জন্য তুরস্কের প্রেসিডেন্ট হিসেবে থেকে গেলেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, তুরস্কের অর্থনীতি যখন খারাপের দিকে, মূল্যস্ফীতি যখন বেড়েই চলেছে এবং অর্থনীতি শিগগিরই ভালো হবে বলে মনেও হচ্ছে না, সেই মুহূর্তে বেশির ভাগ তুর্কি নাগরিক এরদোয়ানকে ভোট দিলেন। সে কারণে সবার মনে প্রশ্ন ঘুরছে, এরদোয়ান এই নির্বাচনে জিতলেন কীভাবে এবং 'দৃশ্যমান ভবিষ্যতে' দেশটির কপালে কী ঘটতে যাচ্ছে। আসলে নির্বাচন অবাধ হলেও স্বচ্ছতা অধরাই ছিল।

নির্বাচনে স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক দলগুলো প্রার্থী দিতে পেরেছে; সভা-সমাবেশও অবাধে করতে পেরেছে। ভোট যাতে ঠিকমতো গণনা করা সম্ভব হয়, তার জন্য প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে সব দলেরই নিজস্ব প্রতিনিধি থাকতে পেরেছেন। সবচেয়ে বড় কথা ভোটাররা তাঁদের ভোটদানে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়েছেন। তারপরও এই নির্বাচনে স্বচ্ছতার অভাব ছিল। কারণ, এই নির্বাচনে প্রথম সারির প্রতিদ্বন্দ্বীদের একজন একরেম ইমামোলুকে 'সরকারি লোকদের অপমান করার' অপরাধে গত ডিসেম্বরে দুই বছরের কারাদণ্ড সাজা দেওয়া হয়।

ইমামোলু ২০১৯ সালে এরদোয়ানের সমর্থিত প্রার্থীকে হারিয়ে ইস্তাম্বুলের মেয়র হয়েছিলেন। জরিপে দেখা গেছে, তিনি জেলের বাইরে থাকলে ভালোভাবেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এরদোয়ানকে হারাতে পারতেন। অনেকে বলছেন, ইমামোলুকে দৃশ্যপট থেকে দূরে রাখতেই আদালত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে তাঁকে এ কারাদণ্ড দিয়েছে।

তুর্কি গণমাধ্যম এরদোয়ানের মুঠোর মধ্যে থাকায় তিনি নির্বাচনী প্রচারে সর্বোচ্চ সুযোগ পেয়েছেন। সর্বোপরি, যে প্রক্রিয়ায় নির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়েছে, তাতে যথেষ্ট অস্বচ্ছতা ছিল। ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার পর ব্যালট ও রেজাল্ট শিট পুলিশ অথবা সেনাবাহিনীর সদস্যরা নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠিয়েছে। এখানেই মূল সন্দেহের বিষয়; কারণ পুলিশ এবং সেনাবাহিনী দুটোই এরদোয়ানের নিয়ন্ত্রণে আছে। এরপর নির্বাচন কমিশন শুধু রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা আনাদোলু এজেন্সির মাধ্যমে সেই ফল ঘোষণা করেছে; অথচ ইতিপূর্বে স্বতন্ত্র সংবাদমাধ্যমগুলো ফল ঘোষণা করতে পারত।

নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোনো জালিয়াতি হওয়ার প্রমাণ এখনো না পাওয়া গেলেও গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়াকে সমন্বিত রূপ দেওয়াকে সন্দেহের চোখে দেখার যথেষ্ট অবকাশ আছে। এরদোয়ানের জেতার পেছনে ধর্মীয় অনুভূতি-সংশ্লিষ্ট দুটো বড় কারণ আছে। প্রথমটি হলো প্রথম রাউন্ডের নির্বাচনে ৫.২ শতাংশ ভোট পেয়ে তৃতীয় অবস্থানে থাকা সিনান ওগানের সমর্থন পেয়েছেন এরদোয়ান। ওগানকে সমর্থন দিতে এরদোয়ান প্রথম থেকেই অনুরোধ করে আসছিলেন।

এরদোয়ানের জেতার পেছনে জোরালো কারণ হিসেবে যা কাজ করেছে, তা হলো ধর্মপরায়ণ ভোটারদের অকুণ্ঠ সমর্থন। কট্টর ইসলামপন্থী ভোটারদের কাছে এরদোয়ান একজন ত্রাতা ও ধর্মীয় নায়ক হিসেবে বিবেচিত হন। এই ধর্মপরায়ণ ও ইসলামি অনুশাসন চর্চাকারী জনগোষ্ঠী ইতিপূর্বে সেক্যুলারিজমের নামে চালানো শাসনব্যবস্থায় অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তাঁদের কাছে কিলিচদারওলু ও রিপাবলিকান পিপলস পার্টি হলো মুসলিম উৎপীড়নের প্রতীক। যদিও কিলিচদারওলু তাঁর দলের সাবেক অনেক সেক্যুলার নীতি বিসর্জন দিয়েছেন, কিন্তু ভোটাররা মুসলমান নারীদের মাথায় স্কার্ফ পরায় নিষেধাজ্ঞা দেওয়া এবং কয়েক দশক ধরে রাজনীতি থেকে ইসলামকে দূরে সরিয়ে রাখার কথা ভুলতে পারেনি।

রক্ষণশীল ও ধর্মভিত্তিক দক্ষিণপন্থীরা এরদোয়ানকে ইসলাম ও তুর্কি জাতির বিরুদ্ধে দেশে-বিদেশে বসে চক্রান্ত করা লোকদের মোকাবিলা করতে সক্ষম একজন বিশ্বনেতা মনে করেন। এই ভোটাররা ধর্মীয় দায়িত্ব মনে করে এরদোয়ানকে ভোট দিয়েছেন।

৬৯ বয়সী এরদোয়ান নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছেন। তিনি স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে পারেন না, কণ্ঠও ক্ষীণ হয়ে আসছে। হয়তো মেয়াদ শেষের আগেই তাঁকে তাঁর ডেপুটির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। ফলে তুরস্কের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ এখনো অনিশ্চিতই থেকে যাচ্ছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে সামনের দিনগুলো কেমন যাবে? তুরস্কবাসীকে মুক্ত নিশ্বাস নেওয়ার জন্য একটি রাজনৈতিক পরিবর্তন দরকার, কেননা তুর্কি সমাজে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বদ্ধাবস্থায় পড়ে ধুঁকছে।

এরদোয়ান অঙ্গীকার করেছিলেন, নতুন তুরস্ক প্রতিষ্ঠার শততম বর্ষে, অর্থাৎ ২০২৩ সালের মধ্যে তিনি তুরস্ককে পাল্টে দেবেন। সবার আশা ছিল, তুরস্ক ২০২৩ সালে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশগুলোর ১০টির মধ্যে একটি থাকবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, দেশটি এখন সবচেয়ে ধনী দেশের ২০টির মধ্যে ১৯ নম্বরে রয়েছে। গত তিন বছরে তুরস্কের অর্থনীতি ক্রমাগত নিচের দিকে নামছে। লিরা ডলারের বিপরীতে মূল্য হারাচ্ছে।

এ অবস্থায় এরদোয়ান অর্থনীতির গতি ফেরাতে পারবেন কি না, তা নিয়ে সংশয় আছে। এটিই এরদোয়ানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শেষ কার্যকাল। ৬৯ বয়সী এরদোয়ান নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছেন। তিনি স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে পারেন না, কণ্ঠও ক্ষীণ হয়ে আসছে। হয়তো মেয়াদ শেষের আগেই তাঁকে তাঁর ডেপুটির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। ফলে তুরস্কের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ এখনো অনিশ্চিতই থেকে যাচ্ছে।

এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত অনূদিত

লেখক: অস্ট্রেলিয়ার চার্লস স্টার্ট ইউনিভার্সিটির পাবলিক অ্যান্ড কনটেক্সচুয়াল থিওলজির নির্বাহী সদস্য

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Popular Tax Services
পপুলার ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Call/Text (347)-666-7862 & Call (718)-426-9453
Email: popultaxservices@gmail.com
Personal Income Tax Preparation for all industries:
■ All types of W2 & 1099 Income Tax Filing
■ Specialization in Uber Lyft & Rideshare Driver Tax Filing
■ Homeowners & Stock Market Trader Tax Filing
We provide Remote Personal Income Tax Filing
সঠিক, দ্রুত, সুনিপুন এবং
আইন সম্মত সার্ভিসে আমরা বিশ্বাসী
tax refund
কম খরচে সততা ও বিশ্বস্ততা সহিত ট্যাক্স
ফাইলিং এর জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Nahian Howladar Emon
BBA IO Psychology Baruch College
New York State Tax Preparer
(347)-666-7862
(718)-426-9453
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)
OPEN 7 DAYS
Road Lesson Local & Highway
5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
Road Test Appointment
Car for Road Test
আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
6 Hours DDC Class
Good For TLC
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.
আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
❑ আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
❑ আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
❑ পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
❑ পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
❑ আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
❑ সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
❑ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
❑ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
❑ Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া
যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে
ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

প্রসঙ্গ : যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসা নীতি

সরকার সুবোধ বালকের অভিনয় করছে

-আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী

গত ২৪ মে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্য নতুন 'ভিসা নীতি' ঘোষণা করেছে। 'বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচনে উৎসাহ জোগাতে' এই ঘোষণার পর দেশের রাজনীতিতে নানামুখী প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এবং বিরোধী দল বিএনপি ভিসা নীতি নিয়ে পাল্টাপাল্টি বক্তব্য দিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি নিয়ে সমকাল কথা বলেছে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীর সঙ্গে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সমকালের সহ-সম্পাদক এহ্ সান মাহমুদ।

প্রশ্ন : বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ জাতীয় নির্বাচনের স্বার্থে সম্প্রতি নতুন ভিসা নীতি ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে নতুন ভিসা নীতিকে কীভাবে দেখছেন?

আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী: প্রথমেই যেটি বলতে চাই, এমন একটি ভিসা নীতি বাংলাদেশের জন্য এবং বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য লজ্জার। এমন ভিসা নীতি আর কোনো রাষ্ট্রের জন্য কি দেওয়া হয়েছে? যদি আমরা দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোর দিকে তাকাই–ভারত, ভুটান, শ্রীলঙ্কা এমনকি পাকিস্তানের জন্যও তো এমন ভিসা নীতি দেওয়া হয়নি। দেখতে হবে, বাংলাদেশকে কোন প্রেক্ষাপটে নতুন ভিসা নীতি দেওয়া হয়েছে। আমেরিকার ভিসা নীতির মূলে রয়েছে ভোটাধিকার এবং গণতন্ত্র। এখানে গণতন্ত্র অনুপস্থিত। নির্বাচন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে। নির্বাচনকে এখানে একটি প্রকল্প বানিয়ে রাখা হয়েছে। ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদ, নির্বাচনী কর্মকর্তা, আমলা, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে একটি নির্বাচনী প্রকল্প তৈরি করা হয়েছে। ভিসা নীতির বক্তব্য বা বার্তা খুবই স্পষ্ট। এখানে বাকস্বাধীনতা নেই, জীবনের নিরাপত্তা নেই; সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নেই। এখানে ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন করা হয়েছে ভিন্নমত ও দলকে নিয়ন্ত্রণ করতে। এখানে ভোটকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে যারা জড়িত, তাদের ব্যাপারেই এই ভিসা নীতি কাজ করবে। এ দেশে কারা নাগরিক সমাজকে ভয় দেখাতে চায়; কারা বিরোধী দলের সভা-সমাবেশে বাধা দিচ্ছে, তা সবাই জানে।

প্রশ্ন : রাজনীতি ও নির্বাচন ব্যবস্থায় ভিসা নীতির প্রভাব কতটা পড়তে পারে?

আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী: আমার বিবেচনায় এটি স্যাংশনের চেয়েও বেশি প্রভাব রাখবে। কারণ, স্যাংশন ছিল নির্দিষ্ট বিশেষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি। আর এটা উন্মুক্ত। যারা যারা নির্বাচনকে, অর্থাৎ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দায়ী হবে, তাদের জন্য এটি প্রযোজ্য হবে। যারা এর সঙ্গে জড়িত, তারা নিজেরা ছাড়াও তাদের পরিবারের সদস্য–যারা উচ্চশিক্ষা, ভ্রমণের জন্য আমেরিকা যাওয়ার পরিকল্পনা করছিল, তাদের ক্ষেত্রে এটি বড় ধরনের বাধা। এটি স্পষ্ট করে উল্লেখ করা আছে। বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থাটি তারা ভালোভাবে বিশ্লেষণ করেছে, সেসবের আলোকে এটি দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি আমরা দেখেছি, গণতন্ত্র সম্মেলনে বাংলাদেশকে দাওয়াত দেওয়া হয়নি। এটি তো সতর্কবার্তা। যেখানে বিশ্বের ১০৭টি দেশ দাওয়াত পেয়েছে, সেখানে বাংলাদেশের দাওয়াত না পাওয়া এটিই নির্দেশ করে–বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নেই। এটি বাংলাদেশের জন্য চরম অপমানজনক। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশকে এমন অভিজ্ঞতার মুখে পড়তে হয়নি।



প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতিতে বিরোধী রাজনৈতিক দলের ভূমিকার কথাও বলা আছে। এটা বিএনপির জন্য কোনো চাপ কিনা?

আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী: বিএনপির জন্য চাপের প্রশ্নই আসে না। বরং আমরা যেসব কথা এত দিন ধরে বলে আসছিলাম, সেসব কথাই এখন ভিসা নীতির ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। নির্বাচনী ব্যবস্থা ধ্বংস করার কথা আমরা আগেও বলেছি। বিরোধী দল, নাগরিক সমাজকে ভয় দেখানো, সংবাদমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করার কথাও আমরা বলেছি। এসব অধিকারের কথা বলতে গিয়ে আমাদের ১৭ জন নেতাকর্মীকে জীবন দিতে হয়েছে। লাখো নেতাকর্মীর নামে মামলা দেওয়া হয়েছে। অসংখ্য নেতাকর্মী আহত হয়েছে। গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ে বিএনপির যে লড়াই, সংগ্রাম ও ত্যাগ, সেসব নিশ্চিত করার কথাই এখন আমেরিকার ভিসা নীতিতে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন : বিএনপির দীর্ঘদিনের দাবি তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে তো কিছু বলা হয়নি।

আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী: বিএনপির দাবি–একটি নিরপেক্ষ নির্বাচনকালীন সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে হবে। মানুষের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনতে হবে। জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন হয়, এমন একটি নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এটা রাজনৈতিক দল হিসেবে জনগণের কাছে বিএনপির দায়বদ্ধতা। এই ভিসা নীতি যাঁরা দিয়েছেন, তাঁরা নিশ্চয় ভালোভাবে এই দাবির যথোপযুক্ততা সম্পর্কে জানেন। যে কারণে তাঁরা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যাপারে জোর দিয়েছেন। তারা জানে কারা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পথে বাধা। দেশের জনসাধারণও জানে কোন পরিস্থিতিতে, কেন, কাদের প্রতি ভিসা নীতি ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রশ্ন : নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন না হলে তা বর্জন ও প্রতিহত করার কথা বলে এসেছে বিএনপি। নতুন ভিসা নীতির পরে নিরপেক্ষ সরকারের দাবিতে অনমনীয় থাকতে পারবেন?

আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী: একটি দেশে নির্বাচনের সময়ে যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড থাকার কথা; যে সাংবিধানিক নিরপেক্ষতা থাকার কথা, সেসব ধ্বংস করা হয়েছে। বিএনপি সেই নিরপেক্ষ অবস্থা এবং লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করতেই আন্দোলন করছে। দেশের মানুষ দেখেছে, আওয়ামী লীগের অধীনে তাদের ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এখন বিএনপি যদি বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর অধীনে, আওয়ামী লীগের অধীনে নির্বাচনে যেতে চায়, তাহলে ভোটাধিকারবঞ্চিত জনগণ বিএনপিকে ক্ষমা করবে না। আরেকটি কথা, নির্বাচন হচ্ছে দ্বিতীয় ধাপের কাজ। প্রথম ধাপ হচ্ছে–লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করা; মানুষ ভোট দিতে পারবে এটা নিশ্চিত করা, মানবাধিকার নিশ্চিত করা, মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। তারপর নির্বাচন। এখন এসব না করে যদি বিএনপি নির্বাচনের দিকে যায়, তাহলে তো একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে। তাই লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করার আন্দোলন থেকে বিএনপির সরে আসার সুযোগ নেই।

প্রশ্ন : ক্ষমতাসীন দল তো বলছে, তারা বর্তমান সাংবিধানিক ব্যবস্থার অধীনেই সুষ্ঠু নির্বাচন করতে চায়।

আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী: নতুন ভিসা নীতির পর সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের লোকদের কথা শুনে মনে হচ্ছে, তারা সুবোধ বালক হওয়ার অভিনয় করছে। ভিসা নীতির পরে আওয়ামী লীগ বলছে, 'আমরা আমেরিকার সঙ্গে একমত।' এখন তারা বলছে যে, তারা সংঘাত চায় নায়। এখন তারা বিরোধী দলকে দমন না করার কথা; সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন না করার কথা বলছে। এমন কথা তারা ২০১৮-এর নির্বাচনের আগেও বলেছিল। কিন্তু মানুষকে তো বারবার বোকা বানানো যাবে না। মিষ্টি কথায় আওয়ামী লীগের অধীনে নির্বাচনে যাওয়ার মতো বোকামি দেশের মানুষ আর করবে না। ন্যাড়া কয়বার বেলতলা যায়!

প্রশ্ন : মাঠের আন্দোলনে নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকারের দাবি আদায়ে আপনারা কতটা আশাবাদী?

আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী: একটা বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার; বিএনপির দাবি সরকারের পদত্যাগ, নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকার, সুষ্ঠু নির্বাচন–এগুলো বিএনপির একার নয়। এগুলো দেশবাসীরও দাবি। স্বাধীন নাগরিকের যে অধিকার, সেগুলো থেকে এখন সবাই বঞ্চিত। তাই এই অধিকার ফিরে পাওয়ার দাবির সঙ্গে সবার ঐকমত্য না হওয়ার কারণ নেই। এখন দেশবাসীরও একটিই দাবি। বিএনপি একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে তার নৈতিক দায়িত্ব পালন করেছে। এ দাবি মূলত দেশবাসীর দাবি। সাংবিধানিক অধিকার, ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে একটি জাতি আজ ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। বিএনপি এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে। বিএনপির কর্মসূচির দিকে তাকালে দেশের লাখ লাখ মানুষের উপস্থিতি দেখা যায়। মুক্তিযুদ্ধের পরে জাতি আজকে আরেকটি সামষ্টিক সংগ্রামে শামিল হয়েছে। তাই এখানে জয়ী হতে হবে। নতুন প্রজন্মের জন্য জয়ী হতে হবে। স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে বাংলাদেশ আমরা পেয়েছি, সেটি ফিরে পাওয়ার জন্য, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের জন্য আমাদের জয়ী হতে হবে।

প্রশ্ন : আগামী নির্বাচনে জয়ী হলে বিএনপির পররাষ্ট্রনীতি কেমন হবে?

আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী: এক কথায় বলতে গেলে, বিএনপির পররাষ্ট্রনীতিতে বাংলাদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে। বাংলাদেশ রাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়াই হবে বিএনপির পররাষ্ট্রনীতির মূলকথা। ক্ষমতায় থাকার জন্য বর্তমান সরকার যেভাবে দেশকে ব্যবহার করছে; আমরা এটা করব না। বাংলাদেশের স্বার্থই আমাদের কাছে প্রধান থাকবে।

গত ২৪ মে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্য নতুন 'ভিসা নীতি' ঘোষণা করেছে। 'বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচনে উৎসাহ জোগাতে' এই ঘোষণার পর দেশের রাজনীতিতে নানামুখী প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এবং বিরোধী দল বিএনপি ভিসা নীতি নিয়ে পাল্টাপাল্টি বক্তব্য দিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি নিয়ে সমকাল কথা বলেছে আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক ড. সেলিম মাহমুদের সঙ্গে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সমকালের সহ-সম্পাদক এহ্ সান মাহমুদ।

প্রশ্ন : বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ জাতীয় নির্বাচনের স্বার্থে সম্প্রতি নতুন ভিসা নীতি ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে নতুন ভিসা নীতিকে কীভাবে দেখছেন?

সেলিম মাহমুদ: আমেরিকা যে ভিসা নীতি ঘোষণা করেছে, সেটাকে আসলে ভিসা নীতি হিসেবে দেখা যাবে না। বলা যায়, এটি বাংলাদেশের জন্য আমেরিকার ডি ফ্যাক্টো ফরেন পলিসি। ২০১৮ সালের নির্বাচনের পর থেকে বিএনপি এবং তাদের সমমনাদের যে রাজনীতি; আমেরিকার নতুন ভিসা নীতির ফলে সেটি অনেকটা নড়বড়ে হয়ে গেছে। চারটি কারণে বিএনপির অবস্থা নড়বড়ে হয়ে গেছে।

প্রশ্ন : কীভাবে নড়বড়ে হয়ে গেছে?

সেলিম মাহমুদ: প্রথমত, ২০১৮-এর নির্বাচনের পর বিএনপির রাজনীতির প্রধান দাবি ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মানা ছাড়া বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অধীনে তারা কোনো নির্বাচনে যাবে না। এই ভিসা নীতি চলে আসায় বিএনপির তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিটি হারিয়ে গেছে। ভিসা নীতিতে এমন কোনো কথা উল্লেখ নেই, যাতে মনে হতে পারে তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি সমর্থন করেছে। সম্প্রতি ঢাকায় নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূতের বাসায় লাঞ্চের আমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। সেখানেও তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে বিএনপির দাবি নিয়ে তাঁর কোনো বক্তব্য নেই।

প্রশ্ন : ভিসা নীতির মূলকথা তো বাংলাদেশে নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে সহায়তা করা।

সেলিম মাহমুদ: নির্বাচন ব্যবস্থাকে যারা নিয়ন্ত্রণ করতে চাইবে, তাদের প্রতি ভিসা নীতি প্রয়োগ করা হবে। সেই অনুসারে, যারা নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে হুমকি দেবে, ভোটদানকে বাধাগ্রস্ত করবে, তাদের জন্য আমেরিকার ভিসা বন্ধ হয়ে যাবে। ভিসা পলিসিতে এমন কোনো কথা লেখা নেই–শেখ হাসিনার অধীনে কোনো নির্বাচন হতে পারবে না। তাই আমি মনে করি, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি নিয়ে বিএনপির আগামীতে বড় ধরনের আন্দোলনের সুযোগ নেই। বিগত কয়েক বছরে বিএনপির রাজনীতিতে একটি বিদেশনির্ভরতা দেখা গেছে। স্থানীয় সরকার থেকে শুরু

প্রসঙ্গ : যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসা নীতি

বিএনপির রাজনীতি নড়বড়ে হয়ে গেছে

ড. সেলিম মাহমুদ

করে এই সরকারের অধীনে বেশ-কিছু নির্বাচন বিএনপি বর্জন করেছে। এখন দেখা যাচ্ছে, তাদের প্রধান দাবি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার প্রতি কোনো আন্তর্জাতিক সমর্থন নেই। এটি বিএনপির রাজনৈতিক পরাজয়।



প্রশ্ন : বিএনপি বলে আসছে, তাদের আন্দোলনের অংশ হিসেবে এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচনে যাবে না...

সেলিম মাহমুদ: তারা দেশের জনগণের কাছে না গিয়ে, নির্বাচনে না গিয়ে বারবার বিদেশি রাষ্ট্রের কাছে যাচ্ছে। কিন্তু এখন দেখা গেল, বিদেশেও তাদের দাবির পক্ষে সমর্থন নেই।

প্রশ্ন : আমেরিকার নতুন ভিসা নীতি আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি কোনো চাপ কিনা?

সেলিম মাহমুদ: না। আমেরিকার নতুন ভিসা নীতি আমাদের জন্য কোনো চাপ নয়। বরং এটি আমাদের জন্য ভালো হয়েছে। অনেক সুবিধা হয়েছে।

প্রশ্ন : সুবিধাগুলো যদি বলেন...

সেলিম মাহমুদ: বিএনপি বলে আসছে, আওয়ামী লীগের অধীনে তারা নির্বাচন বর্জন এবং প্রতিহত করা হবে। সেখানে প্রতিহত করতে এলেই তো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করা হবে। এই যে বিএনপির কথিত প্রতিরোধ বা প্রতিরোধ, তা আমরা ২০১৩-১৪ সালে দেখেছি। মানুষের জানমালের ওপর হামলা করা হয়েছে। আমেরিকা বা পশ্চিমা বিশ্ব এ ধরনের সহিংসতার বিরুদ্ধে সোচ্চার। রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া, যানবাহনে হামলা করা তো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই বাধা দেওয়া। আর আওয়ামী লীগ নির্বাচনমুখী রাজনৈতিক দল। ধরুন, এক দল ভালো ছাত্র। তারা সারাবছর ক্লাস করেছে, পড়াশোনা করেছে। বার্ষিক পরীক্ষায় তারা আনন্দের সঙ্গে অংশ নেবে–এটাই স্বাভাবিক। এর বিপরীতে ক্লাসে অনুপস্থিত, ঠিকমতো পড়াশোনা করেনি–তারাই কিন্তু পরীক্ষার রুটিন পেছানো, পরীক্ষা বানচালের চেষ্টা করে। এখন নির্বাচনের জন্য আমরা প্রস্তুত। বিএনপির তো প্রস্তুতি নেই।

প্রশ্ন : এর আগে র্যাবের কিছু সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তার প্রতি নিষেধাজ্ঞা এসেছিল যুক্তরাষ্ট্র থেকে। কেউ কেউ বলছেন, নতুন ভিসা নীতি তারই ধারাবাহিকতা। এটা আওয়ামী লীগের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ। আপনি কী মনে করেন?

সেলিম মাহমুদ: পরিষ্কারভাবে বলছি যে, ভিসা নীতি আওয়ামী লীগের জন্য কোনো চ্যালেঞ্জ নয়। এটি ক্ষমতাসীন কিংবা বিরোধী যে কোনো দলের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য। তাই ভিসা নীতি আওয়ামী লীগের জন্য আলাদা কোনো বিষয় নয়। একটি তথ্য এখানে জানাতে চাই। তাহলে আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্কটা বোঝা সহজ হবে। ১৯৯৬ সালের আগে বাংলাদেশে মার্কিন বিনিয়োগ ছিল ২৫ মিলিয়ন ডলারের কম। সেই বিনিয়োগ এখন ২০ বিলিয়ন ডলারে এসে পৌঁছেছে। এটি সম্ভব হয়েছে একমাত্র অওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কারণে। আবার আমাদের এখানে যে ব্যবহৃত গ্যাস, যার ৫৫ শতাংশ বিনিয়োগ হচ্ছে আমেরিকান কোম্পানি শেভরনের। বাকি ৪৫ শতাংশ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানি পেট্রোবাংলার। এই যে এখানে আমেরিকার বিনিয়োগ, এটি হয়েছে শেখ হাসিনার সময়ে। ভিসা নীতির দিকে তাকালেও দেখা যাবে, এখানে সরকারকে কোনো খোঁচা দেওয়া হয়নি। এখন এখানকার পরিস্থিতি তো আমাদের নিয়ন্ত্রণে। বিএনপির যে প্রত্যাশা ছিল–বড় ধরনের একটি স্যাংশন আসবে। এ জন্য তারা তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করেছিল। প্রয়োজনে দেশ ধ্বংস হয়ে যাক, বিনিময়ে বিএনপি ক্ষমতায় আসবে–সেটি তো হচ্ছে না। পরিস্থিতি যদি এমন হতো, সরকার নিজেই বিএনপিকে নির্বাচনের বাইরে রাখতে চায়; তাহলে ভিসা নীতি নিয়ে আওয়ামী লীগের ভাবনার দরকার ছিল। কিন্তু সরকার তো সব ঠিক করে রেখেছে; নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন সব তো নিয়ম মেনেই হচ্ছে। সরকারও চায় যে, বিএনপি নির্বাচনে আসুক। সবকিছু মিলিয়ে ভিসা নীতি আমাদের জন্য কোনো চ্যালেঞ্জ নয়।

প্রশ্ন : বিএনপি এই ভিসা নীতিকে আওয়ামী লীগের জন্য চাপ এবং দেশের জন্য লজ্জাজনক হিসেবে দেখছে।

সেলিম মাহমুদ: এটিকে আমি বাংলাদেশের জন্য, আমাদের জন্য লজ্জাজনক হিসেবে দেখছি না। একটা কথা বলি, ঢাকায় আমেরিকান রাষ্ট্রদূতের বাসায় আমাদের সঙ্গে বিএনপি নেতাদের দেখা হয়েছিল। তাদের চেহারা দেখে মনে হয়েছে–দে আর নট হ্যাপি, অ্যাট অল। তারা একটা বড় স্যাংশন আশা করেছিল। সেটি হয়নি। আবার, আমেরিকার নির্বাচনের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, সেখানে ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচনের ফল মেনে নেননি। সেখানে ক্যাপিটল হিলে হামলা হয়েছে। তাই এই পরিবর্তিত অবস্থাটাও বুঝতে হবে।

প্রশ্ন : দেশে যদি সুষ্ঠু নির্বাচনের অনুকূল পরিস্থিতি থাকত, তাহলে এ ধরনের নীতি ঘোষণা করার প্রয়োজন ছিল?

সেলিম মাহমুদ: না। এটি মনে করার কারণ নেই। তারা কাকে ভিসা দেবে, কাকে দেবে না, সেটি তাদের সিদ্ধান্ত। বিষয়টি এমন যে, আমেরিকান কোনো নাগরিক যদি পৃথিবীর যে কোনো দেশে গিয়ে কোনো দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত থাকে; তাদের আইন অনুযায়ী বিচারের আওতায় আনা যাবে। ধরেন, ওই নাগরিক অপরাধ করল নাইজেরিয়া কিংবা পাকিস্তানে বসে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার বিচার দেশেই করতে পারবে।

প্রশ্ন : বিএনপি বলছে নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকারের কথা। আওয়ামী লীগ সরাসরি তা নাকচ করে দিচ্ছে। এতে আগামী নির্বাচন ঘিরে কোনো সহিংসতা দেখা দিতে পারে কিনা?

সেলিম মাহমুদ: বিএনপি ২০১৩-১৪ সালে নির্বাচন ভন্ডুল করার জন্য যে ধরনের সন্ত্রাসী কার্যক্রম করেছে, তার ফলে দেশের মানুষ কিন্তু তাদের পাশে দাঁড়ায়নি। এখন আগামী নির্বাচন আমরা সংবিধান অনুসারে করার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। দেশের মানুষ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার অপেক্ষায় আছে। এমন সময়ে বিএনপি যদি নির্বাচনে না এসে ধ্বংসাত্মক কাজে নিজেদের নিয়োজিত রাখতে চায়, তাহলে দেশের জনগণ আবারও তাদের প্রত্যাখ্যান করবে। আবার এই ভিসা নীতির দিকে তাকাই, তাহলে বলতে পারি, আন্তর্জাতিকভাবেও তারা পাশে কাউকে পাবে না।

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

ধর্ম আগে না রাষ্ট্র

॥ ড. মো: কামরুজ্জামান ॥

পৃথিবীতে ধর্মের সংখ্যা চার হাজারের বেশি। এর মধ্যে প্রধান ধর্ম পাঁচটি। সেগুলো হলো : খ্রিষ্টধর্ম, ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইহুদি ধর্ম। খ্রিষ্টধর্ম, ইসলাম ও ইহুদি ধর্ম আল্লাহ প্রদত্ত তথা আসমানি ধর্ম। এ তিন ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী পৃথিবীর প্রথম মানব আদম আ:। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম মানবসৃষ্ট। হিন্দু ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী, পৃথিবীর প্রথম মানব মহর্ষি মনু। এ ধর্মগুলোর বাইরে আরো যে সব ধর্ম আছে সব অধ্যয়ন করলে জানা যায় যে, পৃথিবীর প্রথম মানব ধার্মিক ছিলেন। প্রতিটি ধর্মের মৌলিক বক্তব্য ও বিশ্বাস ছিল একত্ববাদ ও মানবতাবাদ। স্ব স্ব ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মের অনুসারীরা একত্ববাদী, একেশ্বরবাদী ও মানবতাবাদী। আগে মানুষের কাছে রাষ্ট্রের কোনো ধারণা ছিল না। রাষ্ট্রের আগেই পৃথিবীতে ধর্ম ও ধার্মিকের আবির্ভাব ঘটেছে। আর এটা বুঝতে বড় ধরনের কোনো প্রমাণ ও গবেষণার প্রয়োজন নেই। আসমানি ধর্ম হিসেবে ইহুদি, খ্রিষ্টান ও ইসলাম আদম আ:কে প্রথম মানব ও নবী হিসেবে বিশ্বাস করে। তিনি প্রত্যাদিষ্ট হয়ে মানুষদের একত্ববাদ, সুনীতি, সুশাসন, সুশিক্ষা, সততা ইত্যাদি ধর্মীয় ও মানবিক আচরণ শিক্ষা দেন। আল্লাহ তায়ালা আদম আ:কে বিশ্বের সব বস্তুর নাম শিখিয়েছিলেন। এ শিক্ষাবলে তিনি পৃথিবীর সব বস্তুর নাম রেখেছিলেন। তার গৃহীত শিক্ষার অনুসরণ ও অনুশীলন সংক্ষিপ্ত ব্যপ্তিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে উল্লিখিত শিক্ষা ও দীক্ষার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ঘটেছিল। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই সমাজে মানুষের মধ্যেই কিছু মানব শয়তানের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাদের দেখতে মানুষের মত হলেও তারা মনুষত্বে ছিল পশু। এসব পশু পিছন থেকে সত্যবাদী মানুষদের বিভ্রান্ত করতে তাদের পিছু নিয়েছিল। তারা সামগ্রিকভাবে না হলেও অনেককে বিপথগামী করতে সক্ষম হয়েছে। আর তাদের এ চেষ্টা এখন পর্যন্ত তারা অব্যাহত রেখেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের এ চেষ্টা সফল হয়েছে কিন্তু সব ক্ষেত্রে সফল হয়নি।

খ্রিষ্টান ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী খ্রিষ্টধর্মের প্রবর্তক ছিলেন যিশু বা ঈসা আ:। তার জন্ম আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ২ থেকে ৭ সালে। তিনি পৃথিবীতে আগমন করে জাগতিক মুক্তির পাশাপাশি পরকালীন মুক্তির পথনির্দেশনা দেন। তার প্রচারিত ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচরণগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল : একত্ববাদ, ফেরেশতায় বিশ্বাস, আত্মিক পরিশুদ্ধতা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সহিষ্ণুতা, ব্যভিচার নিষিদ্ধ করা, সহনশীলতা প্রদর্শন, সুদ পরিহার করে চলা, পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা, ব্যক্তিত্ববোধ ও অপরের প্রতি শ্রদ্ধা, প্রতিশোধ না নেয়া, ধর্ম শিক্ষা দেয়া, ক্রোধ সংবরণ ও শোকরানার জন্য প্রভুর উপাসনা করা ইত্যাদি। ইহুদি ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন মুসা আ:। তিনি খ্রিষ্টপূর্ব আনুমানিক ২০৭৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও ইহকালের পাশাপাশি পরকালের মুক্তিবিষয়ক পথনির্দেশনা পেশ করেন। তিনি মানুষকে জাগতিক সব পাপকর্ম থেকে বেঁচে থাকতে সতর্ক করেন। তার প্রচারিত ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে অন্যতম হলো : আদম আ: আদি পিতা, ইব্রাহিম আ: জাতির পিতা, মুসা আ: আল্লাহর প্রেরিত নবী, জেরুসালেম পবিত্র নগরী, সুদ নিষিদ্ধ, ব্যভিচার নিষিদ্ধ, জুলুম করা মহাপাপ, ছেলে সন্তানদের খতনা করানো, পরস্পরের সাক্ষাতে সালাম বলা, পশুর রক্ত ও শূকরের মাংস নিষিদ্ধ, আকিকার মাধ্যমে সন্তানের নাম রাখা, নতুন চন্দ্রের ভিত্তিতে মাস গণনা করা, দাড়ি রাখা, টুপি পরা আল্লাহর সাথে শরিক না করা ইত্যাদি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, হিন্দুধর্ম একটি মানবসৃষ্ট ধর্ম। এ ধর্মমতে, হিন্দুরা একেশ্বরবাদী। তাদের সামাজিক আচরণে জুয়া খেলা নিষিদ্ধ। ব্যভিচার নিষিদ্ধ। অবৈধ উপার্জন নিষিদ্ধ। মদ্যপান নিষিদ্ধ। এ ছাড়া সততা, সহনশীলতা ও মানবতা এ ধর্মের অন্যতম প্রধান মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত। বৌদ্ধধর্মও হিন্দুধর্মের মতো মানবসৃষ্ট। উইকিপিডিয়ার ভাষ্যমতে, খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতের মগধ রাজ্যে (বর্তমান বিহার রাজ্যে) এ ধর্মের সূত্রপাত ঘটে। এর প্রবর্তক হচ্ছেন সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধ। গৌতম বুদ্ধ ধর্মের অমীয় বাণী পেশ করেছেন। তিনি ধর্মের বিধান মতে ব্যক্তি ও সমাজ নির্মাণের উপদেশ দিয়েছেন। তার মূল্যবান বাণীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : মানুষ মানুষের জন্য, যাদের পঞ্চেন্দ্রিয় আছে তাদের হত্যা করো না, বিবাহবহির্ভূত যৌনাচার করো না, পড়ে থাকা বস্তু তুলে নিও না, মিথ্যা বলো না, মদ-গাঁজা ইত্যাদি সেবন করো না, সব প্রাণীর প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করো, হিংসা, রাগ, অহঙ্কার, মোহ পরিত্যাগ করো, মাতাপিতার সেবা করো, বৈধ আয় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করো ইত্যাদি।

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন মহানবী হজরত মুহাম্মদ সা:। ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে আরবের মক্কা নগরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও একত্ববাদের প্রচার করেন। তিনি সমগ্র মানবতার সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে আগমন করেন। (সূরা আস ছাবা-২৮)। তিনি শিক্ষক হিসেবে এবং মানবজাতির চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্তে প্রেরিত হন। (মুসনাদে আহমাদ)। ৬১০ সালে ৪০ বছর বয়সে তিনি নবুয়তপ্রাপ্ত হন। এরপর মাত্র ২৩ বছর তিনি জীবিত ছিলেন। এ ২৩ বছরে আরবের অসভ্য, অদম্য, বর্বর ও বিশৃঙ্খল জাতিকে সুশৃঙ্খল জাতিতে পরিণত করেন। একটি মাত্র আওয়াজের মাধ্যমে কোনো প্রকার জবরদস্তি ছাড়া একই পতাকার নিচে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। আর সে আওয়াজটি ছিল, 'লা ইলাহা ইল্লালাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।' তিনি অল্প দিনের ব্যবধানে আরব থেকে সকল প্রকার অনিয়ম ও দুঃশাসন দূর করেন। বহুল প্রচলিত দাসত্বপ্রথা উচ্ছেদ করেন। মাদক, জুয়া, ব্যাভিচার নিষিদ্ধ করেন। নারীর মর্যাদা ফিরিয়ে দেন। অন্য ধর্মের মানুষের সম্পদ ও রক্ত নিজের সম্পদ এবং রক্তের মতো পবিত্র ঘোষণা করেন। অন্য ধর্মের উপাসকদের সম্মান ঘোষণা করেন। যার যার ধর্ম পালনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেন। সুদ পরিহার করেন। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, লুণ্ঠন ইত্যাদি চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। নেতা নির্বাচনে পরামর্শের ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। আর নেতৃত্বের যোগ্যতা হিসেবে তাকওয়াকে প্রাধান্য দেন। দুই জাহানের নেতা হয়েও অতি সাধারণ জীবনযাপন করে তিনি পৃথিবীতে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছিলেন।

প্রতিটি ধর্মের প্রবর্তকই তার জাতিগোষ্ঠীর ক্রান্তিকালে আধ্যাত্মিক অভিভাবক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তারা প্রত্যেকেই সত্য-ন্যায়ের পথপ্রদর্শক, সামাজিক নেতা ও শাসক হিসেবে প্রেরিত হন। ধর্মের প্রবর্তকগণ পৃথিবীতে আগমন করে সময়োপযোগী জ্ঞান, বাণী ও আদর্শচরিত্রের প্রচার ও প্রসার ঘটান। আর প্রচারিত জ্ঞান, বাণী, আদর্শ ও চরিত্রের মাধ্যমে সমাজ এবং দেশের নেতৃত্ব প্রদান করেন। তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ সময়ের শ্রেষ্ঠ ত্যাগী ও সাহসী নেতৃত্বের পরিচয় দেন। প্রত্যেকেই সফল মানবকর্মী ও প্রগতিশীল নেতা হিসেবে সমকালীন বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। তারা অত্যন্ত সততা, যোগ্যতা ও বলিষ্ঠতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তাদের জীবনী বিষয়ে গবেষণা করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এককথায়, তারা সমকালীন যুগের কোনো না কোনো জাতির ও দেশের জনপ্রতিনিধি ছিলেন। তাদের প্রত্যেকের মাঝে ছিল এক অসাধারণ ও অলৌকিক সম্মোহনী শক্তি, যার মাধ্যমে তারা একটি লোকালয়, সমাজ ও দেশে জনজাগরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বর্তমান যুগের বিশ্লেষণ দেখা যায়, একালের রাজনীতিক ও জনপ্রতিনিধিরা শুধু জাগতিক সুখ, শান্তি, নিরাপত্তা ও কল্যাণের নিমিত্তে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। কিন্তু ধর্মপ্রবর্তকগণ ইহজগৎ ও পরজগৎ- দুই জগতের কল্যাণের জন্যই কাজ করেছিলেন। দুই জগতের সুখ, শান্তি ও মুক্তির নিমিত্তে তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালনা করেছেন। বর্তমান পৃথিবীর সর্ব উত্তরের নরওয়ে আর সর্ব দক্ষিণের চিলি-বিস্তৃত এ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা নেতা-নেত্রীর প্রত্যেকেই কোনো না কোনো আধুনিক মতবাদের প্রবক্তা ও অনুসারী। তারা প্রত্যেকেই এক একজন সমাজতন্ত্রী অথবা গণতন্ত্রী। তারা প্রত্যেকেই ধর্মনিরপেক্ষ কিংবা অন্য যেকোনো তন্ত্রে-মন্ত্রে বিশ্বাসী। কিন্তু পৃথিবীর কোনো ধর্মপ্রবর্তকই সমাজতন্ত্রী ছিলেন না, গণতন্ত্রী ছিলেন না। ছিলেন না ধর্মনিরপেক্ষ কিংবা পুঁজিবাদে বিশ্বাসী কোনো নেতা। সুদূর আমেরিকা থেকে বাংলাদেশ-সুবিস্তৃত বিশাল এ পৃথিবীর গণতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রীর সবাই এক একজন যুদ্ধবাজ ও দাঙ্গাবাজ নেতা হিসেবেই পরিচিত। ধর্মনিরপেক্ষ ও পুঁজিবাদী নেতৃবৃন্দকে মানুষ দেখতে পায় একজন সফল অস্ত্র ব্যবসায়ী হিসেবে। দেখতে পায় লাঠিয়াল, দুর্নীতিবাজ, ক্ষমতালোভী ও সীমাহীন সম্পদলোভী হিসেবে। তাদের তন্ত্র-মন্ত্রকে দেখতে পায় অনৈতিক ক্ষুধায় কাতর তাল-মাতাল মনুষ্যত্বহীন এক দানবীয় বিশ্ব নেতৃত্ব হিসেবে। আধুনিক বিশ্বের প্রায় প্রতিটি শক্তিশালী নেতাকে মানুষ সন্ত্রাসী, আগ্রাসী ও দখলদার হিসেবেই চেনে।

কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, পৃথিবীর কোনো ধর্ম প্রবর্তকই এমন চরিত্রের ছিলেন না। তারা প্রত্যেকেই ছিলেন আরাম-আয়েশ-বিবর্জিত মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী। ত্যাগ ও কোরবানির দৃষ্টান্ত দিয়ে পরিপূর্ণ ছিল তাদের নেতৃত্ব। তাদের ইতিহাস, নিজেদের সব সুখশান্তি জলাঞ্জলি দেয়ার ইতিহাস। তাদের ইতিহাস, অন্যের সুখের জন্য জীবন বিলিয়ে দেয়ার ইতিহাস। তাদের ইতিহাস, স্বার্থপূজারীদের রক্তচক্ষুর রোষানলে পড়ে কারাগারে অন্তরীণ হওয়ার ইতিহাস। ঘরত্যাগ, স্বজন ত্যাগ আর দেশত্যাগ হওয়া ছিল তাদের জীবনের নিত্য দিনের ঘটনা। আর এই মহিমান্বিত নেতৃত্বের সবচেয়ে উজ্জ্বল ভাস্কর ছিলেন মহানবী মুহাম্মদ সা:। তাঁর প্রচারিত একত্ববাদ আর মানবতাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত হয়েছিল মরুময় আরব। তাঁর সীমাহীন ত্যাগ হৃদয়হীন আরবদের বশীভূত করেছিল। অতি অল্প দিনের ব্যবধানে তিনি আরবের বাধাহীন ও স্বাধীন এক বর্বর জাতিকে বশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রাচীন অন্ধকার, বিশৃঙ্খল, আর বর্বর সমাজে আগত মহানবী সা:-এর রুচিবোধ, জীবনবোধ, মানবতাবোধ, লোভহীনতা, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্ব, দেশপ্রেম, সততা, নিষ্ঠা, ধর্মের প্রতি অবিচল বিশ্বাস, এর অনুশীলন আর তা প্রচারের সুনিপুণ কৌশল দুনিয়ার সর্বত্রই নন্দিত ও প্রশংসিত হয়েছিল। এখনো তিনি সারা দুনিয়ার গবেষকদের কাছে নন্দিত এক নেতৃত্ব হিসেবেই বিবেচিত।

আবহমানকাল থেকে দেখে আসছি, সমাজের বেশির ভাগ মানুষ সামাজিক প্রয়োজনে ধর্মের পরম নির্দেশের অনুসন্ধান করে চলেছে। সামাজিক শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন যাপনের বাসনায় ধর্মীয় অনুশাসনের কাছে নিজেদের সমর্পণ করছে। বিজ্ঞানের এই চরম ঔৎকর্ষের যুগেও মানুষ সুন্দর জীবনযাপনের জন্য ধর্মের দ্বারস্থ হচ্ছে। বিশেষ করে তারা ইসলাম ধর্মের ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছে। আধুনিক যুগ, বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগ। শিক্ষাব্যবস্থা অনেকটাই প্রযুক্তিনির্ভর। সন্তানদের লেখাপড়া এখন বৈশ্বিক ধাঁচে সুগঠিত। তথাপিও সমাজের অনেক উচ্চবিত্তরা সন্তানকে ভর্তি করতে অপেক্ষাকৃত ধার্মিকদের কোচিং সেন্টারকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

আবহমানকাল থেকে দেখে আসছি, সমাজের বেশির ভাগ মানুষ সামাজিক প্রয়োজনে ধর্মের পরম নির্দেশের অনুসন্ধান করে চলেছে। সামাজিক শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন যাপনের বাসনায় ধর্মীয় অনুশাসনের কাছে নিজেদের সমর্পণ করছে। বিজ্ঞানের এই চরম ঔৎকর্ষের যুগেও মানুষ সুন্দর জীবনযাপনের জন্য ধর্মের দ্বারস্থ হচ্ছে। বিশেষ করে তারা ইসলাম ধর্মের ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছে। আধুনিক যুগ, বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগ। শিক্ষাব্যবস্থা অনেকটাই প্রযুক্তিনির্ভর। সন্তানদের লেখাপড়া এখন বৈশ্বিক ধাঁচে সুগঠিত। তথাপিও সমাজের অনেক উচ্চবিত্তরা সন্তানকে ভর্তি করতে অপেক্ষাকৃত ধার্মিকদের কোচিং সেন্টারকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। শিক্ষা দিতে সন্তানকে নিয়ে তারা ছুটে চলছে ধর্মের আবহে সিক্ত কোনো এক আধুনিক প্রতিষ্ঠানে। যে প্রতিষ্ঠানের নেপথ্যের কারিগর হলো আধুনিক শিক্ষিত একদল যুবক। অথচ তাদের সকলেই ধর্মীয় নির্দেশের কাছে সমর্পিত। এসব লোক বিশ্বাস করে যে, ধর্মীয় নির্দেশ অমান্য করলে ব্যক্তি, পারিবার এবং সমাজজীবনে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে এবং পরকালীন জীবনে মহান আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। আর এ কারণেই একবিংশ শতাব্দীর এ যুগেও মানুষ তাই ফিরে খুঁজে সেই মহানবীর সা: কালজয়ী আদর্শ! ধর্মে বিশ্বাসী আস্তিকরা ধর্মকে তাদের জীবনধারণের একমাত্র চরম ও পরম নির্দেশনা হিসেবে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। অন্য দিকে ধর্মবিহীন আস্তিক ও কিছু ধর্মহীন নাস্তিক তাদের এই আদর্শকে ব্যক্তি, পারিবার, সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে অস্বীকার করে। উল্লেখিত আলোচনা এটাই প্রমাণ করে যে, মানবসভ্যতা সৃষ্টি হয়েছে ধর্ম ও এর চর্চার মাধ্যমে। যার কারিগর ছিলেন একজন ধার্মিক ব্যক্তি। ওই ব্যক্তির মাঝে প্রকাশিত সম্মোহিত শক্তির কাছে মানুষ সমবেত হয়েছিল। সমবেত জনগোষ্ঠী কর্তৃক সেই সম্মোহিত শক্তির বিস্তার লাভ ঘটেছিল। আর এ সম্মোহিত শক্তির উপাদান ছিল একত্ববাদ, মানবতাবাদ, সততা, নৈতিকতা ইত্যাদিতে ভরপুর। আমরা জানি, বিস্তৃত জনগণের জনসমষ্টিই হলো সমাজ। আর সমাজের ব্যাপক বিস্তৃত রূপই হলো রাষ্ট্র। এটা যে ভাষায় যারা যেভাবেই প্রকাশ করুক, সেটা ছিল ধর্ম ও ধার্মিক থেকে উৎসরিত। আধুনিক পৃথিবীতে রাষ্ট্রের যতগুলো মতবাদ আছে তার মধ্যে ঐশ্বরিক মতবাদ অন্যতম। আর এটি স্রষ্টা কর্তৃক প্রেরিত ও নির্দেশিত। সুতরাং বলাই যায়, পৃথিবীতে আগেই ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে। ধর্মের পরম নির্দেশের আলোকে মানব সমাজ সুগঠিত হয়েছে। পরে এটি বিস্তার লাভ করেছে। অতঃপর রাষ্ট্রের পত্তন ঘটেছে। বর্তমান মধ্যপ্রাচ্যের ২৭টি রাষ্ট্রের প্রায় সবই ধর্মীয় আইন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। শতভাগ ধর্মীয় আইন তারা পালন করছে না। তথাপিও সার্বিক বিবেচনায় তাদের দেশের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বেশ সুসংহত বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। এসব পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার চেয়ে বেশি টেকসই বলেও মনে হচ্ছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, কোনো ধর্মই অন্য ধর্মের লোকদেরকে জুলুম করার অধিকার দেয়নি। কিন্তু কিছু মানুষরূপী অমানুষ ধর্মের নির্দেশনা অমান্য করে তাদের ওপর জুলুম করে বসে। এরা মূলত ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থে অপর ধর্মের লোকদের ওপর কখনো কখনো বর্বর ও নিষ্ঠুর আচরণ করে। এখানে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে, ধার্মিক, ধর্মান্ধ ও ধর্ম ব্যবসায়ী কখনো এক নয়। ধর্মান্ধ ও ধর্মব্যবসায়ী স্বীয় স্বার্থ হাসিলে ধর্মকে ব্যবহার করে। এ দুই শ্রেণীর লোকদের রুখতে হবে। এ দায়িত্ব প্রধানত ধার্মিকদের। শান্তি ও নিরাপত্তার বিশ্ব গড়তে ধার্মিকদের অনেক বেশি সক্রিয় হতে হবে। ধর্মের পরিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন অনুসরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনে সবাইকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

লেখক: অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

কষ্টের কথাগুলি বল 'আইজুদ্দীন'

॥ ফারুক ওয়াসিফ ॥

একসময় ঢাকার দেয়ালে লেখা দেখা যেত, 'কষ্টে আছি, আইজুদ্দীন'। এখন দেয়ালে না, বাজারে গেলে দেখা যায় কষ্টার্ত মানুষের মুখ। মুখের ভাঁজে ভাঁজে লেখা–'কষ্টে আছি'।

ঢাকাবাসী এক মধ্যবিত্ত মেধাবী লেখক-শিক্ষক ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছেন, '২টা করে ডিম খেতাম, এখন ১টা করে খাই। মুরগি খেলে ২ টুকরো খেতাম, এখন ১ টুকরো খাই। মাছ পুরো টুকরো খেতাম, এখন অর্ধেকটা খাই, সকালে বাজার করতাম, এখন রাতে করি; বাসে-টেম্পুতে অফিস যেতাম-ফিরতাম, এখন যাই কিŠ' ফিরি হেঁটে, রিকশা চড়ি না, মাসে মাসে ছেলেমেয়েদের মাটির ব্যাংকে টাকা দিতাম, এখন দিই না।'

এর মধ্যে সরকার বাজেট দিয়েছে। ব্যবসায়ীরা সারাবছর দাম বাড়ান, সরকার বাড়ান বাজেটের সময়। সুরম্য সংসদের মহতী সভায় সুললিত ভাষায় বাজেট পেশ করা হয়। সুন্দর পোশাক পরা অর্থমন্ত্রী তা পেশ করেন, দায়িত্বশীল মুখ করে সাংসদরা শোনেন। আমরা টিভিতে সব দেখি। শেষে খুব আন্তরিক আলোচনাও হয়। কিন্তু সেই বাজেট যে শুভঙ্করের ফাঁকি; তা কোথাও বলা হয় না। বলা হয় অল্প, করা হয় বেশি। যেমন এবার বলা হয়েছে বাসনপত্র, বাসমতী চাল, এলপিজি সিলিন্ডার, বিলাসী গাড়ি এসবের দাম বাড়বে। কিন্তু বলা হয়নি, মোটা চালের দাম সরকার না বাড়ালেও কেন বাড়তে বাড়তে ৬০-৭০ টাকায় ওঠে এবং আরও উঠবে। কারা বাড়ায় চাল-ডাল-ডিম-তেলসহ জীবনের জরুরি জিনিসগুলির দাম তা এক রহস্য। কাদের কৌশলে বাড়ি ভাড়া বাড়ে, চিকিৎসা খরচ মেটাতে ফতুর হয়ে যায় পরিবার।

সব দোষ সিন্ডিকেটের? মুক্তবাজার অর্থনীতির মহামান্য ভাশুর কি সিন্ডিকেট, তার নাম মুখে নেওয়া যায় না? আসল রহস্যটা এখানেই। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে আমদানিকারক আর পাইকারি বিক্রেতাদের হাতে লাগামছাড়া ক্ষমতা। অর্থনীতির যে চাবুকটা জনগণকে স্পর্শ করে, সেটা থাকে তাঁদের হাতে। অস্বাভাবিক ও অ‡যৌক্তিক দাম বাড়ানোর মাধ্যমে তাঁরা মানুষের কষ্টের আয় লুট করে নিয়ে যান। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়। অথচ টাকার দাম কমে বলে একই বেতনে আগের মতো চলা যায় না। অর্থাৎ মজুরি-বেতন কমার এই কথা বাজেট বক্তৃতায় থাকে না। সরকারের পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ক'দিন আগেই জানিয়ে‡ছ, দেশের প্রতি তিন পরিবারের একটি ঋণগ্রস্ত।

সরকার লুট করে না। সরকার করে শোষণ। যেমন যারই একটা টিন সার্টিফিকেট আছে, তাঁকেই এই অর্থবছর থেকে ২ হাজার টাকা কর দিতে হবে। সরকারি ২০টি সেবা পেতে হলে টিন নম্বর নেওয়া বাধ্যতামূলক। সেবা পাওয়ার আশায় টিন নম্বর নিয়েছেন। এখন আপনাকে ২ হাজার টাকা কর দিতেই হবে। কোটি কোটি মানুষের কাছ থেকে ২ হাজার টাকা করে নিলে সরকারের বিরাট আয় হবে। সেই আয় দিয়ে তখন বিদ্যুৎ খাতের ভয়াবহ দুর্নীতি ও অনিয়মের খেসারত মেটানো যাবে। বিদ্যুৎ খাতে বরাদ্দ গত বছর ছিল ২৬ হাজার ৬৬ কোটি টাকা। এবার করা হয়েছে ৩৪ হাজার ৮১৯ কোটি টাকা। বাড়তি টাকা কে দেবে? অবশ্যই লোডশেডিংয়ের গণশাস্তিপ্রাপ্ত জনগণ দেবে। কোনো ব্যবসায়ী পণ্যের দাম এক লাফে ৫০ শতাংশ, অর্থাৎ দেড় গুণের মতো করার সাহস করেন না। কিন্তু আমাদের সরকার ডিজেল-পেট্রোলের দামে সেরকম ঐতিহাসিক রেকর্ড গড়েছে। বিদ্যুতের দাম যে এত বাড়ছে, ওয়াসার সাত লাখ টাকা বেতনের এমডি পানির দাম যে আবারও বাড়াবেন, সেসব কথা তো বাজেটে নেই। বাজেটে বলা হয় না, বেসরকারি চিকিৎসা খরচ, পরিবহন ভাড়া ইচ্ছামতো বাড়বে।

করোনার মহাবিপর্যয়ের পরও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর কথা ছিল। কিন্তু ৫.৪ শতাংশ থেকে হয়েছে ৫ শতাংশ। খাদ্য, শিক্ষা, কৃষি খাতের মতো গণমুখী জায়গায় বরাদ্দ বেড়েছে ১ হাজার কোটি থেকে ২ হাজার কোটি টাকা করে। আসলে বাড়েনি। মূল্যস্ফীতি হিসাব করলে দেখা যাবে, বর্ধিত টাকা দিয়েও আগের সেবা দেওয়া কঠিন হবে। সবচেয়ে করুণ হলো, সামাজিক সেবা খাতে। বয়স্ক ভাতা ৫০০ টাকার জায়গায় হয়েছে ৬০০ টাকা, বিধবা ভাতা বেড়েছে মাত্র ৫০, কিন্তু গরুর মাংসের দামই বেড়েছে কেজিপ্রতি ৩০০ টাকা!

প্রতিবছর বাজেটের আকার বাড়ে। বাড়তি টাকা কোথায় যায়? দুটি হিসাব দিয়ে শেষ করি। দেশের বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে যে জাতীয় গ্রিডে এক ইউনিট বিদ্যুতের জোগান না দিয়েও বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রের দেশি ও বিদেশি মালিকদের ক্যাপাসিটি চার্জ বাবদ তিন বছরে দেওয়া হয়েছে ৫৪ হাজার কোটি টাকা! বছরে মুদ্রা পাচার হয় ৭.৫৩ বিলিয়ন ডলার (সূত্র: জিএফএই)। আর ২০২৩-২৪ সালে জাতীয় বাজেট হলো ৬৩ বিলিয়ন ডলার বা ৭ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা। কয়েক হাজার লোকের এক বছরের মুদ্রা পাচারের মাত্র আট গুণ বেশি ১৮ কোটি মানুষের বাজেট!

সবকিছু বাজেটে থাকে না। একজন লিখেছেন, আগে শুক্রবারে পাড়ার মোড়ে চারটা গরু জবাই হতো, এখনও হয়। আমার মতো অনেকে যায় না, কিন্তু সবই বিক্রি হয়ে যায়। অনেকে অভাবের খাদে পড়ছে, কিন্তু কেউ কেউ উঠে যাচ্ছে। যিনি আগে কলাবাগান থাকতেন, তিনি চলে যাচ্ছেন রাজউকের সীমানার বাইরে। যিনি পরিবার নিয়ে ফ্ল্যাটে থাকতেন, তিনি নিচ্ছেন সাবলেট। যিনি তাও পারছেন না, তিনি পরিবারকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন গ্রামে। শুধু বলতে ইচ্ছা করে, আমরা কেমন করে বেঁচে আছি, তুই সেই কষ্টের কথা বল আইজুদ্দীন।

লেখক: লেখক ও সমকালের পরিকল্পনা সম্পাদক।

ইউক্রেন যুদ্ধে বাইডেন যে পাঁচ ভুল করে ফেলেছেন

॥ মারওয়ান বিশারা ॥

গত বছর ইউক্রেনে রাশিয়া সর্বাত্মক আগ্রাসন শুরুর পর অনেকে বলেছিলেন, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ভুল হিসাব থেকে এ যুদ্ধ শুরু করেছেন। গত বছরের অক্টোবরে আমি পুতিনের আত্মগরিমা ও হামবড়া মনোভাব নিয়ে লিখেছিলাম। সেই লেখায় বলেছিলাম, এই মনোভাবের কারণে রাশিয়ানদের সামরিক সামর্থ্য সম্পর্কে পুতিন অতিমূল্যায়ন করেছেন। একই সঙ্গে ইউক্রেনীয়দের প্রতিরোধ সক্ষমতা নিয়ে অবজ্ঞা এবং ন্যাটোর ঐক্য ও যুক্তরাষ্ট্রের কৌশল নীতি সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করেছেন।

কিন্তু ইউক্রেনে ধ্বংসাত্মক পরিণতির জন্য রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ভুল বিবেচনা একমাত্র দায়ী নয়। এই যুদ্ধ কবে শেষ হবে তার কোনো কিনারা যখন দেখা যাচ্ছে না, তখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও তাঁর পশ্চিমা মিত্রদের এখন ইউক্রেনে তাঁরা যেসব ভুল করেছেন, তার প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

এক. শুরু থেকেই ইউক্রেন সংঘাতে বাইডেন একটি উঁচু মানের নৈতিক অবস্থান নেন। ইউক্রেন সংঘাতকে তিনি বৈশ্বিক গণতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের সংঘাত হিসেবে চিত্রিত করেন। রাশিয়ার আগ্রাসনের বিপরীতে আন্তর্জাতিক আইন ও জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের কথা তিনি বলেন। এখনো বাইডেন বিশ্বের স্বৈরতান্ত্রিক শিবিরের বিরুদ্ধে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের আবেদন করে চলেছেন। অথচ আমেরিকানদের অন্যায় যুদ্ধগুলোকে এ ক্ষেত্রে উপেক্ষা করা হচ্ছে।

বাইডেন রাশিয়ানদের জাতীয়তাবাদী ক্ষমতাকে অবজ্ঞা করেছেন। রুশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিহীন একটা অজুহাত তুলে দেশটির সীমান্ত পর্যন্ত ন্যাটোর সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মস্কোর যে ভয়, সেটাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করেছেন তিনি।

দুই. যুদ্ধ যখন কয়েক মাস পড়েছে, তখন ইউক্রেনের দনবাস অঞ্চলে সংঘাত অবসানে ২০১৪ ও ২০১৫ সালের মিনস্ক চুক্তি বাস্তবায়নের একটি প্রচেষ্টাকে খারিজ করে দেয় বাইডেন প্রশাসন। এর মধ্য দিয়ে পূর্ব ইউক্রেনে দুটি স্বায়ত্তশাসিত রাশিয়ান অঞ্চল সৃষ্টি করার সুযোগ ছিল। ফলে ইউক্রেনে রাশিয়ানদের আগ্রাসনকে বন্ধ করার সুযোগ তৈরি হতো।

মিনস্ক চুক্তিতে ইউক্রেন ও রাশিয়া স্বাক্ষর করলেও দুই পক্ষকে চুক্তিতে পৌঁছাতে ও চুক্তির শর্ত পরিশীলিত করতে ফ্রান্স ও জার্মানি সহযোগিতা করেছে। কিন্তু সেই চুক্তি বাস্তবায়ন যাতে হয়, সে জন্য দেশ দুটি যথেষ্ট প্রচেষ্টা দিতে পারেনি। ইউরোপের এই ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে অনেক বেশি হারাতে হলেও এই যুদ্ধের উন্মাদনা থামাতে ইউরোপীয় শক্তিগুলো তেমন কিছুই করেনি।

পরিশেষ, পুতিন যেমন ইউক্রেনকে সমর্থনের ব্যাপারে পশ্চিমা ঐক্যের প্রতি অবজ্ঞা করেছেন, বাইডেনও তেমন বাকি বিশ্ব ইউক্রেন সংঘাতকে যে ভিন্নভাবে দেখছে সেটার প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়েছেন। দক্ষিণ বিশ্বের কাছে এটি একটি ইউরোপীয় সমস্যা। বাকি বিশ্ব মস্কোর সঙ্গে বাণিজ্য করে চলেছে, পশ্চিমাদের নিষেধাজ্ঞার রাশিয়ার অর্থনীতির চাকা অচল করে দিতে পারেনি।

তিন. বাইডেন প্রশাসন রাশিয়ার সামরিক বাহিনীর টিকে থাকার ক্ষমতা সম্পর্কেও অবমূল্যায়ন করেছে। আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনীকে সহযোগিতা দিয়ে পরাজিত করতে পেরেছিল যুক্তরাষ্ট্র। সেই ধারণা থেকেই ইউক্রেনে বাজি ধরেছিলেন বাইডেন।

কিন্তু আফগানিস্তানের চেয়ে ইউক্রেন কৌশল নীতির দিক থেকে মস্কোর কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ইউক্রেনের সঙ্গে রাশিয়ার একই ইতিহাস ও ভৌগোলিক নৈকট্য রয়েছে। পুতিনের প্রেক্ষাপট থেকে বিবেচনা করলে ইউক্রেন রাশিয়ার জাতীয় নিরাপত্তা ও তার সরকারের অস্তিত্বের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আরও স্পষ্ট করে বললে, ইউক্রেন পশ্চিমা জোটের সঙ্গে যাচ্ছে, সেটা দেখার চেয়ে দেশটিকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতেই পছন্দ করবেন পুতিন।

যুদ্ধের প্রথম বছরে কিয়েভ ও খারকিভ থেকে রাশিয়ান সেনাদের পশ্চাদপসরণের ঘটনা ছিল ইউক্রেনীয়দের সংকল্প ও দৃঢ়তার প্রদর্শন। কিন্তু এ বছরে যুদ্ধের জোয়ার ঘুরে যেতে শুরু করে। কয়েক মাসের ভয়াবহ যুদ্ধের পর বাখমুতের পতন থেকে এটা স্পষ্ট যে যুদ্ধে জয় পেতে রাশিয়ানদের সংকল্প ও ত্যাগ স্বীকার করার ক্ষমতা কোনো অংশেই কম নয়। এটাই এই যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক অচলাবস্থার মূল কারণ।

ইউক্রেনীয়দের যুদ্ধের সক্ষমতা নিয়েও অতিমূল্যায়ন করেছেন বাইডেন। এটা অবশ্য ইউক্রেনীয়দের সাহস ও দৃঢ়তার প্রশ্ন নয়, ইউক্রেনীয় বারবার করে সেই দৃষ্টান্তও দেখিয়েছে। গত বছর তারা সফল পাল্টা-আক্রমণও চালিয়েছিল।

কিন্তু যুদ্ধটা এখন পর্যন্ত ইউক্রেনের সীমানার মধ্যেই সংঘটিত হচ্ছে। ইউক্রেনীয়দের তুলনায় রাশিয়ানদের যে বিশাল সামরিক সক্ষমতা তাতে দেশটির অর্থনীতি অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

২০০০ হাজার সাল থেকে ক্রেমলিন পারমাণবিক অস্ত্রের ভান্ডার কমিয়ে আনলেও এর কর্তাব্যক্তিরা বলে আসছেন, রাশিয়ার একবারে মৌলিক অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে এমন ঘটনায় শুধু নয়, 'কোনো একটি সংকটে সমাধানের আর যদি কোনো পথ না থাকে অথবা প্রচলিত সমরাস্ত্র যদি অকার্যকর হয়ে পড়ে' তাহলেও তারা পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে।

ইউক্রেনের এই বিপর্যয়ও যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের উৎসাহে ভাটা পড়েনি। ১৯ মে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন জি-৭ জোট হিরোশিমা সম্মেলনে, 'ইউক্রেনের যত দিন প্রয়োজন তত দিন পর্যন্ত অর্থনৈতিক, মানবিক, সামরিক ও কূটনৈতিক সমর্থন দেওয়ার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত' করে। যুক্তরাষ্ট্র ও এর মিত্ররা যে এখন আরেকটি 'মিশন ক্রিপ' বা অপরিকল্পিত লক্ষ্যের চোরাগলিতে ঢুকে পড়লে এ ঘটনা তারই ইঙ্গিত। ইউক্রেনে গোলাবারুদ পাঠানোর মধ্য দিয়ে যে সহযোগিতা শুরু হয়েছিল, এখন সেটা সাঁজোয়া যান, ট্যাংক, প্যাট্রিয়ট ডিফেন্স সিস্টেম ও ড্রোন পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে।

চার. অতি সম্প্রতি, আকাশযুদ্ধে রাশিয়ার যে আধিপত্য আছে সেটাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্র এফ-১৬ যুদ্ধবিমান দিতে সম্মত হয়েছে। মস্কো সতর্ক করে দিয়েছে যে ইউক্রেনকে যদি এফ-এফ বিমান দেওয়া হয়, তাহলে যুদ্ধ বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। অন্যদিকে বিশেষজ্ঞরা প্রশ্ন তুলেছেন, বাইরের জনবলের সহযোগিতা ছাড়া এই মুহূর্তে ইউক্রেনের সামরিক বাহিনীর পক্ষে এই বিমান চালানো কি সম্ভব?

যুদ্ধের এই মুহূর্তের যে বাস্তবতা তাতে পরাজয়ের জোয়াল থেকে কোনোভাবে ইউক্রেন যদি তাদের বহুল প্রত্যাশিত পাল্টা আক্রমণে নাটকীয় জয় পায়, তাহলে রাশিয়া পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করে তার জবাব দিতে পারে। ইউক্রেন ও বাকি ইউরোপের জন্য সেটা হবে ভয়াবহ এক বিপর্যয়।

এমনকি মস্কো যদি অপেক্ষাকৃত ছোট বিস্ফোরণ ক্ষমতার ট্যাকটিক্যাল পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করে সেটাও ইউরোপ ও বাকি বিশ্বের নিরাপত্তা ও শান্তির ওপর চরম মাত্রার হুমকি তৈরি করবে।

বাইডেন প্রশাসনের অনেকের বিবেচনা হলো, রাশিয়া পারমাণবিক অস্ত্রের মাধ্যমে প্রতিশোধের যে ঘোষণা দিয়েছে, সেটা পশ্চিমাদের ঠেকাতে ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া কিছু নয়।

আমার আশা হলো, তাদের এই বিবেচনা যেন ঠিক হয়। কিন্তু আমার ভাবনা হলো, তাদের এই বিবেচনা ভুল।

২০০০ হাজার সাল থেকে ক্রেমলিন পারমাণবিক অস্ত্রের ভান্ডার কমিয়ে আনলেও এর কর্তাব্যক্তিরা বলে আসছেন, রাশিয়ার একবারে মৌলিক অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে এমন ঘটনায় শুধু নয়, 'কোনো একটি সংকটে সমাধানের আর যদি কোনো পথ না থাকে অথবা প্রচলিত সমরাস্ত্র যদি অকার্যকর হয়ে পড়ে' তাহলেও তারা পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে।

পাঁচ. পরিশেষ, পুতিন যেমন ইউক্রেনকে সমর্থনের ব্যাপারে পশ্চিমা ঐক্যের প্রতি অবজ্ঞা করেছেন, বাইডেনও তেমন বাকি বিশ্ব ইউক্রেন সংঘাতকে যে ভিন্নভাবে দেখছে সেটার প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়েছেন। দক্ষিণ বিশ্বের কাছে এটি একটি ইউরোপীয় সমস্যা। বাকি বিশ্ব মস্কোর সঙ্গে বাণিজ্য করে চলেছে, পশ্চিমাদের নিষেধাজ্ঞার রাশিয়ার অর্থনীতির চাকা অচল করে দিতে পারেনি।

সংক্ষেপে, রাশিয়া ও পশ্চিম কোনো পক্ষই এই যুদ্ধে কূটনীতিকে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়েছে। যুদ্ধকে তারা এখন 'বাঁচো অথবা মরো' এই পর্যায়ে নিয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে এই যুদ্ধ রাশিয়া ও পশ্চিমের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতাকে যখন হুমকির মুখে ফেলেছে, তখন চীনের উত্থান ঘটে চলেছে অক্ষতভাবে। যুক্তরাষ্ট্রের জন্য পছন্দনীয় না হলেও চীন এখন বিশ্বে আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী ও বিশ্বাসযোগ্য নেতা হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে।

মারওয়ান বিশারা আল-জাজিরার জ্যেষ্ঠ রাজনৈতিক বিশ্লেষক

আল-জাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ মনোজ দে



বাংলাদেশ দূতাবাস রোমের উদ্যোগে ইতালিতে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমের উদ্বোধন



বিশেষ প্রতিনিধিঃ রোমে বাংলাদেশ দূতাবাস এর উদ্যোগে ইতালি প্রবাসী আগ্রহী বাংলাদেশীদের জন্য বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিশ-২ শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে ১ জুন, ২০২৩ তারিখে ইতালি সময় দুপুর ১৩:০০ টায় অনলাইন পাটফর্মে এই কার্যক্রমের শুভ উদ্ভোবন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ প্রান্তে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার, প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন, ওপেন স্কুলের ডিন অধ্যাপক ড. সাবিনা ইয়াসমিন, সামজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুলের ডিন অধ্যাপক ড. মো: জাহাঙ্গীর আলম ও রেজিস্ট্রার ড. শফিকুল আলম। ইতালি প্রান্তে বাংলাদেশ দূতাবাস রোম হতে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রদূত মো: শামীম আহসান, মো: জসিম উদ্দিন, কাউন্সেলর (রাজনৈতিক), আসিফ আনাম সিদ্দিকী,প্রথম সচিব (শ্রম), আয়েশা আকতার,প্রথম সচিব (রাজনৈতিক) এবং মো: আশফাকুর রহমান,প্রথম সচিব (রাজনৈতিক)।

এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি) পরিচালিত বহিঃবাংলাদেশ (নিশ-২) এসএসসি, এইচএসসি ও বিএ/বিএসএস প্রোগ্রামসমূহের কার্যক্রম অচিরেই ইতালিতে চালু হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ দূতাবাস, রোমের তত্বাবধানে এসকল প্রোগ্রামে ইতালিতে বসবাসরত/কর্মরত বাংলাদেশি অথবা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ইতালি প্রবাসীগণ অংশগ্রহণ করতে পারবেন। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন প্যাটফর্ম ব্যবহার করে দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে প্রোগ্রামসমূহ পরিচালিত হবে। এসকল প্রোগ্রামে মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় ভর্তির সুযোগ প্রদান করা হবে। ইতালির সাপ্তাহিক ছুটির দিনে অনলাইনে টিউটোরিয়াল ক্লাস এবং পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হবে। এসকল প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীর ইন্টারনেট সংযোগসহ ফোন/ল্যাপটপ/ কম্পিউটার প্রয়োজন হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূত শামীম আহসান তাঁর বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশ দূতাবাস রোম পরিচালিত একটি অনলাইন সমীক্ষায় ইতালি প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিকট হতে ইতোমধ্যে এই প্রোগ্রামের বিষয়ে আশাব্যাঞ্জক সাড়া পাওয়ায় দূতাবাস এই উদ্যোগ গ্রহণ করে। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত ও দক্ষিণ কোরিয়ার পর বাংলাদেশ দূতাবাস রোমের আগ্রহের কারণে ইউরোপের দেশসমূহের মধ্যে ইতালিতে সর্বপ্রথম এই কার্যক্রম পরিচালিত হতে যাচ্ছে। এজন্য বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। রাষ্ট্রদূত উক্ত কার্যক্রমকে প্রবাসীদের জন্য একটি পরিষেবা হিসেবে বিবেচনা করে এটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ওপ্রবাসী বান্ধব নীতি ও ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশনের সাথেও সংগতিপূর্ণ বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। দূতাবাস সম্পর্কে সাধারণ মানুষের প্রচলিত ধারণা (চঁনষরপ চবৎপবঢ়ঃরড়হ) পরিবর্তনেও এই সেবাধর্মী উদ্যোগটি ভূমিকা রাখবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, ইতালিতে কর্মরত অনেকেই জীবিকার তাগিদে বা সময়ের অভাবে পড়ালেখা করার সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছেন কিন্তু বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রোগ্রাম তাদেরকে বিদেশের মাটিতে কাজের ফাঁকে ও অবসরে নিজেদেরকে দক্ষ এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উচ্চতর যোগ্যতা সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে সহযোগিতা করবে। প্রোগ্রামটি যথাযথভাবে পরিচালনা করতে দূতাবাস সার্বিকভাবে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করবে মর্মেও তিনি আশ্বস্ত করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার তাঁর বক্তব্যে রাষ্ট্রদূতকে ইতালিতে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার জন্যে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন যে, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রোগ্রাম প্রবাসী বাংলাদেশীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্য পরিচর্যায় সহায়ক হবে। আন্ত জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে শিক্ষা কার্যক্রমের প্রসার প্রয়োজন এবং প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন পরিকল্পনা স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কার্যক্রম ভূমিকা রাখবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

রেজিস্ট্রার ড. শফিকুল আলম বলেন, ইতালি প্রবাসীদের জন্য এটি একটি বিশেষ আনন্দের দিন। দূতাবাসের উদ্যোগে এ ধরনের সেবামূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণের সদিচ্ছার প্রশংসা করেন তিনি।

মতবিনিময় সভায় আরো বক্তব্য রাখেন বাউবির প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন, ওপেন স্কুলের ডিন অধ্যাপক ড. সাবিনা ইয়াসমিন ও সামজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুলের ডিন অধ্যাপক ড. মো: জাহাঙ্গীর আলম।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বাউবি'র ইন্টারন্যাশনাল একাডেমিক প্রোগ্রাম উইং এর যুগ্ম-পরিচালক এমএস সঙ্গীতা মোরশেদ।

উদ্বোধনী কার্যক্রমের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী সপ্তাহে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত বহি:বাংলাদেশ (নিশ-২) প্রোগ্রামের ভর্তি ফরমের লিংক দূতাবাসের ভেরিফাইড পেইজে উন্মুক্ত করা হবে এবং কোর্স ফি জমা দেওয়ার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাদি প্রদান করা হবে।



'জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী'র ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

(শেষের পাতার পর)

মাহফিল শেষে তবারক বিতরণ করে। এতে দেশী-বিদেশী সর্বস্তরের বিপুল মানুষ তবারক গ্রহণ করে। শাহাদাতবার্ষিকী পালন কমিটির আহ্বায়ক দেওয়ান মনিরের সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব আমানত হোসেন আমানের সঞ্চালনায় এ অনুষ্ঠানে সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া মোনাজাত করা হয়। উল্লেখ্য, জ্যাকসন হাইটসের কর্মসূচী সফল করতে দেওয়ান মনিরকে আহবায়ক, সারওয়ার খান বাবুকে প্রধান সমন্বয়কারী, আবুল কাশেমকে সমন্বয়কারী এবং আমানত হোসেন আমানকে সদস্য সচিব করে একটি কমিটি গঠন করা হয়।

এরপর এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী এ আয়োজনের মাধ্যমে শহীদ প্রেসিডেন্ট ও স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমানকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। প্রবাসে আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি এমনই হওয়া উচিত। তিনি বলেন, এ ধরনের চর্চা না থাকলে বাংলাদেশীদের মধ্যে সম্প্রীতি নষ্ট হবার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ থাকার কারণে আজ জ্যাকসন হাইটস প্রবাসী বাংলাদেশীদের দখলে। বাংলাদেশী কমিউনিটি নিউইয়র্কে আধিপত্য বিস্তার করছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীর সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী নমি বলেন, আমাদের মধ্যে ভিন্নমত থাকতে পারে। ভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শ থাকতে পারে। কিন্তু আমরা জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীর যে রাজনৈতিক দর্শন থাকুক না কেন, আমরা চাই সবার মধ্যে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি বজায় থাকুক। রাজনৈতিক কারণে আমাদের মধ্যে কোনো বিভাজন তৈরি না হতে পারে এজন্য বাংলাদেশের জাতীয় নেতাদের আমরা স্মরণ করি। এ কারণে সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকীতে দোয়া মাহফিল ও তবারক বিতরণের আয়োজন করেছি।

এদিকে আরাফাত রহমান কোকো স্মৃতি পরিষদের উদ্যোগে ৩০ মে মঙ্গলবার বিকালে জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় দোয়া মাহফিল ও তবারক বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সদস্য, সাবেক আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক এবং যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি ও মূলধারার রাজনীতিক গিয়াস আহমেদ।

সংগঠনের সভাপতি শাহাদাত হোসেন রাজুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, বিএনপি নেতা জামাল আহমেদ জনি, আনোয়ার হোসেন, আনোয়ারুল ইসলাম, সৈয়দা মাহমুদা শিরীন, এম এ বাতিন, মাওলানা অলিউল্লাহ আতিকুর রহমান, হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা, সাঈদুর রহমান, জাহাঙ্গীর সোহরাওয়ার্দী, দেওয়ান কাউসার, মিয়া আলিম পাখি, রিয়াজ রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে গিয়াস আহমেদ বলেন, দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনে প্রবাসীদের বিশেষ একটি মর্যাদা তৈরী হয়েছে। হোয়াইট হাউজ, কংগ্রেস, স্টেট গভর্ণর, সিটি কাউন্সিল থেকে মেয়র অফিসে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হয়েছেন অনেক প্রবাসী। এমনি অবস্থায় শেখ হাসিনা ও তার সরকারের দুঃস্কর্মের কারণে আজ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নানা স্যাংশনের ঘটনায় নতুন প্রজন্মের প্রবাসীরাও বিব্রত এবং আমরা প্রথম প্রজন্মের আমেরিকানরা লজ্জিত হচ্ছি প্রতিনিয়ত। এজন্য আমরা ধিক্কার জানাই এই সরকারের প্রতি। গিয়াস আহমেদ বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি এখন সময়ের প্রয়োজনেই এসেছে। তাই আমরাও দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চারণ করতে চাই, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া বাংলাদেশে নির্বাচন হতে দেব না। জনগণের ভোট জনগণ যাকে ইচ্ছা তাকে দেবে। আর সে নির্বাচনেই দেশপ্রেমিক-গণতন্ত্রের পূজারি এবং সত্যিকার অর্থে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষের সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

অপরদিকে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাহাদৎ বার্ষিকী উপলক্ষে গত ২৯ মে সোমবার বিকালে নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির দোয়া-মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য ও মূলধারার রাজনীতিক গিয়াস আহমেদ। জ্যাকসন হাইটসে অনুষ্ঠিত এই দোয়া-মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের আহবায়ক মাওলানা অলিউল্লাহ মোহাম্মদ আতিকুর রহমান এবং সঞ্চালনা করেন সদস্য সচিব সাঈদুর রহমান সাঈদ।

তবারক বিতরণের প্রাক্কালে জিয়াউর রহমানের স্মৃতিচারণ ও বর্তমানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোকে বক্তব্য দেন বিএনপি নেতা মার্শাল মুরাদ, পারভেজ সাজ্জাদ, হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা, আনিসুর রহমান, সোহরাব হোসেন, বদিউল আলম, আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, বদরুল হক আজাদ, মোহাম্মদ নাসিম, বীর মুক্তিযোদ্ধা মশিউর রহমান, কাজী আসাদউল্লাহ, শাহাদৎ হোসেন রাজু, কাউসার আহমেদ, আশরাফ হোসেন, আনোয়ার হোসেন, নীরা রাব্বানী প্রমুখ।

ক্ষতিগ্রস্তদের নাম-ছবি ব্যবহার করে

(প্রথম পাতার পর)

সেই টাকা আহত শ্রমিকদের না দিয়ে আয়োজক সংগঠনগুলো আত্মসাৎ করেছে। এই অভিযোগ করেছেন মানবাধিকার সংগঠন 'লাভ দেশ' এর সিইও বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক ইয়াসমিন চৌধুরী হ্যাপী। রোববার (৪ জুন) জাতীয় প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ জানান তিনি।

ইয়াসমিন চৌধুরী হ্যাপি বলেন, 'অভিযুক্ত তিনটি সংস্থা রানা পাজায় আহত শ্রমিকদের নাম ও ছবি ব্যবহার করে বিদেশ থেকে ফান্ড রেইজিং করেছে। কিন্তু আহত শ্রমিকদের কোনও আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেনি।' এমনকি এসব আয়োজনের আগে তারা আহত শ্রমিকদের অনুমতিও নেয়নি বলে জানান তিনি।

ইয়াসমিন চৌধুরী হ্যাপী জানান, ইতিমধ্যে আত্মসাৎকৃত অর্থ পুনরুদ্ধার করে প্রকৃত আহত শ্রমিকদের মাঝে ফিরিয়ে দিতে আওয়াজ ফাউন্ডেশন, ফ্যাশন রেভোলেশন-ইউকে এবং ফেয়ার ওয়ার ফাউন্ডেশন নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে সিলেট মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা করেছেন তিনি।

তিনি বলেন, 'এই সংগঠনগুলো একটা চক্রের মতো কাজ করছে। দেশে যাদের বিরুদ্ধে শক্ত প্রমাণ আছে, যাদের অফিস আছে, তাদের বিরুদ্ধে মামলা করেছি। আমি লন্ডনেও এদের সঙ্গে জড়িতদের নামে মামলা করবো। আমরা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে শ্রমিকদের সঙ্গে এই প্রতারণার সঠিক বিচার চাই।'

বাদীর আইনজীবী সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ জাকারিয়া বলেন, 'লন্ডনে কয়েকটি প্রোগ্রামে রানা প্লাজায় আহত মরিয়মের নিখোঁজ বোন শ্যামলীর ছবি ব্যবহার করে তিনটি সংস্থা প্রায় ২৮ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে।' তিনি জানান, সুইজারল্যান্ডের লাউডিস ফাউন্ডেশনের লেসলে জন্সটন এবং আমেরিকান সংস্থা রেড কার্পেট গ্রিন ড্রেসের কাছ থেকে এসব সহায়তা নেয় আওয়াজ ফাউন্ডেশন।

মামলা হওয়ার পর সাক্ষী ও রানা প্লাজায় ক্ষতিগ্রস্তদের নানা-ভাবে হুমকি ও ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে জানিয়ে রানা প্লাজা সারভাইভার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মাহমুদুল হাসান হৃদয় বলেন, 'আমাদের অনেক শ্রমিক অসুস্থ, চিকিৎসা পাচ্ছে না। অনেকে ভিক্ষা করে। এই অবস্থায় যখন জানলাম, আমাদের ছবি ব্যবহার করে বিভিন্ন এনজিও বিদেশে টাকা তুলছে, তখন আমরা সবাই মিলে বসে মামলা করলাম। এরপর আমাকে আওয়াজ ফাউন্ডেশনের লোকজন এসে হুমকি দেয়।' সাভার থানা এলাকায় তাকে বেধড়ক মারধর করে এবং তাকে হত্যাচেষ্টাসহ প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন রানা পাজা ধসে আহত শ্রমিক মাসুদা, মরিয়ম আক্তার, ইয়ানুর, বাদীর আই-নজীবী অ্যাডভোকেট মার্জিনা আমিন চৌধুরী প্রমুখ।

মঞ্চে হঠাৎ পড়ে গেলেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন

(প্রথম পাতার পর)

তাকে দ্রুত ধরে তোলেন।

একটি কালো রঙের স্যান্ড বাগের ওপর পা পিছলিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন এমনটাই বলা হচ্ছে। ৮০ বছর বয়সী প্রেসিডেন্ট বাইডেন এরপর অনুষ্ঠানের বাকি সময়টুকু সেখানে ভালোভাবেই কাটিয়ে বিদায় নেন। হোয়াইট হাউজের কমিউনিকেশন্স ডাইরেক্টর বেন ল্যাবোল্ট পরে টুইট করে জানিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট ভালো আছেন।

'আমেরিকা না গেলে কিচ্ছু যায় আসে

(প্রথম পাতার পর)

জানিয়েছেন বিভিন্ন পেশার বিশিষ্টজনরা। তারা বলেছেন, আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করলে হয়তো আমাদের কিছুই হবে না-এমন তথ্যপ্রমাণ হাতে নিয়েই প্রধানমন্ত্রী এ ধরনের বক্তব্য দিয়েছেন। দেশ ও মানুষের জন্য যেটা মঙ্গলজনক হবে নিশ্চয়ই সেটা ভাবছেন প্রধানমন্ত্রী। আবার কেউ বলেছেন, আমাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আসাটাই অপমানজনক।

প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যে ভবিষ্যতে দেশ ও মানুষের ওপর কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে-সে ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে সুশাসনের জন্য নাগরিক-সুজন সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার বলেন, কতগুলো বাস্তবতা আমাদের বিবেচনায় নিতে হবে। সেগুলো হচ্ছে- যুক্তরাষ্ট্র আমাদের তৈরি পোশাক খাতের সবচেয়ে বড় ক্রেতা। আমাদের দেশে আমেরিকান বিনিয়োগও সবচেয়ে বেশি। যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমাদের অভিবাসী আয়ও ঐতিহাসিকভাবে দ্বিতীয় অবস্থানে। সাম্প্রতিককালে প্রথম অবস্থানে গেছে। বাংলাদেশের অনেক মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়েও সমৃদ্ধিশালী দেশ হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার চেষ্টা করে। এরপরও প্রধানমন্ত্রী যে বক্তব্য রেখেছেন, তাতে আমি নিশ্চিত এর পেছনে তার কাছে তথ্য-উপাত্ত রয়েছে। যেগুলোর মাধ্যমে হয়তো যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ হলেও আমরা কোনো সমস্যায় পড়ব না। আশা করি তিনি তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে দেশের স্বার্থেই এই বক্তব্য দিচ্ছেন। আমার বিশ্বাস আমরা যে সিদ্ধান্ত নেব তা অত্যন্ত বিবেচনা শক্তি কাজে লাগিয়ে, তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে নেব। যা আমাদের জন্য কোনো বিপদ ডেকে আনবে না।

স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ তোফায়েল আহমেদ তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, আমেরিকা কাকে ভিসা দেবে না দেবে সেটা তাদের এখতিয়ার। ভিসা যারা পান তাদের যোগ্যতার মানদন্ড আছে। আমরা কিছু মানুষ হঠাৎ কেন অযোগ্য হয়ে পড়লাম। আমাদের সেটা অনুসন্ধান করা দরকার। গত ৫২ বছর আমাদের জন্য ভিসানীতি এক রকম ছিল। হঠাৎ করে কেন আমাদের ভিসানীতিতে কিছু নিষেধাজ্ঞা এলো। তার মানেই হলো ভিসা পাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা কেউ কেউ অযোগ্য হয়ে পড়েছি। আমরা আমেরিকায় যাই না যাই আমাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আসাটাই অপমানজনক, চিন্তার বিষয়। দেশ হিসাবে, জাতি হিসাবে আমরা এই জাতীয় বদনাম কেন অর্জন করলাম সেটা আমাদের দেখতে হবে। তিনি বলেন, কী কারণে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, এই নিষেধাজ্ঞা উঠানোর জন্য কী করা দরকার সেটা পূরণ করা উচিত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হুসেন বলেন, প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য আমেরিকার সঙ্গে মুখোমুখি অবস্থানে যাওয়ার মতো কিছু নয়। সরকার প্রধান হিসাবে তিনি তার বক্তব্য তুলে ধরেছেন এবং একটা জাতির সেন্টিমেন্ট প্রকাশ করেছেন। এ ব্যাপারে ওনার মূল্যায়ন উনি (প্রধানমন্ত্রী) করেছেন। আমি মনে করি এটা দেশের সাধারণ মানুষের মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ। শুধু এই বক্তব্যের কারণে মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড়ানোর কোনো সুযোগ নেই। কারণ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত শক্তিশালী। এখানে অনেক ইস্যু আছে। গত ১৫ বছরে অনেক ইস্যু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক গড়ে এসেছে। এর সবকিছুই যে মতঐক্যের বিষয় ছিল তা নয়। সেদিক থেকে আমি মনে করি এ বিষয়টিকে আরও বড় পরিসরে দেখার সুযোগ আছে। এটার ভেতরে নিঃসন্দেহে একটি রাজনৈতিক দিকও আছে। সব মিলিয়ে বাংলাদেশের যে ধরনের ভাবমূর্তি থাকা দরকার, যে ধরনের অবস্থান থাকা দরকার, আত্মমর্যাদার যে জায়গাটুকু থাকা দরকার সে বিষয়গুলো মাথায় রেখেই তিনি কথাগুলো বলেছেন। কিছু কিছু বিষয়ে আমাদের যেমন সীমাবদ্ধতা আছে, যুক্তরাষ্ট্রেরও সীমাবদ্ধতা আছে। আমাদের সীমাবদ্ধতার বিষয়ে কি আমরা যুক্তরাষ্ট্রের কাছে জবাবদিহি করব। কোন দেশ কতটুকু গণতান্ত্রিক, কী ধরনের শাসন ব্যবস্থার মধ্যে আছে সেই ব্যবস্থা নির্ধারণ করার দায়িত্ব তো অন্য রাষ্ট্রের নয়। আর সেটা চিন্তা করেও কেউ ভিসানীতি তৈরি করে না।

Jalalabad Association of America, Inc.

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা, ইন্‌ক

সাধারণ সভা

Queens Palace, 37-11 57th St, Woodside, NY 11377

তারিখঃ ১১ জুন, ২০২৩, রবিবার, বিকাল ৬ ঘটিকায়

সম্মানিত জালালাবাদবাসী,

আগামী ১১ জুন, ২০২৩ রবিবার, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইন্‌ক-এর সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সাধারণ সভায় সর্বস্তরের জালালাবাদবাসীদের উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করছি।

ধন্যবাদান্তে

বদরুল খান
সভাপতি
৬৪৬-৮২৪-৪৮১৪

মইনুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক
৯১৭-৫৩৫-৪১৩১

Md Lukman Hossain (Luku): Vice-president (Sylhet)
Mohammod Shaheen Kamali: Vice-president (Sunamganj)
Md Shafi Uddin Talukdar: Vice-president (Habiganj)
Basir Khan: Vice-president (Moulvibazar)

Rukon Hakim: Asst. General Secretary, **Muhammed Alim:** Treasurer
Ifjal Chowdhury: Organizing & Membership Secretary, **Foysal Alam:** Publicity & Office Secretary
Hussain Ahmed: Literature & Cultural Secretary
Manna Muntasir: Sports & Youth Secretary, **Burhan Uddin:** Law & Int'l Affairs Secretary
Jahid Ahmed Khan: Social Welfare Secretary, **Sutipa Choudhury Shompa:** Women Affairs Secretary
Halim Uddin: Executive Member (Sylhet), **Shamim Ahmed:** Executive Member (Sunamganj)
Md Dhaluar Hossain Manik: Executive Member (Habiganj)
Mizanur Rahman: Executive Member (Maulvibazar)

বোর্ড অব ট্রাস্টি: কওছার জামান কায়েছ, মাহফুজ নূর, ব্যারিস্টার সঞ্জিল চৌধুরী, বদরুল মাহার খান সিপা

প্রচারে: ফয়ছল আলম, প্রচার সম্পাদক







বাংলাদেশী যুবক গুলিবিদ্ধ

(প্রথম পাতার পর)

আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ভিডিওতে আরও দেখা যায়, ভেতরে থাকা একটি শিশুকে দ্রুত নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান একজন নারী। হামলাকারী কাউন্টারের পেছনে দৌড়ে সেখানকার এক কর্মচারীকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। আহতকে উদ্ধার করে অ্যাম্বুলেন্সে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

একজন কর্মচারী বলেন, 'গুলি চালানোর সময় আমি রেস্তোরাঁর পেছনে কাজ করছিলাম। হঠাৎ গুলির শব্দ শুনতে পাই। প্রথমে বুঝতে পারিনি গুলি নাকি অন্যকিছু।' এদিকে সন্দেহভাজন হামলাকারী এখনও আটক হয়নি। তাকে ধরতে অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ।

এ ব্যাপারে রেস্টুরেন্টের অন্যতম পরিচালক পারভেজ মজুমদার বলেন, হটাৎ গুলির আওয়াজ শুনে তিনি এগিয়ে গিয়ে মাস্ক পরা অস্ত্রধারীকে দেখতে পান। সে সাব্বিরকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়। তবে কেন এই হামলা তা তার জানা নেই, বলেন পারভেজ।

এদিকে, এলাকাবাসীর সাথে আলাপ করে জানা গেছে, দু'দিন আগে পাশ্ববর্তী নোভেল গ্রোসারীর মালিকের ছেলে নোভেল এর সাথে সাব্বিরের কথা কাটাকাটি হয়। সাব্বিরের এক রুমমেট টিপুর সাথে তার পূর্ব বিরোধের কারণেই সাব্বিরকে টার্গেট করা হতে পারে বলে তাদের ধারণা।

এব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে বৈশাখী রেস্টুরেন্টের স্বত্বাধিকারী আবু সুলতান তাহের আতিক বলেন, ঘটনার সময় সে মুখোশ পরেছিল। যার কারণে তার মুখ দেখা যায়নি। গুলি করে পাশ্ববর্তী গেইট দিয়ে পালিয়ে যায় সে। পুলিশ সবকিছু নিয়ে গেছে। তারাই তদন্ত করে অপরাধীকে চিহ্নিত করবে- যোগ করেন তিনি। ঘটনাটি এস্টোরিয়ার ৩৬ এভিনিউ সহ বাংলাদেশী কমিউনিটিতে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

মার্কিন ভিসা নীতি নিয়ে অহেতুক আত্মতুষ্টি

(৫ পাতার পর)

নতুন ভিসা নীতি ঘোষণার আগে কূটনৈতিক অঙ্গনে বড় খবর ছিল, বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, সৌদি আরব, অস্ট্রেলিয়া ও জাপানের রাষ্ট্রদূত বা হাইকমিশনারের অতিরিক্ত নিরাপত্তা প্রত্যাহারের ঘোষণা। মূলত যেসব রাষ্ট্রদূত বা হাইকমিশনার বাইরে চলাচলের সময় অতিরিক্ত পুলিশি নিরাপত্তা বা এস্কর্ট সুবিধা পেতেন, সেই সুবিধা প্রত্যাহার। তবে রাষ্ট্রদূতদের নিরাপত্তায় নিয়োজিত গানম্যান দায়িত্ব পালন করে যাবেন। একই সঙ্গে ঢাকার সব কূটনীতিক, মন্ত্রী, সচিব ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা প্রটোকলে পুলিশের পরিবর্তে আনসার নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়। কারও অতিরিক্ত নিরাপত্তা লাগলে পুলিশের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনও এ প্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যমকে জানান, 'বিশেষ পরিস্থিতিতে কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রদূতকে বাড়তি নিরাপত্তা-সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন বাংলাদেশের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যথেষ্ট ভালো। জঙ্গি দমনে সারাবিশ্বে রোল মডেল বাংলাদেশ। তাই কূটনীতিকদের বাড়তি নিরাপত্তা-সুবিধা দিলে বিদেশিদের কাছে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও নিরাপত্তা নিয়ে ভুল বার্তা যায়।' (সমকাল, ১৮ মে ২০২৩)।

প্রভাবশালী এসব দেশের কূটনীতিককে বাড়তি নিরাপত্তা তুলে নেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের পর কিছু ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বলেছিলেন, এতে দেশগুলোর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক নিয়ে নেতিবাচক প্রভাব দেখা দিতে পারে। যদিও উল্লিখিত দেশগুলোর পক্ষ থেকে প্রতিক্রিয়া দৃশ্যমান ছিল না। ১৫ মে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে উপ-প্রধান মুখপাত্র কূটনীতিকদের নিরাপত্তায় ভিয়েনা কনভেনশন অনুসরণের জন্য বাংলাদেশ সরকারকে আহ্বান জানান মাত্র। এদিকে ভিয়েনা কনভেনশন অনুযায়ী বিদেশি মিশন ও কূটনীতিকদের মৌলিক নিরাপত্তায় বাংলাদেশ কোনো আপস করবে না বলে পররাষ্ট্র সচিব নিশ্চিত করেন।

'ভিয়েনা কনভেনশন অন ডিপ্লোমেটিক রিলেশন ১৯৬১' অনুযায়ী জাতিসংঘের সদস্য যে কোনো দেশে অন্য কোনো দেশের কূটনৈতিক মিশন বা প্রতিনিধি অবস্থান করতে পারে এবং স্বাগতিক দেশ অন্য দেশের কূটনীতিকদের নিরাপত্তা, দপ্তর, বাসস্থানসহ নানা বিষয় নিশ্চিত করে থাকে। বাস্তবে বাংলাদেশে নিযুক্ত বিদেশি রাষ্ট্রদূতরা যে ধরনের সুবিধা পেয়ে থাকেন, বিদেশে নিযুক্ত বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূতরা সে সুবিধা পান না। পৃথিবীর কোনো দেশেই বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে বাড়তি নিরাপত্তা ও চলাচলের ক্ষেত্রে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো সুবিধা দেওয়া হয় না।

এর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবনে সাম্প্রতিক জাপান, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য সফর নিয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, বাংলাদেশের ওপর যারা নিষেধাজ্ঞা দেবে, সেসব দেশের কাছ থেকে কেনাকাটা না করার জন্য সরকারি ক্রয়বিধিতে নতুন ধারা যুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।' (সমকাল, ১৬ মে ২০২৩)।

কূটনৈতিক অঙ্গনে পরপর তিনটি ঘটনায় পরিষ্কার–যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসা নীতি বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। কোনো একক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধেও নয়। বাংলাদেশে বিএনপিসহ বিরোধীদলীয় রাজনৈতিক দলগুলো যে নিষেধাজ্ঞার ভয় দেখিয়ে আসছিল, সেটা এর মধ্য দিয়ে অনেকটাই অসার প্রমাণ হয়েছে। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের নেতারা তো প্রকাশ্যেই আমেরিকার ভয় দেখিয়ে আসছিলেন। কিন্তু তাঁরা যেটা খেয়াল করেননি, সেটা হচ্ছে, এই ভিসা নীতি বাংলাদেশ সরকার বা নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে নয়। যাঁরাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বাধাগ্রস্ত করবেন, তাঁদের জন্যই এটা প্রযোজ্য হবে। এখানে ক্ষমতাসীন দলের পাশাপাশি স্পষ্টভাবে বিরোধী রাজনীতিকদেরও কথা বলা হয়েছে। তার মানে, বিএনপি ও তার মিত্ররা আগের মতো জ্বালাও-পোড়াও আন্দোলন করতে পারবে না। নির্বাচন বয়কটের নামে নির্বাচন প্রতিরোধ করার সুযোগও আর নেই। সেদিক থেকে বিরোধী দলও যে খানিকটা চাপে পড়ে গেল, সেটা কি তারা ভেবে দেখেছে? নতুন ভিসা নীতি নিয়ে তাদের আত্মতুষ্টি অহেতুক।

বড় কথা, সরকারের পক্ষে যেভাবে নতুন ভিসা নীতিকে স্বাগত জানানো হয়েছে, তাতে কূটনৈতিক পরিপক্বতাই প্রকাশ পেয়েছে। ২৫ মে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে জানানো হয়–অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের লক্ষ্যে নতুন মার্কিন ভিসা নীতির বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিক্রিয়ায় তারা 'খুশি'। (সমকাল, ২৭ মে ২০২৩)।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর ১৫ মে'র সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, 'সংকট আর ভয়ের কী আছে? বাংলাদেশ কারও ওপর নির্ভরশীল নয়।' বস্তুত অর্থনীতি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আমাদের দেশ এখন আর আগের মতো একক কারও প্রতি নির্ভরশীল নয়–এই বাস্তবতা বিশ্ববাসীও বোঝে।

লেখক: প্রাক্তন উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

নিরাপত্তা প্রত্যাহারের বিষয়ে জানতে চাইলেন পিটার হাস

(প্রথম পাতার পর)

ঢাকায় নিযুক্ত আমেরিকা রাষ্ট্রদূত পিটার হাস। গত ৩১ মে বুধবার দুপুরের পরে সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পিটার হাস এ প্রশ্ন করেন। বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসানীতি নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

বৈঠক শেষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের কাছে আলোচনার বিষয়বস্তু তুলে ধরেন। মন্ত্রী বলেন, আমেরিকান রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশ নিয়ে নতুন যে ভিসানীতি করেছে, তা নিয়ে আমাদের প্রতিক্রিয়া জানতে এসেছিলেন। শুরুতেই তিনি বলেছিলেন যে, নির্বাচন যাতে সুন্দর হয়, তা নিশ্চিত করতেই এ নীতি করা হয়েছে। মন্ত্রী বলেন, আমি তাদের স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছি, ভিসা যার যার দেশের একটি নিজস্ব ব্যাপার।

সেই দেশে কাকে ঢুকতে দেবেন, কাকে দেবেন না-সেটি সেই দেশই জানে। সেখানে আমাদের কিছু বলার নেই। ভিসা সম্পর্কে তারা যে ঘোষণা দিয়েছেন, এটি তাদের নিজস্ব ব্যাপার। সেখানে কিছু বলার নেই। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, তারা দেশে একটি সুন্দর নির্বাচন চান। আমরাও বিশ্বাস করি ষড়যন্ত্র নয়, কোনো শক্তির অভ্যুত্থান নয় কিংবা বন্দুকের নল নয়। মানুষের ম্যান্ডেটে একটি নির্বাচন হোক। আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে, জনগণের ম্যান্ডেট। আপনারাও (যুক্তরাষ্ট্র) সেটির জন্য উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। সেজন্য যে ভিসানীতি দিয়েছেন, আমরা স্বাগত জানাই। আমরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছি, আওয়ামী লীগ কখনো ষড়যন্ত্রে বিশ্বাস করে না। আমরা জনগণের ম্যান্ডেটে বিশ্বাস করি। যে কারণে যুক্তরাষ্ট্র যে ভিসানীতি দিয়েছে, সেটিকে আমরা স্বাগত জানিয়েছি। পাশাপাশি আমরা যে একটি স্বচ্ছ ও সুন্দর নির্বাচন চাই, তাতে যে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন দিয়েছে, সেজন্য তাদের ধন্যবাদ জানাই।

মন্ত্রী জানান, যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত জানতে চেয়েছিলেন, হঠাৎ করে কেন সড়ক নিরাপত্তা (রোড প্রটেকশন) উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে তিনি (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) বলেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এ ব্যবস্থাটি পরিবর্তন করা হচ্ছে। পিটার হাসকে সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করেছি। আমরা কূটনৈতিকপাড়ায় কোনো ধরনের নিরাপত্তা ত্রুটি হতে দেব না। কূটনৈতিকপাড়া ও তাদের চলাচল যাতে নিরাপদ থাকে সেই ব্যবস্থা আমরা করব। সেজন্য আমরা কাজ করছি। আমেরিকান রাষ্ট্রদূত কোন কোন বিষয়ে উদ্বেগ জানিয়েছেন-জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, তাকে সড়ক নিরাপত্তা দেওয়া হতো, সেটি সম্পর্কে তিনি কথা বলেছেন।

কেন সেটি প্রত্যাহার করা হলো। তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে একটি চিঠি পেয়েছেন। আমরা সিদ্ধান্ত এরকমই নিয়েছি যে, যেসব দূতাবাস মনে করে, সড়কেও তাদের নিরাপত্তার দরকার আছে, তাদের আমরা সড়ক নিরাপত্তা দেব। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে চিঠি দিয়ে আমরা সব দূতাবাসকে জানিয়ে দিয়েছি। তাদের নিরাপত্তা ও নির্বিঘ্নে চলাচলের বিষয়ে আমরা সব সময় সতর্ক আছি। আমাদের অঙ্গীকার হলো-সব রাষ্ট্রদূত যাতে নিশ্চিন্তে নিরাপদে থাকেন, তার ব্যবস্থা করা।

আনসার রেজিমেন্টের মাধ্যমে তাদের নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যবস্থার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সেটি তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা কিছু সময় চেয়েছেন। কিন্তু আমরা যাদের মাধ্যমে এ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করব, তারা সুপ্রশিক্ষিত। কাজেই তাদের নিরাপত্তায় রাষ্ট্রদূতরা নির্বিঘ্নে থাকতে পারবেন। রাষ্ট্রদূতরা এখন পর্যন্ত আবেদন করেছেন কিনা-এমন প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, তারা মৌখিকভাবে আবেদন করেছেন। আমরাও তাদের জানিয়ে দিয়েছি, আমরা আবারও কথা বলব, বসব। যদি আমরা মনে করি, কোনো জায়গায় আপনাদের নিরাপত্তার অভাব আছে, সেটা আমরা ব্যবস্থা করব। আরও নিষেধাজ্ঞা আসছে বলে শোনা যাচ্ছে, এ নিয়ে পিটার হাসের সঙ্গে কোনো কথা হয়েছে কিনা-এ বিষয়ে আসাদুজ্জামান খান বলেন, এটি যুক্তরাষ্ট্রের বিষয়। তাদের সিদ্ধান্ত তো আমাদের জানা নেই। আমরা মনে করি, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এ দেশের মানুষ খুবই খুশি। তারা ভালোভাবে আছে। তারা দেশকে নিয়ে গর্ব করতে পারে।

অপরাধীদের আদালতে হাজিরায় ব্যর্থ কারেকশন ডিপার্টমেন্ট

(প্রথম পাতার পর)

কারাবাসীকে আদালতে হাজির করার কথা ছিলো তার ১৫ শতাংশই কার্যকর করা হয় নি। বিষয়টি তদন্ত করছে নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল। কারেকশন বিভাগের জেনারেল কাউন্সেল পল সেচম্যানকে এজন্য আদালতে জবাবদিহি করতে হয়েছে। তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে বলেছেন, এরই মধ্যে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এবং মে মাস নাগাদ উলেখযোগ্য অগ্রগতি নিশ্চিত করা হয়েছে। মে মাসে আদালতে অপরাধীদের গরহাজিরের সংখ্যা ৪ শতাংশে নেমে এসেছে বলেও জানান তিনি। সেচম্যান বলেন, মে মাসে ৬,২৮৩ জন হাজতবাসীকে আদালতে হাজির করার কথা ছিলো। যাদের মধ্যে ১৪৬ জন বাদ পড়ে। তবে এদের মধ্যে স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণে ৩৫ জনকে, ধর্মীয় কর্মসূচি পালনের অজুহাতে ২০ জনকে এবং অন্যান্য কারণ দেখিয়ে ২৭ জনকে হাজির করা হয়নি। সিটি কাউন্সিলের ক্রিমানাল জাস্টিস কমিটির চেয়ারম্যান কারলিনা রিভেরা অবশ্য একটি মাসের ভালো পরিসংখ্যান দিয়ে পুরো সমস্যাটির গভীরতা বিচার করার পক্ষপাতি নন। তিনি বলেছেন, এর মূল কারণ খুঁজে বের করতেই তদন্ত চলছে। 'আমরা বিষয়টির গভীর পর্যন্ত যেতে চাই। কারেকশন ডিপার্টমেন্ট ৯৬% হাজিরার যে পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে, তা হয়তো এক কিংবা দুই মাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দুই একটি মাসের হিসাব দিয়ে পুরোটা বিচার করা যাবে না। আমাদের এই হাজিরার সংখ্যা শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে।' গরহাজিরের পেছনে হাজতিদের স্রেফ আদালতে হাজিরায় অনীহা এবং কারেকশন বিভাগের গাছাড়া ভাবই কারণ, এমন তথ্যপ্রমাণও রয়েছে। নিউ ইয়র্ক কাউন্ট ডিফেন্ডার সার্ভিসেস-এর একটি জরিপ থেকে কারলিনা রিভেরা বলেন, ৫৮ শতাংশ আইনজীবি তাদের মক্কেলরা আদালতে হাজির হতে চায় না এমন অভিযোগ মানতে নারাজ। এ অবস্থায় তদন্ত করে দেখা হচ্ছে, আইনজীবি ও বিচারকদের কাছে কতটা তথ্য প্রমাণ রয়েছে। আর কারা দায়ী? হাজতিরা সহযোগিতা করছেন না, নাকি ডিপার্টমেন্টেরই অবহেলা রয়েছে সেটাই এখন দেখার বিষয়। তদন্তের অংশ হিসেবে ডিওস্থির কাছে হাজতিদের আদালতে হাজির না হতে চাওয়ার ভিডিও কিংবা অডিও রেকর্ড চাওয়া হয়েছে। আর পাওয়া গেলে সেই রেকর্ডগুলো তুলে দেওয়া হবে ড্যাটাবেজে যাতে অ্যাটর্নি ও বিচারকদের অ্যাকসেস থাকবে।

Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
MIRZA M ZAMAN
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

COMPUTER IT TRAINING
& JOB PLACEMENT
MyTechUSA
"YOUR DREAM BECOME TRUE"
Why "MyTechUSA"
- We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
- After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
- Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
- We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!

DATABASE → ADMINISTRATION
→ ENGINEERING
Microsoft
SQL Server
ORACLE
Azure
mongoDB.
NoSQL
Please Contact:
Zia Uddin Ahamed
CEO & President
Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600
E-mail: ziaahamed@ymail.com

Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master
& Product Owner
(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing (QA) Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us

VIVID MORTGAGES® INC.

Crystal Clear Loans®

আপনার স্বপ্নের বাড়ি



ট্যাক্স রিটার্ন ছাড়াই
১ বছর ট্যাক্স রিটার্ন
তুলনামূলক সুদের হার
সর্বনিম্ন ৩.৫% ডাউন পেমেন্ট

আমরা ইসলামিক লোন করি

বিনামূল্যে পরামর্শ ও প্রি-এপ্রুভালের জন্য যোগাযোগ করুন
হোপ সেকিজি **NMLS# 244341**

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com
www.vividmortgages.com

VIVIDMORTGAGES

YOUR DREAM HOUSE



No Tax Returns
1 Year Tax Return
Copmpetitive Interest Rates
Down Payment
as low 3.5%

For Free consultation & Pre-Approval

Hope Sekezi : NMLS # 244341

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com www.vividmortgages.com

211-35 Jamaica Ave. Queens Village, NY 11428

REGISTERED MORTGAGE BROKER NYS DEPARTMENT OF FINANCES SERVICES NMLS # 1279925
ALL LOANS APPROVED THROUGH 3RD PARTY PROVIDERS

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY

vividmortgages is registered Traders of vivid mortgage Inc All rights reserved

এরদোগানের নতুন মন্ত্রিসভায় সুযোগ পেলেন যারা



ঢাকা ডেস্ক, ৪ জুন : তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান তার নতুন মন্ত্রিসভা ঘোষণা করেছেন। তার মন্ত্রিসভায় অর্থমন্ত্রী হিসেবে সুযোগ পেয়েছেন সাবেক অর্থনীতি বিভাগের প্রধান এবং আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত সাবেক ব্যাংকার মেহমেত সিমসেক।

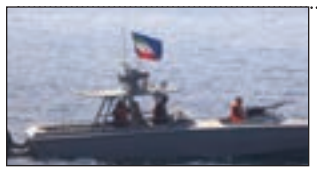
শনিবার সন্ধ্যায় তৃতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন এরদোগান। এর পরই তিনি নতুন মন্ত্রিসভা ঘোষণা করেন। এতে স্বাস্থ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রীর পদে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। খবর আলজাজিরার।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৮ সদস্যের মন্ত্রিসভায় তুরস্কের ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছেন সেভডেত ইলমাজ। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান হাকান ফিদান। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন আলী ইয়ারলিকায়া। অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন মেহমেত সিমসেক।

প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন ইয়াসার গুলার, তিনি তুরস্কের চিফ অব জেনারেল স্টাফ। শিক্ষামন্ত্রী দায়িত্ব পেয়েছেন ইউসুফ তেকিন। আইনমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন ইলমাজ তুনশি। পরিবার ও সমাজসেবামন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন মাহিনুর ওজদেমি। যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন ওসমান আসকিন। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন ফাহরেত্তিন কোচা, তিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। এ ছাড়া সংস্কৃতি ও পর্যটনমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন মেহমেত নুরি ইরসয়। শিল্প ও প্রযুক্তিমন্ত্রী হয়েছে মেহমেত ফাতিহ কাসির, কৃষি ও বনমন্ত্রী হয়েছে ইব্রাহিম ইয়ামাকলি, বাণিজ্যমন্ত্রী হয়েছেন ওমন বোলাত, পরিবহণ ও অবকাঠামো মন্ত্রী হয়েছেন আব্দুল কাদির উরাগলু।

অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পাওয়া সিমসেক যখন ২০০৯ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে তুরস্কের অর্থমন্ত্রী ও উপ-প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের কাছে বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। এখন তার মূল ভূমিকা হতে পারে, বছরের পর বছর ধরে চলা নীতি থেকে বের হয়ে এসে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি সত্ত্বেও সুদের হার কমিয়ে আনা ও বাজারের নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের হাতে নিয়ে আসা।

গত ১৪ মে অনুষ্ঠিত প্রথম দফার ভোটে তুরস্কের বর্তমান প্রেসিডেন্ট এরদোগান এগিয়ে থাকলেও নির্বাচিত হতে ব্যর্থ হন। দেশটির নির্বাচনের নিয়মানুযায়ী, প্রেসিডেন্ট হতে হলে ৫০ শতাংশ সমর্থন পেতে হয়। প্রথম দফার নির্বাচনে এরদোগান পেয়েছিলেন ৪৯ দশমিক ৫২ শতাংশ ভোট। অন্যদিকে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কামাল পান ৪৪ দশমিক ৮৮ শতাংশ। ফলে স্থানীয় নিয়মানুযায়ী দ্বিতীয় দফায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হয়। ২৮ মে দ্বিতীয় ধাপের নির্বাচনে ৫২ দশমিক ১২ শতাংশ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন এরদোগান। অন্যদিকে কামাল পান ৪৭ দশমিক ৮৮ শতাংশ ভোট। ফলে তৃতীয় দফায় তুরস্কের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন এরদোগান।



নতুন বাহিনী গঠন করছে সৌদি-ইরানসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো

ঢাকা ডেস্ক, ৪ জুন : ইরান, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ওমান মিলে একটি যৌথ নৌবাহিনী গঠন করবে বলে খবর বেরিয়েছে। আর এক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা দেবে চীন। এই বাহিনী গঠনের লক্ষ্য হবে পারস্য উপসাগরের নিরাপত্তা জোরদার করা।

ইরানের আধা সরকারি বার্তা ফার্স নিউজ এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। তাছাড়া ইসরাইলি সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইসরাইলও এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিষয়টি নিয়ে এরই মধ্যে তেহরান, রিয়াদ ও আবু ধাবির সঙ্গে আলোচনা শুরু করে দিয়েছে বেইজিং।

এর আগে গত মার্চ মাসে চীনের মধ্যস্থতায় দীর্ঘ সাত বছরের বৈরিতার অবসান ঘটিয়ে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে ইরান ও সৌদি আরব। ইতোমধ্যে উভয় দেশ নিজ নিজ দূতাবাস চালুরও ঘোষণা দিয়েছে।

বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এই ধরনের স্পর্শকাতর বিষয়ে পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলো বেইজিংয়ের মধ্যস্থতা মেনে নিতে যে সম্মতি দিয়েছে, তার ফলে প্রমাণ হচ্ছে যে, এই অঞ্চলে আমেরিকার ক্ষয়িষ্ণু প্রভাবের বিপরীতে দিন দিন বাড়ছে চীনা প্রভাব।

ইরানি গণমাধ্যমে বলা হয়েছে, ১৯৭৯ সালে দেশটিতে ইসলামি বিপ্লব সফল হওয়ার পর থেকে পারস্য উপসাগর থেকে বিদেশি সেনা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে আসছে তেহরান।

মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম প্রভাবশালী এ দেশটি বলছে, আঞ্চলিক যে কোনো সমস্যার সমাধান আঞ্চলিক দেশগুলোকেই করতে হবে। কোনো বহিঃশক্তি এখানকার সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। তবে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো ইরানের এই দাবি এতদিনে উপলব্ধি করতে পারছে বলে মনে করা হচ্ছে।

sunman express
global money transfer
Licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services.
Fast, Secure & Reliable Remittance
আরো একধাপ এগিয়ে
UCB
SUNMAN GLOBAL EXPRESS CORP. partnership with UNITED COMMERCIAL BANK PLC
TOTAL BRANCHES 223
ATM 353
SUB BRANCHES 140
UCB UNITED COMMERCIAL BANK LIMITED
UPAY WALLET HOLDER 7 MILLION
AGENT BANKING OUTLETS 249
1 LAC ATM CRM 661
3% Incentive UCBL Cash
Pickup transaction (2.5%+.50Extra)
NO FEES
Cash Pickup
Bank Deposit
Mobile Wallet
bKash
উপায়
Remittance Partner
Agrani Bank Limited
Uttara Bank Limited
SBAC Bank Limited
JAMUNABANK
DHAKABANK LIMITED EXCELLENCE IN BANKING
aibl Al-Arafah Islami Bank Limited shariah based always
Southeast Bank Limited
SIBL Social Islami Bank Limited
UNITED COMMERCIAL BANK LIMITED | UCB
Sunman Global Express Corp.
Licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services.
HEAD OFFICE
3714 73rd Street (Suite-201),
Jackson Heights, NY-11372
Phone: 718-505-2224
JACKSON HEIGHTS BRANCH
37-17 74th Street (1st FL)
Jackson Heights, NY-11372
Phone: 718-565-5052
JAMAICA BRANCH
167-05 Hillside Ave.
Jamaica, NY-11432
Phone: 718-297-3443
ASTORIA BRANCH
29-24 36 Avenue
L.I.C, NY- 11106
Phone: 718-729-0600
www.sunmanexpress.com

নিউইয়র্ক স্টেট এর জন্য ভালোবাসা

LOVE YOU NY STATE

নিউইয়র্ক স্টেট সিনেট নতুন করে শিখিয়েছে, সভ্যতা কাকে বলে। আজ আমরা সবাই নিউইয়র্ক স্টেট ক্যাপিটলে এসে নিশ্চিত হয়েছি, এখানে কোনো বৈষম্য নেই। ভেদাভেদ নেই। এখানে ধর্মের সুমহান আদর্শের প্রতি যথাযথ মর্যাদা আছে। সবার ভালোবাসা ও আন্তরিকতা বাংলাদেশি সমাজের মূল্যবোধের পথে দারুণ শক্তি যুগিয়েছে।

New York State Senate taught us all about what civilization means. Today we are assured the days no discriminations. All the religious grate values are practiced here. The love and whole heartedness have given ample energy and power to the Bangladeshi community.

আবু জাফর মাহমুদ,
প্রেসিডেন্ট এণ্ড সিইও, ইউনাইটেড ফর প্রোগ্রেস, জয় বাংলাদেশ ইনক
প্রেসিডেন্ট এণ্ড সিইও, বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেথা হোম কেয়ার ইনক্

Abu Zafar Mahmood
President & CEO, United for Progress, Joy Bangladesh Inc.
President & CEO, Bangla CDPAP Services and Alegra Home Care Inc.



২৩ মে ২০২৩ বাংলাদেশি আমেরিকান অ্যাডভোকেসি গ্রুপের নবম অ্যাডভোকোসি ডে উদযাপন উপলক্ষে নিউইয়র্ক স্টেট ক্যাপিটলে

The 9th Advocacy Day 2023 of Bangladeshi American Advocacy Group at the New York State Capitol on May 23 2023.



বাংলাদেশি কমিউনিটি তথা গোটা মানব সমাজের জন্য সেবার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটের পক্ষ থেকে সিনেটর রবার্ট জ্যাকসন বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করেন।

Veteran Freedom Fighter of Bangladesh Liberation War 1971 Abu Zafar Mahmood is being received the special honor for Serving Bangladeshi community as well as the entire humanity from the Senator Robert Jackson, New York State Senate.

ভালোবাসা ও যত্নের আরো স্বীকৃতি

More Accolades for love and care





নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর রবার্ট জ্যাকসনের সঙ্গে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ।

Veteran Freedom Fighter of Bangladesh Liberation War 1971 Abu Zafar Mahmood with the New York State Senator Robert Jackson.

UNITED FOR PROGRESS
POLITICAL RIGHTS FOR ETHNIC COMMUNITIES

UNITED FOR PROGRESS

Political Rights for Ethnic Communities

সাহিত্য সাময়িকী

স্পোক্সম্যান
রেজাউদ্দিন স্টালিন

যে সব দরোজা নিজেদের খুলে রাখার অধিকার চায় তাদের উল্টো করে ঝুলিয়ে দাও
তাদের সন্তান জানালা আর ভেন্টিলেটর ভাইবোনদের
সীমাহীন রাতজুড়ে জ্বালিয়ে দাও
তাদের স্ত্রী চৌকাঠদের এক কোপে বিচ্ছিন্ন করো
আর তাদের গৃহপালিতগুলো দাও গিলোটিনে
কিন্তু কারো গোলামী আর দাসত্বকে স্পর্শ করো না

সমাজপতি আর পোষা কবিরা তাদের
মহিমাকীর্তন করবে
মুহুর্মুহু বিবৃতি দেবে বুদ্ধিজীবীরা
রাষ্ট্র তাদের বিভূষিত করবে তকমায়

দরোজাকে দোষী বলবে আদালত

একজন গলাকাটা দরোজা উন্মুক্ত হতে পারে না

মুন্ডহীন পোষা বিড়াল মিউ মিউ ডাকতে অপারগ

বুদ্ধিজীবী আর স্পোক্সম্যানরা পাবে
আমৃত্যু ভাতা বাগানবাড়ি এমনকি
স্বর্গের সার্টিফিকেট

অধিকার চেয়ে আন্দোলন করেছিলো
যে বাড়িঘর - দরোজা- জানালা
তাদের কোনো স্পোক্সম্যান নেই

তারা চিরদিন হাঁটতে থাকবে
প্রোমিজ ল্যান্ড ইতিহাসের দিকে

মনের ক্যারাভ্যান
মৌসুমি পুলেন

কথাগুলো নিদদ্রার ভাঁজে শুয়ে রাতের পাতা ভেজায়,
তাই উড়ো চিঠির ভাষাগুলো এতো দুর্বোধ্য
একটি ঘুড়ি ছুটছে রাজস্থানের আকাশ অব্দি
আমার আর দ্যাখা হয়নি সেই রংবেরং এর লেজের উৎসব
পাতাবাহার গাছে জোনাকির আলোর আড্ডা
পতঙ্গদের বিবাগী শীতের রাতের জ্বালানো আগুনে;
শহরে হুইসেল রেখে
ট্রেন চলে গেছে স্টেশন ছেড়ে আমিও সেই শহরের অধিবাসী
অনুভূতি পোড়া ছাই এ্যাসট্রেতে রেখে সাগরের ঢেউ গুনি
ওরা যেন তুমুল কান্না নিয়ে ফিরে ফিরে আসে তীরে, পৃথিবী মায়ার
ক্যারাভ্যান কতো বণিক হাঁটে সিল্কি পথে কতো রমণী আজীবন
অরোরা লুকোয় মনের গহীনে

কথাগুলো থমকে দাঁড়ায় কোনো অব্যক্ত আবেগের দ্বারে যেন
সাঁটা আছে জাদুর কপাট
সে বোঝে না কতটা ধুলো জমেছে তার সেতারে
কে বোঝে অন্তর জুড়ে জেগে ওঠে মুনিয়ার চর
কঙ্কাবতীর গল্প

বহুদিন শুনেছি একটি মাউথঅর্গ্যান কোনওদিন বলা হয়নি তাকে
কতোখানি ক্ষয় সে রেখে গেছে
কতটা অস্থিরতা ধবল তুষার হয়ে জমে আছে কষ্টি পাথরে ।

ভালোবাসা
রানাকুমার সিংহ

মানুষ প্রথমতঃ নিজের প্রেমে পড়ে ।
নিজেকে সবচে' সুন্দর দেখতে চায় ।
যত্নে যত্নে নিজেকে সাজায়-গোছায়!
অতঃপর চায় অন্যের প্রেম...

নিজের প্রতি ভালোবাসা হারালে
পৃথিবীকে ভালোবাসা দায়!

একটি খসড়া হিসেব
সুমন বনিক

হাজার-হাজার বছর আগে
মানুষ পৃথিবীতে বেড়াতে এসেছিল,
বিবর্তনের রিলে-রেইসের কাঠিটি
প্রজন্মের হাতে তুলে
মানুষ পৃথিবী ছেড়ে চলে যায় ।

১০০ বছরের আয়ুকাল ধরে
মানুষ রেইসে দাঁড়ায় ।
১০ বছর মায়ের আঁচল ধরে হাঁটে,
ভালোবাসার প্রলেপ মেখে
ফুল-পাখি-নদীর সঙ্গে কাটায় প্রণয়কাল;

২০বছর গুরুগৃহে হেঁটে
বোধিবৃক্ষের গোড়ায় বসে গেঁথে নেয়
জীবনের ধারাপাত ।

৩০ বছর জীবনভোগের পিছু-পিছু ছুটে
তৃষিত চাতকের মতো ঘুরে,
৪০ বছর ভগ্নদেহে অষুধ-পথ্য-বৈদ্যির দুয়ারে দুয়ারে;
অস্তগামি সূর্যের আভা হৃদয়ে মেখে
বিষাদের ছায়া লালন-পালন করে ।
তারপর, ঠুস-করে একদিন ফ্রেমবন্দি হয়ে যায় মানুষ!

রেইসের কাঠিটি হাত বদল হতে-হতে
নাম-গোত্রহীন হয়ে যায় মানুষ
পৃথিবী নামক অস্থায়ী নিবাসে ।

কালঘাম
হাশিম কিয়াম

কালঘাম টপটপ পড়ছে, সূর্যটা চোখের জলে ডুবে মরলো, অন্ধকার
জাপটে ধরেছে, স্মৃতি মুছে যাচ্ছে...পৃথিবীর সব ঘুম যেন চোখের
পাতায় ভর করেছে; আচানক ডাকলে তুমি
যেমন বুলবুলি ডাকে তার সঙ্গিনীকে; মনে হলো
আমরা বুলবুলি, উড়ছি... ট্রেনের হুইসেল, হাঁটছি যেন
ছায়া ধাওয়া করা কঙ্কাল, ধরতে হবে শেষ ট্রেন... ছুটছে ট্রেন...
ফাঁকা ট্রেনে আমরা যাত্রী...তোমার
মাথার খুলি আমার বুকের খাঁচার ভেতর
ঢুকে যাচ্ছে... ঝড়ে উড়ে যাচ্ছে ট্রেন, উড়ে যাচ্ছে আমাদের
হাড়গোড়...নাকি আমার হাড়গোড়!... ট্রেন নেই, তুমি নেই, ধুলোঝড়ে
উড়ছি একা!...একা!...একা!...

আমার মৃত্যু অথবা দীর্ঘশ্বাস
দ্বীপ সরকার

আমি কোথাও ঘুমিয়ে গেলে
ভেবোনা আমার মৃত্যু হয়েছে
আমার মৃত্যু ওভাবে হবে না

আমার মৃত্যু হতে পারে সড়ক মারতে মারতে
মিছিলের প্রথম সারিতেবুলেটের আঘাতে

এছাড়াও আরো একটা মিছিল আছে
সুনিপুন চোখরাজিতে আমাকে তুলে আনে যদি কেউ
আমি ওখানেই বেশি মরি

চুল শুকাতে গিয়ে যদি আটকে ফ্যালে কেউ
আঁচল খুঁজতে গিয়ে যদি খুঁজে পায় আমাকে

এইতো সেদিন
কেউ দৃষ্টি খুঁজতে খুঁজতে ওখানে আমিই

আমার মৃত্যুগুলো ওভাবেই হয়
দীর্ঘ ঘুমে আমার মৃত্যু নাও হতে পারে

অশথমহীরুহ
আসিফ-আল-নূর
(কবি আশুতোষ ভৌমিক-কে নিবেদিত)

সব গাছই ছায়াত্রাতা নয়
আচম্বিত বৃষ্টিতে নিরাপদ ছাউনি নয়
আকাশচুম্বী একেক সুপারিগাছের কথাই ধরুন
এক টুকরো ছায়া মেলে না
ভীষণ খররোদে তার তলে দাঁড়ালে
এই জ্যৈষ্ঠ কী ভাদরের রোদদগ্ধ পৃথিবীতে
আমরা দিনদিন ছায়াত্রাতা গাছদের হারাচ্ছি
অথবা যে-কয়েক টিকে আছে পূণ্যব্রত নিয়ে বুকে
মহতী পরিব্রাজকের মতো
তারাও ধুঁকছে নিসর্গে সমজদারহীনতায়

আমাদের সবকিছুই সজীব ও সমৃদ্ধ ছিল
কেবল আমরাই নির্জীব অসার
আমাদের চেতন কীবা অবচেতনের পরে
ছায়া ফেলে না
স্বয়ম্ভূ ছায়াময় অশথমহীরূহ

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

শ্লীলতাহানি চরিত্রে রাশেদ ও ফারিয়া



বিনোদন ডেস্ক: কুরবানির ঈদের জন্য নির্মিত একটি নাটকে জুটি বেঁধে অভিনয় করেছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী ফারিয়া শাহরিন ও অভিনেতা রাশেদ সীমান্ত। নাটকের নাম 'বিজয়ের গল্প'। এটি একটি সাত পর্বের ধারাবাহিক নাটক।

প্রচার হবে বৈশাখী টিভির ঈদ আয়োজনে। নাটকটি রচনা এবং পরিচালনা করেছেন ইশতিয়াক আহমেদ রোমেল। এর গল্পে দেখা যাবে, অত্যন্ত বিনয়ী নম্র-ভদ্র বিজয়ের বিয়ের আয়োজনের একেবারে শেষ মুহূর্তে তার বিরুদ্ধে এক তরুণী শ্লীলতাহানির অভিযোগ করে।

মুহূর্তের মধ্যে সেই অভিযোগের ভিডিও নেট দুনিয়ায় ভাইরাল হয়। ভেঙে যায় বিয়ে। পুলিশ খুঁজতে থাকে বিজয়কে। এভাবেই এক অনিশ্চিত পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে নাটকের কাহিনি।

সারার গোপন তথ্য ফাঁস করলেন ভিকি

বিনোদন ডেস্ক: বলিপাড়ায় প্রচলিত আছে– সারা আলি খান নাকি ভীষণ কিপ্টে। সাইফকন্যা প্রয়োজনের বাইরে কোনো খরচ করেন না। এক কথায়– গুনে গুনে টাকা খরচ করেন তিনি।

সম্প্রতি সারার কৃপণতার গোপন কাহিনি সবার সামনে ফাঁস করে দিয়েছেন সহঅভিনেতা ভিকি কৌশল। ভিকি জানান, টাকার জন্যই নাকি মা অমৃতা সিংয়ের সঙ্গে ঝগড়াও করছিলেন সারা।



'জারা হটকে জারা বাঁচকে' ছবির প্রচারে 'দ্য কপিল শর্মা শোয়ে হাজির হয়েছিলেন সারা।' সেখানে ভিকি বলেন, 'শুটের সময় একদিন দেখি সারা, অমৃতা ম্যামের সঙ্গে বাকবিতন্ডা করছে। এতে আমি কিছুটা বিস্মিত হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম কী আবার হলো! তাই সারাকেই জিজ্ঞেস করলাম, তখন সারা বলল– মা ১৬০০ টাকা দিয়ে একটা তোয়ালে কিনেছেন। আর তাতেই নাকি রেগে গেছেন সারা।

ভিকি বলেন, আমি প্রথমে সারার কথায় বিশ্বাস করিনি, তাই আবারও জিজ্ঞেস করলাম ১৬০০ টাকা দিয়ে তোয়ালে কিনেছেন বলে এ ধরনের আচরণ করছ। জবাবে সারা কী বলল জানেন? ও বলল– হ্যাঁ, অবশ্যই ১৬০০ টাকা দিয়ে তোয়ালে কেনার কী আছে? তোয়ালে তো ফ্রিতেই পাওয়া যায়। ব্যাগে তো কত তোয়ালে পড়ে থাকে, ওখান থেকে একটা নিয়ে ব্যবহার করলেই হলো। এমন কথা শুনে ভিকি আর উত্তর দেওয়ার ভাষা খুঁজে পাননি। শুধু ঘাড় নেড়েই নাকি চুপ হয়ে যান।

আবার কপিল শর্মাও বলেন, সারা নাকি এতটাই কৃপণ যে শুটিংয়ের পর সেট থেকেই ডিনার করে বাড়ি ফেরেন।

প্রসঙ্গত, নিজের কিপ্টে হওয়ার কথা সারা নিজেও বহুবার প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন। এমনকি সারাই একবার বলেছিলেন– তিনি নাকি অনেক টাকা খরচ করে জামাকাপড়ও কেনেন না। অল্প দামের পোশাক কিনেই পরতে পছন্দ করেন তিনি।



এবার ভারতে যাচ্ছে বাংলাদেশী যে সিনেমা

বিনোদন ডেস্ক: বলিউড সুপারস্টার সালমান খান অভিনীত 'কিসি কা ভাই কিসি কি জান' বাংলাদেশে আসার অনুমতি পেয়েছে। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান মেসার্স এন ইউ আহম্মদ ট্রেডার্সকে সিনেমাটি আমদানি করার অনুমতি দিয়েছে তথ্য মন্ত্রণালয়। এদিকে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান বিষয়টি জানিয়ে বলেছে, 'কিসি কা ভাই কিসি কি জান' সিনেমা আমদানির পরিবর্তে বাংলাদেশ থেকে অনন্য মামুন পরিচালিত 'কসাই' সিনেমা ভারতে যাবে। চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে ভারতীয় চলচ্চিত্র আমদানির অনুমতি দিয়েছে সরকার।

বছরে সর্বোচ্চ ১০টি সিনেমা আমদানি করা যাবে বলে জানিয়েছে মন্ত্রণালয়। সে ধারাবাহিকতায় শাহরুখ খানের 'পাঠান' সিনেমার পর সালমান খান অভিনীত 'কিসি কা ভাই কিসি কি জান' সিনেমাটি বাংলাদেশে আসছে। খুব দ্রুতই সিনেমাটি দেশের প্রেক্ষাগৃহগুলোতে মুক্তি পাবে।

ফরহাদ সামজি পরিচালিত এ সিনেমায় বলিউডের সুপারস্টার সালমান খান ছাড়াও অভিনয় করেছেন পূজা হেগড়ে, ভেঙ্কটেশ দাগুবাতি, জগপতি বাবু, রাঘব জুয়াল, সিদ্ধার্থ নিগম, শেহনাজ গিল, ভূমিকা চাওলা, বিজেন্দ্র সিং। সিনেমাটিতে আরআরআর তারকা রামচরণকে একটি বিশেষ ক্যামিও ভূমিকায় দেখা যাবে।

শিল্পীরা অন্যদের মতো অপরাধ-দুর্নীতিতে জড়ায় না : সিদ্দিক

বিনোদন ডেস্ক: বীর মুক্তিযোদ্ধা ও চিত্রনায়ক আকবর হোসেন পাঠান ফারুকের মৃত্যুতে ঢাকা-১৭ আসনটি শূন্য হয়ে পড়েছে। সেই আসনে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের হয়ে জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার চেষ্টা করছেন ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেতা সিদ্দিকুর রহমান সিদ্দিক। এ নিয়ে অনেকটা কটাক্ষ এবং রোষানলে পড়তে হয় সিদ্দিককে।

সমসাময়িক বিষয় নিয়ে গণমাধ্যমে কথা বলেছেন এ অভিনেতা। শিল্পীরা রাজনীতিতে এলে কী উপকার হবে সে বিষয়েও কথা বলেছেন। অভিনেতা বলেন, শিল্পীরা রাজনীতিতে এলে অপরাধ-দুর্নীতিতে কম জড়ায়। গতানুগতিক পরিসংখ্যান দেখলে বোঝা যায়, বাংলাদেশে সে রকম কোনো শিল্পী নেই, যিনি রোলস রয়েস, রেঞ্জ রোভারে চলাফেরা করেন। এমন বড় বড় স্বপ্ন শিল্পীরা কখনই দেখেন না। বড় বড় স্বপ্ন দেখার সাহসও করেন না। শিল্পীরা সবসময় সীমিত অর্থে জীবন পরিচালনার চেষ্টা করেন। তারা এটা চিন্তা করে– আমি এমন কিছু করব না, যাতে নিজের ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয়। শিল্পীরা ব্যক্তিত্বে বিশ্বাসী।

তিনি আরও বলেন, সিদ্দিকুর রহমানকে অভিনেতা হিসেবে সারা দেশের মানুষ চেনেন। সেখানে ব্যক্তি সিদ্দিকুর রহমান কখনই চিন্তা করবে না তার কাছে এমপি পদ বড়। তিনি ভাববেন নাট্যকার-অভিনেতা হিসেবে তাকে সবাই চেনেন, ভালোবাসেন; অতএব এমপি পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার কিছু নেই। শিল্পীরা এমনটা ভেবে ব্যক্তিত্ব রক্ষায় ব্যক্তিত্ব কলুষিত না করার ভয়ে অবৈধ কাজ করবে না। এ কারণে বলে থাকি– একজন সাধারণ মানুষ থেকে রাজনীতিবিদ হওয়া এবং শিল্পী থেকে রাজনীতিবিদ হওয়ার মধ্যে পার্থক্য এতটুকু।

তিনি আরও বলেন, একজন শিল্পীর রিপ্লেসমেন্ট যদি একজন শিল্পী হয়, তা হলে অবশ্যই সেই শিল্পী শৈল্পিকভাবে কাজগুলো পরিপূর্ণ করবে।

প্রকাশ্যে রণবীরের গালে একের পর এক চড় আনুশকার

এটা কোনো আপত্তিকর ভিডিও না : তানজিন তিশা

বিনোদন ডেস্ক: ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় নায়ক শরিফুল ইসলাম রাজের ব্যক্তিগত ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে অভিনেত্রী তানজিন তিশা, নাজিফা তুষি এবং সুনেরাহ বিনতে কামালের কয়েকটি আপত্তিকর ছবি ও ভিডিও ফাঁস হয়েছে। ঘটনার প্রায় দুদিনের মাথায় ছবি ও ভিডিও ফাঁসের ব্যাপারটি দৃষ্টিগোচর হয় অভিনেত্রী তিশার। এ অভিনেত্রী তার আপত্তিকর ভিডিও ফাঁসে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। একই সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি।



বুধবার রাত সোয়া ১০টায় ফেসবুক ভেরিফায়েড পেজে দেওয়া এক দীর্ঘ স্ট্যাটাসে তিনি লেখেন– 'প্রথমত, বিষয়টি দুঃখজনক। এটি নিয়ে আমি বলতে চাই, স্যোশাল মিডিয়ায় আমার যে ভিডিও আপ করা হয়েছে, সেটি আমার একান্তই ব্যক্তিগত ভিডিও। ৬-৭ বছর আগে আমরা বন্ধুরা ফান করে ভিডিওটি করেছিলাম। যেহেতু এটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত ভিডিও, তাই এটার এক্সপ্লেনেশন দেওয়ার কিছু আছে বলে মনে করি না।'

তিনি লেখেন, প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব জীবন আছে, পার্সোনালিটি আছে, ব্যক্তিগত ব্যাপার আছে, যেটাকে জাজ করার অধিকার অন্য কাউকে আমি দিতেও চাই না।

এ ভিডিওটি নিয়ে বিভিন্ন চ্যানেল, পত্রিকা, অনালাইন নিউজে, ফেসুবকে গ্রুপে, কমেন্টে বলা হচ্ছে/লেখা হচ্ছে 'শরিফুল রাজের সঙ্গে তিশার আপত্তিকর বা গোপন ভিডিও ফাঁস'। যথাযথ সম্মান নিয়েই আপনাদের বলছি– এ ভিডিওর মধ্যে শরিফুল রাজ কোথা থেকে এলো? কী গোপনীয়তা এখানে? তার ফেসবুক আইডি থেকে এটি প্রকাশ পেয়েছে বলেই কেন ভাবছেন, সেখানে আমি তার সঙ্গে আছি। ভিডিওতে আমি একা এবং সেটা কোনো আপত্তিকর বা গোপন ভিডিও না। বরং সেটা আমার ব্যক্তিগত মুহূর্তের। সুতরাং 'আপত্তিকর বা গোপন ভিডিও ফাঁস' শব্দগুলো কারেকশন করা উচিত। এটা বিব্রতকর এবং অসম্মানজনক।'

প্রসঙ্গত ২৯ মে রাত দেড়টার দিকে শরিফুল রাজের ব্যক্তিগত ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে কয়েকটি ছবি ও ভিডিও পোস্ট করা হয় ফেসবুকে। সেখানে অভিনেত্রী তানজিন তিশা, চিত্রনায়িকা নাজিফা তুষি ও সুনেরাহ বিনতে কামালকে দেখা যায়। ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে মদ্যপ অবস্থায় দেখা যায় তিশাকে। আর সুনেরাহকে অসংলগ্ন ও অশ্লীল ভাষায় কথা বলতে শোনা গেছে। এ ছাড়া অন্য একটি ভিডিওতে দেখা যায় নাজিফা তুষির দিকে জ্বলন্ত সিগারেট হাতে তাকিয়ে আছেন শরিফুল রাজ।



হার দিয়ে শেষ হলো মেসি-রামোসের অধ্যায়

ঢাকা ডেস্ক, ৫ জুন : পিএসজির হয়ে শেষ ম্যাচ খেলে ফেলেন লিওনেল মেসি ও সার্জিও রামোস। হার দিয়ে শেষ হলো তাদের পিএসজি অধ্যায়। শেষটা রাঙাতে পারেননি তারা। পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ নিয়েই মাঠ ছেড়েছেন লিগ ওয়ানের চ্যাম্পিয়নরা। নিজেদের শেষ ম্যাচটিতে রামোস গোল করে কিছুটা রঙ মাখলেও মলিন ছিলেন মেসি।

শনিবার লিগ ওয়ানের খেলায় ক্লেরেমন্টের বিপক্ষে ৩-২ গোলে হেরে গেছে পিএসজি। সার্জিও রামোস ও কিলিয়ান এমবাপ্পের গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর তিন গোল হজম করে ক্রিস্তফ গালতিয়েরের দল। সফরকারী ক্লেরেমন্টের হয়ে গোল তিনটি করেন- জোহান গাস্তিয়েন, মেহদি জেফফান ও গ্রিজন কেয়েই।

পার্ক দেস প্রিন্সেসে ম্যাচের ১৬ মিনিটে সার্জিও রামোস হেডে গোল করে এগিয়ে দেন পিএসজিকে। মেসির পাস থেকে বল পেয়ে ডিবক্সে ক্রস করেন ভিতিনিয়া। হেডে বলটা জালে পাঠাতে বেগ পেতে হয়নি স্প্যানিশ ডিফেন্ডারের। ২১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। এতে ২-০ গোলে এগিয়ে যান স্বাগতিকরা।

তবে এর তিন মিনিট পরই নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনে পিএসজি। ব্যাকপাসের মেলা বসিয়েছিল তারা। ভেরাত্তির তেমনই একটি দুর্বল ব্যাকপাস ধরে জালে বল পাঠান জোহান গাস্তিয়েন। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে সমতায় ফেরে সফরকারী ক্লেরেমন্ট। মোহাম্মেদ চামের শট ঠিকমতো ফেরাতে ব্যর্থ হন পিএসজির গোলরক্ষক দোনারুম্মা, ছুটে গিয়ে বল জালে জড়ান মেহদি জেফফান।

বিরতির পর ম্যাচের ৬৩ মিনিটে কেয়েইয়ের গোলে এগিয়ে যায় ক্লেরেমন্ট। এলবাসান রাশনির চমৎকার ক্রসে দুই ডিফেন্ডারের মাঝ দিয়ে জাল খুঁজে নেন এই ফরাসি। এর পর মরিয়া হয়ে সমতা ফেরানোর চেষ্টা করেও সফল হয়নি পিএসজি।

এই পরাজয়ে চলতি মৌসুম শেষ হলো চ্যাম্পিয়ন পিএসজির। ৩৮ ম্যাচে ৮৫ পয়েন্ট তাদের। তাদের সঙ্গে সরাসরি চ্যাম্পিয়নস লিগ নিশ্চিত করেছে লেন্সও। ৩৮ ম্যাচে ৮৪ পয়েন্ট নিয়ে রানার্সআপ হয়েছে তারা।

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ড্র হলে কে চ্যাম্পিয়ন হবে?

ঢাকা ডেস্ক, ৫ জুন : বুধবার ইংল্যান্ডের দ্য ওভালে শুরু হবে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল ম্যাচ। ফাইনালে মুখোমুখি হবে ক্রিকেট পরাশক্তি দুই দেশ ভারত-অস্ট্রেলিয়া।

‡টস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের আগের আসরের ফাইনালেও খেলেছিল ভারত। সেবার নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে হেরে শিরোপা হাতছাড়া করে বিরাট কোহলির নেতৃত্বাধীন ভারত।

এবারও শিরোপার লড়াইয়ে ভারত। দলকে এবার নেতৃত্ব দেবেন তারকা ওপেনার রোহিত শর্মা।



প্রশ্ন উঠেছে ফাইনাল ম্যাচটি যদি বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত বা ড্র হয় তাহলে শিরোপা জিতবে কে? ভারত না অস্ট্রেলিয়া।

ফাইনালের সময় বৃষ্টি হলে আম্পায়াররা পরের দিন ম্যাচ করার সময় পাবেন। রিজার্ভ ডে ব্যবহার হবে। শুধুমাত্র হারানো সময়কে মেক আপ দেওয়ার জন্য। রিজার্ভ ডেতে একটি নির্দিষ্ট ওভার খেলা হবে।

ফাইনালের আগে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। ভারত দ্বিতীয় স্থানে। আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী ফাইনাল ড্র হলে দুই দলকেই যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হবে।

ফাইনালের মাঝে যদি বৃষ্টি বাধা হয় তার জন্য ষষ্ঠ দিন রাখা রয়েছে। গত বারও এই নিয়ম ছিল। এক দিনের বৃষ্টির জন্য খেলা না হওয়ায় ষষ্ঠ দিনে খেলা হয়েছিল।

এবারও সেই নিয়ম। বৃষ্টিতে পুরো ম্যাচ ভেস্তে গেলে দুই দল যুগ্মচ্যাম্পিয়ন হবে।

‘বাংলাদেশে যারা এসেছেন তাদের মধ্যে হাথুরুসিংহে সেরা’

ঢাকা ডেস্ক, ৪ জুন : বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক আকরাম খান বলেছেন, বাংলাদেশে অতীতে যেসব কোচ এসেছেন তাদের মধ্যে হাথুরুসিংহে সেরা কোচ।

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালক আকরাম খান বলেন, আমি এটা বলব না, সে অনেক উন্নতমানের কোচ। তবে বাংলাদেশে যতগুলো কোচ এসেছে, সে সেরাদের একজন। ওর ক্রিকেটীয় জ্ঞান তো আছেই, এর বাইরে যে কার্যক্রমগুলো আছে, সেটা কিন্তু অন্য কোচদের থেকে আমরা পাই না। সেজন্যই আমরা ওর সঙ্গে পারফরম্যান্সটা ভালো করি।

আকরাম মনে করেন হাথুরুসিংহে থাকায় বাংলাদেশ দল আসন্ন এশিয়া কাপ এবং অক্টোবর-নভেম্বরে ভারতে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বকাপে ভালো করবে।

বিসিবির এই পরিচালক বলেন, আশা করছি, হাথুরু যেহেতু দলের সঙ্গে আছে, আমরা ভালো পারফরম্যান্স করব। তরুণ ক্রিকেটাররা ভালো করছে, ফাস্ট বোলাররাও ভালো করছে। তো আমার মনে হয়, আমাদের সম্ভাবনা বেশি।

আগামী শনিবার পূর্ণাঙ্গ সিরিজে অংশ নিতে বাংলাদেশ সফরে আসবে আফগানিস্তান ক্রিকেট দল।

আসন্ন এই সিরিজ নিয়ে শনিবার মিরপুরে সাংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন, আফগানিস্তানকে কোনোভাবেই হালকাভাবে দেখার সুযোগ নেই। তাদের কোয়ালিটি প্লেয়ার আছে, কোয়ালিটি বোলার অনেক আছে এবং ব্যাটার যারা আছে, তাদের ধারাবাহিকতা অনেক ভালো।



ব্রাজিলকে কান্নায় ভাসাল ইসরাইল



ঢাকা ডেস্ক, ৫ জুন : নকআউট পর্ব থেকে আগেই বিদায় নিয়েছে অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপের এবারের আয়োজক দেশ আর্জেন্টিনা। এবার কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিল চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশ ব্রাজিলও। কাতার বিশ্বকাপেও নেইমার-ভিনিসিয়ুসদের নিয়ে জাতীয় দল কোয়ার্টারে হেরে বিদায় নিয়েছিল। তাদের উত্তরসূরিরাও সম্মুখীন হ‡লন একই পরিণতির। ব্রাজিলের করুণ বিদায়ের দিনে মূলত দাপট দেখিয়েছে ইসরাইল। অন্যতম হট ফেভারিটদের তারা রীতিমতো নাকানিচুবানি খাইয়েছে।

অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপের প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে ইসরাইলের মুখোমুখি হয় ব্রাজিল যুব দল। শনিবার রাতে আর্জেন্টিনার অ্যাস্তাদিও সান হুয়ান স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ১১টায় অনুষ্ঠিত ম্যাচটিতে শক্তিশালী ব্রাজিলকে ৩-২ গোলে হারায় ইসরাইলের যুবারা।

দুবার এগিয়ে গিয়েও অতিরিক্ত সময়ে গোল খেয়ে হেরে গেছে সাবেক চ্যাম্পিয়নরা। অন্যদিকে ব্রাজিলকে বিদায় করে বিস্ময়ের জন্ম দিয়ে সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে ইসরাইল।

এদিকে এই ইসরাইলকে ভিসা দেওয়া নিয়ে গড়িমসি করায় ইন্দোনেশিয়া থেকে অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপ সরিয়ে আর্জেন্টিনায় নিয়ে আসা হয়। শেষ পর্যন্ত তারাই এখন সেমিফাইনাল খেলবে।

এর আগে শেষ ষোলোর ম্যাচে নাইজেরিয়ার কাছে হেরে বিদায় নিয়েছে ফেভারিট আর্জেন্টিনা। স্বাগতিকদের বিদায়ের পর বড় আকর্ষণ ছিল টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সফলতম দল ব্রাজিল। কিন্তু আসরের সবচেয়ে বড় অঘটনের জন্ম দিয়ে ইসরাইল বিদায় করে দিয়েছে ব্রাজিলকেও।

ম্যাচের প্রথমার্ধ ছিল গোলশূন্য। তবে দ্বিতিয়ার্ধের ৫৬ মিনিটে মার্কোস লিওনার্দোর গোলে এগিয়ে যায় ব্রাজিল। কিন্তু এই লিড মাত্র ৪ মিনিট ধরে রাখতে পারে ফেভারিটরা। ৬০ মিনিটে আনান খালিলির গোলে সমতায় ফেরে ইসরাইল।

আক্রমণ-প্রতিআক্রমণে ম্যাচ এগিয়ে চললেও এর পর আর গোলের দেখা পাচ্ছিল না কেউ-ই। তবে ৯১ মিনিটে দারুণ এক আক্রমণ থেকে গোল করে ব্রাজিলকে ফের এগিয়ে দেন ম্যাথিউস নাসিমেন্তো। সেলেসাওরা তখন সেমিফাইনালের স্বপ্ন দেখা শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু মাত্র ২ মিনিটের মধ্যে সেই স্বপ্নে জল ঢেলে দেন হামজা শিবলি। তার গোলে সমতায় ফেরে ইসরাইল।

অতিরিক্ত সময়ের প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে ব্রাজিলের রক্ষণভাগকে নাচিয়ে ইসরাইলকে এগিয়ে দেন ডাভিড তুর্গেমান। এই গোলেই শেষ পর্যন্ত তাদের সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত হয়।





৩ দেশের সঙ্গে বিনিময় বাণিজ্য করবে পাকিস্তান

ঢাকা ডেস্ক, ৪ জুন : প্রতিবেশী আফগানিস্তান, ইরান ও রাশিয়ার সঙ্গে পণ্যের বিনিময়ে বাণিজ্য (বার্টার ট্রেড) করবে ইরান। এ জন্য পাকিস্তান সরকার একটি আইন পাস করেছে। দেশটির বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো এ খবর দিয়েছে। খবরে বলা হয়েছে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তারাও নতুন এই আইনের কারণে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সঙ্গে পণ্য আমদানি ও রপ্তানি করতে পারবেন।

ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, নতুন এই আইনের আওতায় পাকিস্তানের ফেডারেল বোর্ড অব রেভিনিউ-এর সক্রিয় তালিকাভুক্ত করদাতা আমদানি ও রপ্তানিকারকরা আফগানিস্তান, রাশিয়া ও ইরানের সঙ্গে পণ্যের বিনিময়ে বাণিজ্য করতে পারবেন।

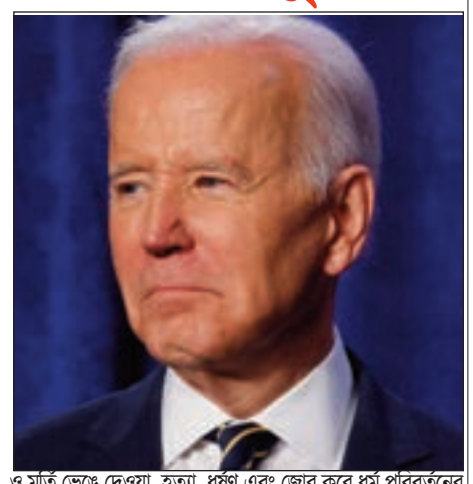
তবে পণ্য আমদানি ও রপ্তানি করার জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে পাকিস্তান সরকারের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। এর পর কর্তৃপক্ষ যাচাই-বাছাই করে আমদানি-রপ্তানির অনুমতি প্রদান করবে।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, আফগানিস্তান, ইরান ও রাশিয়ায় রপ্তানি করার জন্য এ পর্যন্ত ২৬টি পণ্য চিহ্নিত করেছে পাকিস্তান। এর মধ্যে রয়েছে দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য, ডিম, গম ও জবের মতো বিভিন্ন খাদ্যশস্য, গোশত, মাছ, ফলমূল, শাকসবজি, চাল, লবণ, ওষুধ, চামড়াজাত পণ্য, জুতা, স্টিল এবং ক্রীড়া সামগ্রী।

বিপরীতে অন্য দেশগুলো থেকে পাকিস্তান যেসব পণ্য আমদানি করবে তার মধ্যে রয়েছে ফলমূল, বাদাম জাতীয় পণ্য, শাকসবজি, মসলা, খনিজ সম্পদ ও নানা রকম ধাতু। এ ছাড়া কয়লা এবং কয়লাজাত পণ্য, অপরিশোধিত তেল, এলএনজি ও এলপিজি, রাসায়নিক পণ্য, সার, প্লাস্টিক ও রাবার জাতীয় পণ্য, উল, লোহা ও ইস্পাতের তৈরি বিভিন্ন জিনিসপত্র ইত্যাদি।

বাইডেনকে ছয় কংগ্রেসম্যানের চিঠি

শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশি বাহিনীকে নিষেধাজ্ঞার অনুরোধ



ঢাকা ডেস্ক, ৪ জুন : বাংলাদেশের সামরিক ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা যাতে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করতে না পারেন, সেজন্য নিষেধাজ্ঞা দেওয়ায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে অনুরোধ জানিয়েছেন ছয় কংগ্রেসম্যান। গত ২৫ মে জো বাইডেনের কাছে এ বিষয়ে চিঠি দিয়েছেন কংগ্রেসম্যানরা।

২ জুন ভার্জিনিয়ার পঞ্চম ডিস্ট্রিক্টের প্রতিনিধি কংগ্রেসম্যান বব গুড প্রেসিডেন্ট বাইডেনের কাছে লেখা ওই চিঠি অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেন। অন্য পাঁচ কংগ্রেসম্যান হলেন- স্কট পেরি, ব্যারি মোর, ওয়ারেন ডেভিডসন, টিম বুরচেট ও কিথ সেলফ। গত ২৭ মে চিঠির সত্যতা জানতে সমকালের পক্ষ থেকে বব গুডসহ চিঠিতে সই করা কংগ্রেসম্যানদের কাছে ই-মেইল করা হয়েছিল। তবে কোনো উত্তর দেননি তাঁরা।

চিঠিতে বাংলাদেশের মানবাধিকার প্রশ্নে বেশ সমালোচনা করা হয়েছে। সেসঙ্গে বাংলাদেশের মানুষ যাতে অবাধ নির্বাচনে অংশ নিতে পারে, সে সুযোগ সৃষ্টির জন্য ভূমিকা রাখতে অনুরোধ করেছেন কংগ্রেসম্যানরা। এজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে এবং দায়ী ব্যক্তিদের ওপরও নিষেধাজ্ঞার অনুরোধ করেন তাঁরা।

চিঠির শুরুতে বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হয়। আসছে সংসদীয় নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ যাতে অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে অংশ নিতে পারে, তার জন্য ভূমিকা রাখতে অনুরোধ করা হয়।

২০০৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে শতাধিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয় নথিভুক্ত করেছে বিভিন্ন সংস্থা। এসব সংস্থার মধ্যে রয়েছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, ফ্রিডম হাউস। এমনকি জাতিসংঘও বলেছে ক্ষমতাসীন সরকার ক্রমাগত গণতান্ত্রিক পন্থাকে অস্বীকার করছে। অভিযোগ করা হয় নিজ নাগরিকদের ওপর নির্যাতন, বিচারবহির্ভূত হত্যা, সাংবাদিকদের জেলে দেওয়া, বিরোধীদের গুম করা এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশে অংশ নেওয়া মানুষদের হত্যা অথবা লাঞ্ছিত করেছে। বর্তমান সরকারের এসব মানবাধিকার লঙ্ঘন শুধু রাজনৈতিক বিরোধীদের ওপরই সীমাবদ্ধ থাকেনি, সরকার জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপরও নির্যাতন চালিয়েছে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা অর্ধেক হয়ে গেছে। লুটপাট, বাড়িঘর পোড়ানো, মন্দির ও মূর্তি ভেঙে দেওয়া, হত্যা, ধর্ষণ এবং জোর করে ধর্ম পরিবর্তনের মতো ঘটনা ঘটছে। এতে হিন্দুরা বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া বর্তমান সরকার খ্রিষ্টান সংখ্যালঘুদের ওপরও নির্যাতন চালিয়েছে। তাঁদের উপাসনালয়ে লুটপাট করে জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং ধর্মগুরুদের জেলে দিয়েছে।

সম্প্রতি মাসগুলোতে হাজারও শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারী সমাবেশ করেছেন অবাধ ও স্বচ্ছ নির্বাচনের জন্য। পদক্ষেপ হিসেবে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের গ্রেপ্তার, ভয়ভীতি দেখানো ও হত্যার মতো ঘটনা ঘটিয়েছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচসহ বিভিন্ন এনজিও র‍্যাবকে 'ডেথ স্কোয়াড' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। চিঠিতে সম্প্রতি জার্মানভিত্তিক গণমাধ্যম ডয়েচে ভেলের র‍্যাব নিয়ে করা প্রতিবেদনটির কথা উল্লেখ করেছেন কংগ্রেসম্যানরা।

কংগ্রেসম্যানরা বলেছেন, বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের অসদাচরণ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যদের উৎসাহিত করছে। দক্ষিণ এশিয়ার অগণতান্ত্রিক শাসকরা চীন ও রাশিয়ার দিকে ঝুঁকে গেলে তা যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা ও স্বার্থের জন্য হবে উদ্বেগজনক।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.



বাড়ি-ক্রয়-বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর
MURSHEDA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person
171-21 Jamaica Ave., Jamaica 11432
844-464-3262
E-mail: murshedazaman@gmail.com
MLS
যোগাযোগ
Cell: 917-502-6445



গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮



ছড়াটে'র নিয়মিত মাসিক ছড়াড্ডা অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: লং আইল ্যান্ডের লেভিটটাউনের মনোরম পরিবেশে গত ২৮ মে রোববার অনুষ্ঠিত হলো মে মাসের ছড়াটে'র নিয়মিত মাসিক ছড়াড্ডা। এতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শ্রোতার উপস্থিতিতে মজার মজার ছড়া পাঠ করে শোনান ছড়াকার শওকত রিপন, ছড়াকার মৃদুল আহমেদ ও ছড়াকার শামস চৌধুরী রুশো। শিশুশিল্পী সৌমি-নীর মিষ্টিকণ্ঠে ছড়াগান শুনে সবাই বিমোহিত হন। আড্ডায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কবি ও আইনজীবী মোহাম্মদ আলী বাবুল, সাবিহা সুলতানা রিংকি, সাঈদা উদিতা, রোশনা শামস ললি ও কাওসার জাহান ধীরা। সকলে মজাদার ছড়াটে'র এই আয়োজনের প্রশংসা এবং এর প্রসার ও সাফল তা কামনা করেন।

'আকাশভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ হল' এই গানটির মাধ্যমে মে মাসের ছড়াড্ডার সমাপ্তি টানা হয়। আগামী ছড়ড্ডাটি অনুষ্ঠিত হবে কুইন্সের জ ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউতে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের

(শেষের পাতার পর)

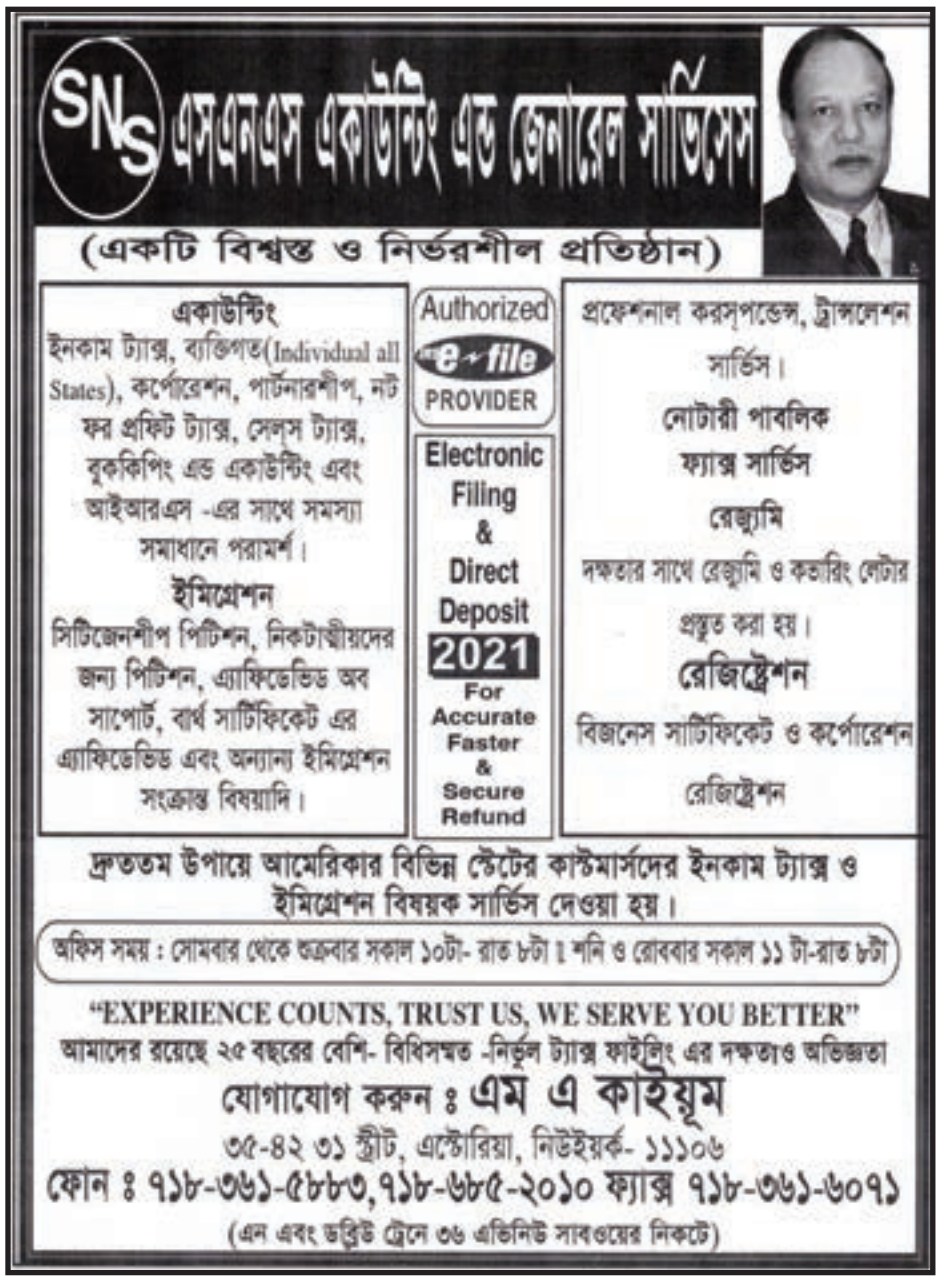


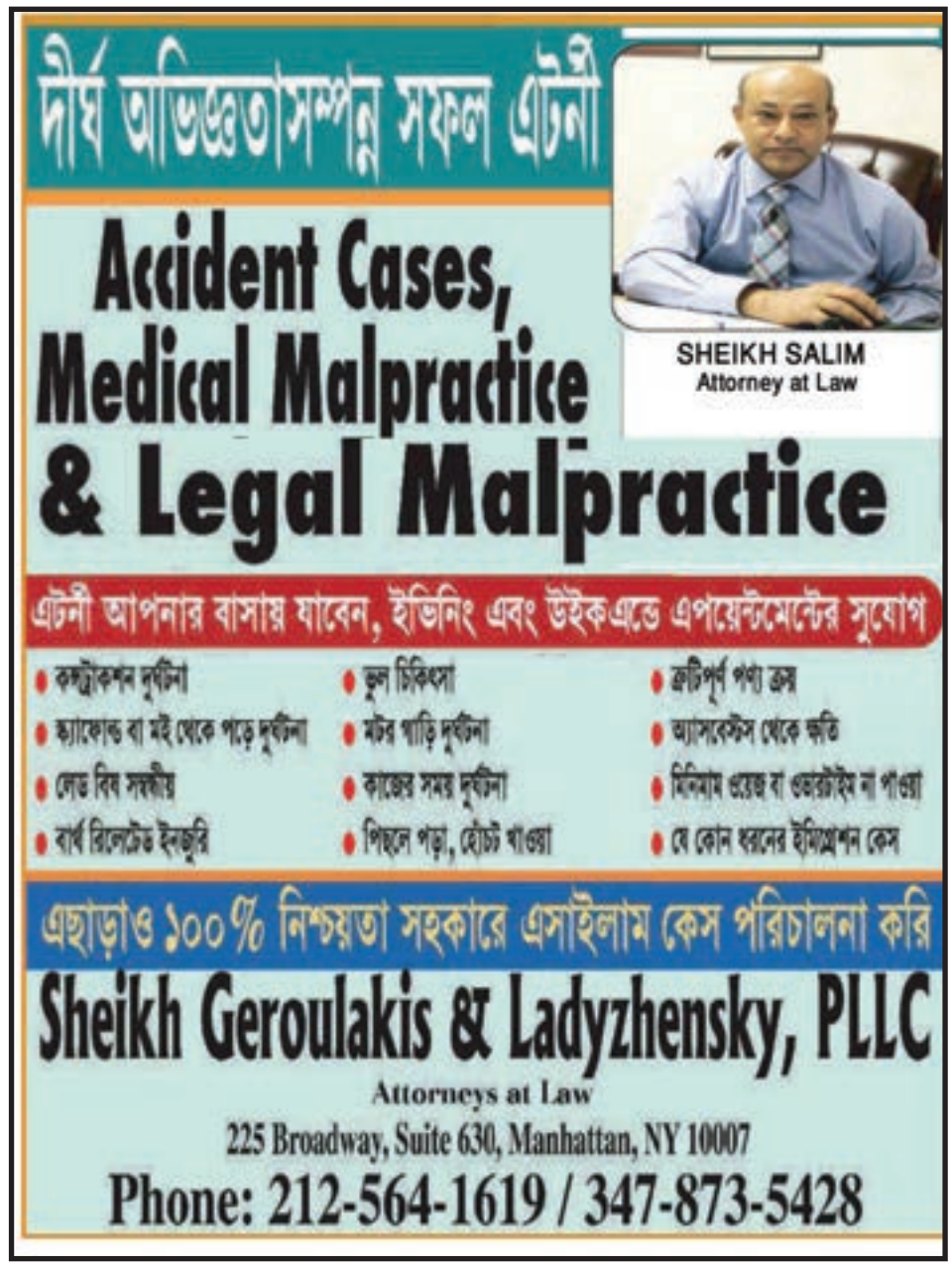
দুপুরে জ্যাকসন হাইটসের একটি রেষ্টুরেন্টে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। খবর ইউএনএ'র।

প্রেসক্লাবের সভাপতি আবু তাহেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা পরিচারণা করেন সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম। সভায় কর্মকর্তাদের মধ্যে সহ সভাপতি শেখ সিরাজুল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক মমিনুল ইসলাম মজুমদার, সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম সোলায়মান, দপ্তর সম্পাদক মাহথির ফারুকী এবং কার্যকরী সদস্য ডা. ওয়াজেদ এ খান, ফরিদ আলম ও এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় গঠিত বনভোজন আয়োজন কমিটির কর্মকর্তারা হচ্ছেন: আহ্বায়ক- শেখ সিরাজুল ইসলাম, সদস্য সচিব- এস এম সোলায়মান এবং সদস্য ফরিদ আলম, মাহাথির ফারুকী ও সৈয়দ ইলিয়াস খসরু। সভায় জানানো হয় যে, আগামী ১৫ জুলাই নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডস্থ হেকশেয়ার ষ্টেট পার্কে (ফিল্ড # ৩) এবারের বনভোজন অনুষ্ঠিত হবে।

সভায় ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ রশিদ আহমদ-এর পিতা মওলানা শায়খ আব্দুল মতিনের ইন্তেকালে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে একটি শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়। এছাড়াও ক্লাব কর্মকর্তা এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ ও এস এম সোলায়মান-এর অসুস্থ মাতার সুস্থতা কামনা ও রশিদ আহমদ-এর পিতার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া মুনাজাত করা হয়। মুনাজাত পরিচালনা করেন মমিন মজুমদার।







Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

SECI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা



blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন



শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় ব্রঙ্কস সিনিয়র সিটিজেন ফোরাম'র মেমোরিয়াল ডে উদযাপন

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্কে ব্রঙ্কস বাংলাদেশী কমিউনিটি শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় মেমোরিয়াল ডে উদযাপন করেছে। এ উপলক্ষ্যে গত ২৯ মে সোমবার স্থানীয় স্টার্লিং-বাংলাবাজার এলাকার ইউনিয়নপোর্ট রোডে ব্রঙ্কস সিনিয়র সিটিজেন ফোরাম (বিএসসিএফ) নানা আয়োজনে দিবসটি পালন করে। মেমোরিয়াল ডে উদযাপন কমিটির সম্পাদক কাজী রবি-উজ-জামানের পরিচালনায় এবং সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রউফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর ন্যাথালিয়া ফার্নান্দেজ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মজুমদার ফাউন্ডেশনের সভাপতি মূলধারার রাজনীতিক মোহাম্মদ এন. মজুমদার ও আমেরিকা বাংলাদেশী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সভাপতি আব্দুস শহীদ। উল্লেখ্য, প্রতি বছর মে মাসের শেষ সোমবার যুক্তরাষ্ট্রে মেমোরিয়াল ডে পালন করা হয়। এবার ব্রঙ্কস সিনিয়র সিটিজেন ফোরাম (বিএসসিএফ) প্রথমবারের মত ২৯ মে সোমবার মেমোরিয়াল ডে পালন করে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আহবায়ক লিয়াকত আলী। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মঞ্জু চকদার এবং গীতা থেকে পাঠ করেন সুধাংশু কুমার মন্ডল। এরপর আমেরিকা ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন এবং শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের পক্ষ থেকে সুধাংশু কুমার মন্ডল সিনেটর ন্যাথালিয়া ফার্নান্দেজকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

আলোচনায় অংশ নেন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আব্দুর রহিম বাদশা, বীর মুক্তিযোদ্ধা মুজিবুর রহমান, হাসান আলী, যুবনেতা জামাল হোসেন, ইব্রাহিম বারো ভূইয়া, জামাল উদ্দিন আহমেদ, কামাল মন্ডল, হুমায়ুন কবির, কামাল উদ্দিন, রেজা আবদুল্লাহ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন জামাল উদ্দিন আহমেদ, সুবেদার ইব্রাহিম হোসেন ও লিয়াকত আলী। কবিতা আবৃত্তি করেন সুধাংশু কুমার মন্ডল। অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী, হাফিজুর রহমান, মোঃ মফিজ উদ্দিন মাসুম, নুরে আলম জিকু, মোঃ কাইউম, মইজুর জুয়েল লস্কর, শরীফ হোসেন, খলিলুর রহমান, আবুল খায়ের আখন্দ, এ ইসলাম মামুন, হোসেন আহমেদ মজুমদার, মকবুল মিয়া, মোঃ মঞ্জু চকদার, আবদুস সোবহান মন্ডল, মোহাম্মদ উদ্দিন, মোঃ কামাল উদ্দিন পাটোয়ারী, মিয়া মোহাম্মদ দাউদ, মোঃ গোলাম সোলেমান, বদরুল আলম, বদরুল হক, সংগীত শিল্পী নুরুল ইসলাম সুজন, বীর মুক্তিযোদ্ধা জাহাঙ্গীর আলম, পারভিন আক্তার, সুবেদার সফি উল্লাহ, আবদুল করিম মিয়া, আসরাফ আলী, মামুন-উর-চৌধুরী, আজাহের হোসেন, লুৎফুর রহমান, মতিউর রহমান, মোহাম্মদ জাহিদ মিয়া, কাজী আজিমুল আহসান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ফিলিস্তিনী শরণার্থীদের সহায়তার জন্য ৫০ হাজার ইউএস ডলার অনুদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বাংলাদেশ

নিউইয়র্ক: জাতিসংঘ সদর দপ্তরে ২ জুন অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে ২০২৩ সালের জন্য 'ইউনাইটেড নেশনস রিলিফ অ্যান্ড ওয়ার্কস এজেন্সি ফর প্যালেস্টাইন রিফিউজিস ইন দ্য নিয়ার ইস্ট (ইউএনআরডবিউএ)'-তে ৫০,০০০ ইউএস ডলার আর্থিক অনুদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বাংলাদেশ। ফিলিস্তিনী জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামের প্রতি বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রতিফলন স্বরূপ ২০১৮ সাল থেকে ইউএনআরডব্লিউএ-তে এ অনুদান প্রদান করে আসছে বাংলাদেশ।



সম্মেলনটি আহবান করেন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি সাবা কোরেশী। এতে সদস্য দেশগুলোকে ফিলিস্তিনী শরণার্থী এবং তাদের জন্য নিবেদিত সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএ'র কার্যাবলীর বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ব্রিফ করেন ইউএনআরডব্লিউএ-এর কমিশনার জেনারেল।

নিউইয়র্কে জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের উপ-স্থায়ী প্রতিনিধি ড. মোঃ মনোয়ার হোসেন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে উপরোল্লিখিত আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের অঙ্গীকার ঘোষণা করেন। তার বক্তব্যে ইউএনআরডব্লিউএ এর চলমান তহবিল ঘাটতির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি 'টেকসই, অনুমানযোগ্য এবং পর্যাপ্ত' তহবিল সুরক্ষার উপর জোর প্রদান করেন। তিনি বলেন, ফিলিস্তিনীদের সমর্থনের জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে ইউএনআরডব্লিউএ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে শুধু আর্থিক সমর্থন প্রদান করা সমাধান নয়, এই সংকটের একমাত্র সমাধান হল ১৯৬৭-এর পূর্ববর্তী সীমানা অনুযায়ী দ্বি-রাষ্ট্র ভিত্তিক সমাধান অর্জনের মাধ্যমে ইসরায়েলি অবৈধ দখল দারিত্বের অবসান ঘটানো।

উল্লেখ্য, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের রেজুলেশনের মাধ্যমে ১৯৪৯ সালে ফিলিস্তিনী উদ্বাস্তুদের তাদের দুর্দশার ন্যায্য এবং স্থায়ী সমাধানের জন্য সহায়তা এবং সুরক্ষা প্রদানের জন্য একটি মানবিক এবং উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইউএনআরডব্লিউএ। বর্তমানে এই সংস্থায় শরণার্থী হিসাবে ৫.৯ মিলিয়ন ফিলিস্তিনী নিবন্ধিত রয়েছে।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Realty Inc.

আমাদের সেবা সমূহ:
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.

Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন



Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেওলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইক কার্টকিস, স্নালবন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যাডক, ফ্লাউন্ডার, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমনহেড ফ্রাইস	$ 9.99
ফ্রোজেন স্যালমন ফ্রাইস	$ 18.99
স্যাভার স্যালমন ফ্রাইস	$ 13.99
সুলতানা স্যালমন ফ্রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

মার্কিন ভিসানীতি কতটা প্রভাব ফেলবে নির্বাচনে

॥ একেএম শামসুদ্দিন ॥

আগামী জাতীয় নির্বাচনে অনিয়ম ও জালিয়াতি ঠেকাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিসানীতি সাড়া জাগিয়েছে চারদিকে। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বাধা দেওয়া ও অনিয়মের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের ওপর মার্কিন ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপের হুঁশিয়ারিতে দেশের সব মহলই নড়েচড়ে বসেছে। এ নিয়ে তুমুল আলোচনা-সমালোচনাও হচ্ছে। এ ভিসানীতির আওতায় রাজনীতিক, বর্তমান ও সাবেক সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিচার বিভাগ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। এখানে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বাধা এবং ভোটের অনিয়ম বলতে ভোট কারচুপি, ভোটারদের ভোটের আগে ও পরে ভয়ভীতি দেখানো, সহিংসতার মাধ্যমে জনগণকে সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতা এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার প্রয়োগে বাধা দেওয়া। পাশাপাশি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে রাজনৈতিক দল, ভোটার, সুশীল সমাজ বা গণমাধ্যমকে তাদের মতামত প্রকাশে বাধা দিলে তাও এ ভিসানীতির আওতায় পড়বে। উল্লিখিত কর্মকাণ্ড সংঘটিত করার জন্য যারা আদেশ বা হুকুম দেবেন, তারাও হুকুমের আসামির মতো এ ভিসানীতির আওতাভুক্ত হবেন। পাঠক একটু লক্ষ করলেই বুঝতে পারবেন, ২০১৮ সালের সংসদীয় নির্বাচন থেকে শুরু করে এযাবৎ আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে যত উপনির্বাচন ও স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, ওইসব নির্বাচনেই ক্ষমতাসীন দলের পেটোয়া বাহিনী ও নির্বাচনে নিয়োজিত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দ্বারা উল্লিখিত প্রতিটি ঘটনা বারংবার ঘটেছে! সুতরাং এটি সহজেই বোঝা যায়, দলীয় সরকারের অধীনে এতদিন নির্বাচনে, সরকার নিয়ন্ত্রিত আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও ক্ষমতাসীনরা ভোটারদের যেভাবে বাধা দিয়ে এসেছে, মার্কিন এ ভিসানীতি যেন তারই আলোকে রচিত হয়েছে। বিগত দুটো সংসদীয় নির্বাচনসহ অন্য সব নির্বাচনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য ও প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের নিরপেক্ষ ভূমিকার কথা ভুলে গিয়ে যেভাবে পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করেছেন, এবার এ ভিসানীতি থেকে তারাও রেহাই পাবেন না।

এ কারণেই আমেরিকান ভিসানীতি নিয়ে সরকারি কর্মকর্তাদের ভেতর ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। খবরের কাগজের মাধ্যমে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার এটি ছিল 'টক অব দ্য সেক্রেটারিয়েট'। মার্কিন এ হুঁশিয়ারিতে সচিবালয়ের অনেক উচ্চ পদবির কর্মকর্তাদের বেশ উদ্বিগ্ন দেখা গেছে। জানা যায়, সচিবালয়ের কর্মকর্তারা যার যার ঘনিষ্ঠ কলিগের অফিস কক্ষে জড়ো হয়ে কাজের ছলে মার্কিন ভিসানীতি নিয়ে বিশ্লেষণে মেতে ছিলেন। বিশেষ করে যেসব মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তা এবং ভবিষ্যতে নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করতে পারেন এমন কেউ কেউ সিনিয়রদের কাছে নানাভাবে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। আমাদের সবারই জানা আছে, জেলার ডিসি ও উপজেলার ইউএনওরা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সরাসরি জড়িত থাকেন। নির্বাচন অনুষ্ঠান ও ফলাফল ঘোষণায় তাদের প্রভাব থাকে। বিগত প্রায় সব নির্বাচনে পক্ষপাতিত্বমূলক (সবাই নয়) আচরণ তাদের ওপর ভোটারদের আস্থা ও বিশ্বাসকে নষ্ট করে দিয়েছে। এমন অপকর্ম যে তারা নিজে থেকে করেছেন তা নয়। ক্ষমতাসীন দলের রাজনীতি করে যারা কর্মকর্তা হয়েছেন, তারা হয়তো নিজে থেকেই এসব অপকর্মে জড়িত হয়েছেন। আবার অনেকেই হয়তো চাকরি বাঁচাতে আদিষ্ট হয়ে ক্ষমতাসীনদের পক্ষে কাজ করেছেন। কিন্তু মার্কিন ভিসানীতি ঘোষিত হওয়ার পর আগামী নির্বাচনে তাদের কী ভূমিকা হবে, এ নিয়ে তারা এখন দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেছেন। এ বিষয় নিয়েও কেউ কেউ সচিবালয়ের সিনিয়র কর্মকর্তাদের পরামর্শ চেয়েছেন বলে খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে।

তবে বিষয়টি নিয়ে পাত্তাই দিচ্ছে না প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন। তাদের কথা হলো, নির্বাচন তফশিল হওয়ার পর নির্বাচনসংশ্লিষ্ট সব দপ্তর নির্বাচন কমিশনের অধীনে চলে যায়। কাজেই নির্বাচন কমিশনের আদেশ অনুযায়ী তারা সততার সঙ্গে কাজ করে থাকেন। তাদের এ কথায় আস্থা রাখতে পারছি না বলে আমরা দুঃখিত। কাগজেকলমে নির্বাচন কমিশনের অধীন চলে গেলেও ঘুড়ির সুতা যে টানা থাকে নাটাইয়ের সঙ্গে, সে কথা ভুলে গেলে চলবে কী করে? 'নির্বাচন অনুষ্ঠানে আমরা শতভাগ সততার সঙ্গে কাজ করি' বলে যতই দাবি করুন না কেন, বিগত নির্বাচনে তারা কতটুকু সততার পরিচয় দিতে পেরেছেন, তা এ দেশের ভোটারদের জানা আছে।

নির্বাচনে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। গত সংসদ নির্বাচন নিয়ে ভোটের আগের রাতে



পুলিশ কর্তৃক ব্যালট বক্স ভরার কথা তো একটি বিদেশি মিশনের প্রধানই বলে গেছেন। তিনি অবশ্য নিজ থেকে বলেননি; অন্যের কাছে শুনেছেন বলে তিনি বলেছেন। গত নির্বাচনে রাতের ভোটের কথা আমরা প্রথম জানতে ও দেখতে পাই ভোটের দিন বিবিসির সংবাদের মাধ্যমে। সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার স্বয়ং যখন 'আর রাতে ভোট হবে না' বলে জনগণকে আশ্বস্ত করেছিলেন, তারপর তো আর কোনো কথা থাকে না। তবে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় পুলিশের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ যেমন, তেমনই স্পর্শকাতরও বটে। মার্কিন ভিসানীতিতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ শর্তের কথা বলা আছে। 'সহিংসতার মাধ্যমে জনগণকে সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতা এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার প্রয়োগে বাধা দেওয়া।' পুলিশকে এখনই যেভাবে বিরোধী দলের সভা-সমাবেশ ও মিছিলে চড়াও হয়ে ছত্রভঙ্গ করে দিতে দেখা যাচ্ছে, আগামী দিনে তাদের কী ভূমিকা হবে, তা বলাই বাহুল্য। পুলিশ অবশ্য বলতে পারে, শান্তি ভঙ্গ হবে ভেবে ছত্রভঙ্গ করা হয়েছে। বিরোধীদের শান্তিপূর্ণ সমাবেশে ক্ষমতাসীনের চোরাগোপ্তা কুকর্মও তো শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে। তবে এ ধরনের পুলিশি অ্যাকশনে নিম্নপদস্থ সদস্যরাই জড়িত থাকে বেশি, যাদের বেশির ভাগ সদস্যেরই মার্কিন ভিসার হয়তো প্রয়োজন পড়বে না। তবে হুকুমদাতাও যে ভিসা পাবেন না, সে কথাও কিন্তু মার্কিন ভিসানীতিতে উল্লেখ আছে। পুলিশ হেডকোয়ার্টারের মুখপাত্রও বলেছেন, নিবার্চনকালীন পুলিশ নির্বাচন কমিশনের আওতায় থাকে। সেখান থেকে যেভাবে চালানো হবে পুলিশ সেভাবেই কাজ করবে। কথা তারা খুব সুন্দর করে বলেন ঠিকই; কিন্তু নির্বাচন চলাকালে দেখা যায়, নির্বাচন কমিশনের হুকুম তামিল করবে কী, ক্ষমতাসীন দলের নেতা-নেত্রীদের আদেশ-অনুরোধ রক্ষা করতেই তারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। মুশকিল হলো, অনেকেই যারা মার্কিন মুল্লুকে বিপুল অর্থকড়ি ব্যয় করে গাড়িবাড়ি করেছেন, তাদের কী হবে? যদিও এসব তথ্যের সত্যতা যাচাই করা যায়নি, তবুও যাদের কথা হাওয়ায় ভাসছে তাদের আগামী দিনে নির্বাচনে কী ভূমিকা থাকবে, তা এখন দেখার বিষয়। অর্থকড়ির মায়া কি তারা ত্যাগ করতে পারবেন?

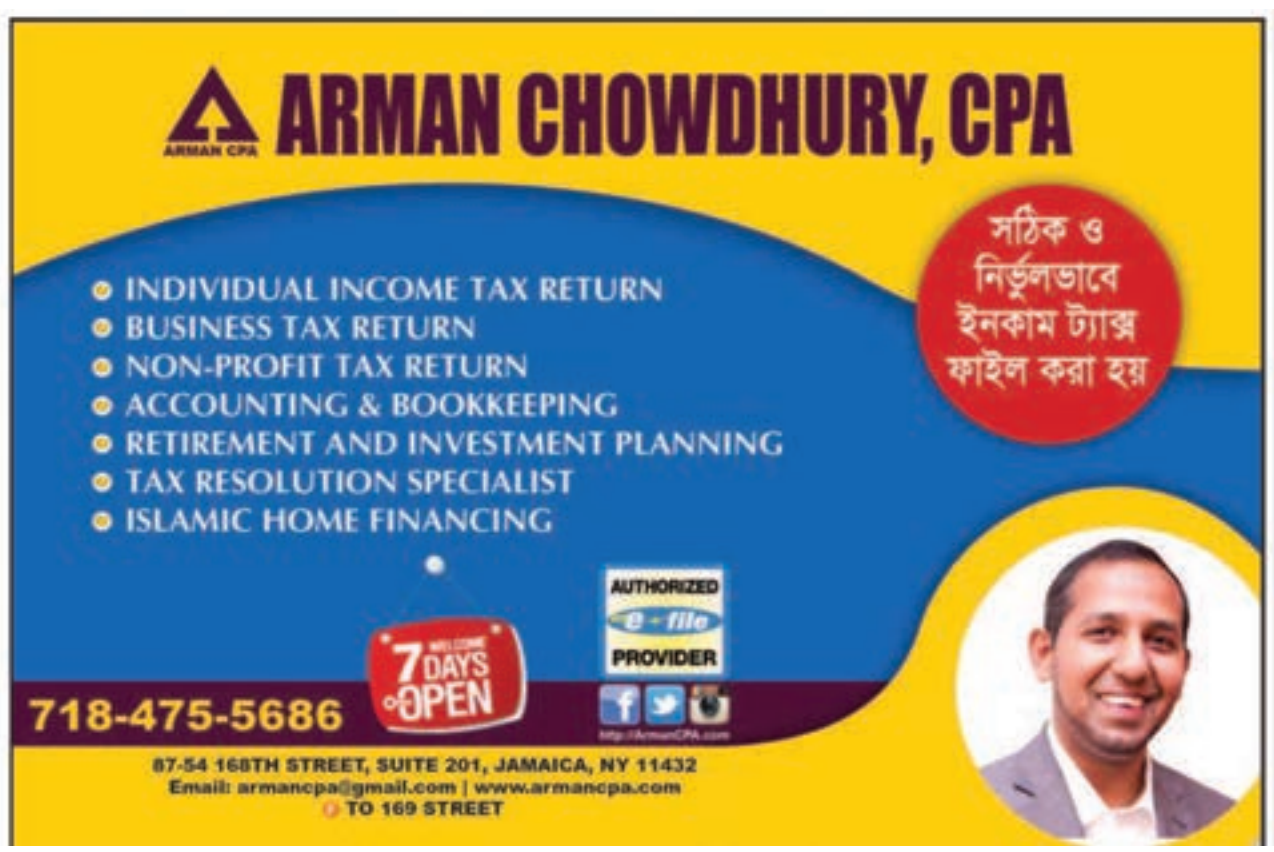
গত ২৬ মে ঢাকার এক দৈনিক পত্রিকার শিরোনাম ছিল, 'মার্কিন ভিসানীতি নিয়ে বড় কর্মকর্তারাই বেশি চিন্তিত'। জুতসই শিরোনাম বটে। সাধারণত দেখা যায়, সরকারি পদস্থ কর্মকর্তাদের অনেকেরই ছেলেমেয়ে যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছেন। আবার, অনেকের সন্তানরা উচ্চশিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে গমনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। পাশাপাশি অনেকেই আবার বেশ অর্থকড়ির মালিক হয়েছেন। তাদের বেশির ভাগই কানাডা কিংবা যুক্তরাষ্ট্রে গাড়িবাড়ি ক্রয়ে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করেছেন। এসব কর্মকর্তা মার্কিন হুঁশিয়ারিতে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। এক্ষেত্রে নিম্নপদস্থরা এখনো অত বেশি অ্যাফেক্টেড না। এতদিন যারা সরকারের ঘনিষ্ঠ থেকে গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন, তারা অনেকটা উভয় সংকটে পড়ে গেছেন। যদিও সরকারপ্রধান থেকে শুরু করে সবাই সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে বলে প্রতিবারই ঘোষণা দিয়ে থাকেন। তারপরও 'আন্ডার কাভার' অনেক বোঝাপড়াই থাকে ক্ষমতাসীন সরকার ও প্রশাসনের মধ্যে। বাস্তবে গত দুটো নির্বাচনে আমরা তা-ই দেখেছি! এবারও সরকারসংশ্লিষ্টরা সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা বলছেন। তবে এবার বহুমুখী চাপের মুখেও নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে তারা কী কৌশল প্রয়োগ করেন এখনই বলা যাচ্ছে না।

যুক্তরাষ্ট্রের এ ভিসানীতিকে সব মহল স্বাগত জানিয়েছে। বাংলাদেশের সরকারপক্ষ বলছে, যুক্তরাষ্ট্র ভিসানীতির মাধ্যমে 'প্রধানমন্ত্রীর সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের অঙ্গীকারকে' সমর্থন জানিয়েছে। ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ তাদের প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছে, ভিসানীতির কারণে বিএনপি চাপে পড়বে। তারা নির্বাচন বানচালের আন্দোলন করলেই নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বাধা প্রদান করছে বলে এ নীতির আওতায় পড়বে। বৃহত্তর বিরোধী দল বিএনপি জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের ভিসানীতি জনগণের দাবির সুস্পষ্ট প্রতিফলন। তবে আওয়ামী লীগের কিছু কিছু নেতার মন্তব্য হলো, সরকারকে ভয় দেখানোর জন্যই নির্বাচন সামনে রেখে যুক্তরাষ্ট্র এ ভিসানীতি করেছে। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মোহাম্মদ এ আরাফাতের মন্তব্যটি কিছুটা ব্যতিক্রম ঠেকেছে। ২৫ মে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের সঙ্গে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির প্রতিনিধিদের বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের আরাফাত বলেছেন, 'আমরা এটাকে মেনে নিচ্ছি না, প্রত্যাখ্যানও করি না। তাই এটাকে পাত্তা দিচ্ছি না।' আরাফাতের এমন বক্তব্যে আত্মগরিমার বহিঃপ্রকাশ বটে। তিনি অবশ্য অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও একটি কাজ করেছেন, তা হলো, বিএনপি নেতাদের নির্বাচনবিরোধী বেশ কয়েকটি বক্তব্য ও ভাষণের ভিডিও ফুটেজ তার ভেরিফায়েড পেজে আপলোড করে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবর একটি চিঠি লিখে জানিয়েছেন, 'আশা করি আপনাদের ভিসানীতি এসব বিএনপি নেতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে'। অর্থাৎ তাদের যেন ভিসা না দেওয়া হয়। আরাফাতের এ চিঠির কথা শুনে মন্দ লোকেরা বলছেন, সরকারের হুকুমে বিভিন্ন বিভাগে পুলিশ ও তার দলের কর্মীরা বিএনপির যে সভা-সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করে দিচ্ছে, সে ব্যাপারেও আরাফাত যদি কিছু লিখতেন, তাহলে তিনি যে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের কথা বলছেন তা আরও বিশ্বাসযোগ্য হতো।

মার্কিন ভিসানীতি সব মহলের জন্যই একটি সতর্কবার্তা। এ বার্তা বিরোধী দলের ওপর যত না চাপের সৃষ্টি করবে, তার চেয়েও সরকার আরও বেশি চাপ অনুভব করবে। শুধু এ দেশের জনগণই নন, আন্তর্জাতিক মহলও জানে যে, গত দুটো সংসদীয় নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল সরকারি প্রশাসনের সহায়তা নিয়েই ক্ষমতায় এসেছে। এসব নির্বাচনে কারচুপি হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র থেকে যেমন প্রতিক্রিয়া আশা করা হয়েছিল, বাস্তবে তা হয়নি। অনেকের ধারণা যুক্তরাষ্ট্র এতদিন ভারতের মাধ্যমে বাংলাদেশের পরিস্থিতি অবলোকন করেছে। বাইডেন প্রশাসন ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশের বিষয়ে তাদের আগের পলিসির আমূল পরিবর্তন হয়েছে। এখন তারা সরাসরি সবকিছু হ্যান্ডল করছে। মার্কিন ভিসানীতি ঘোষণার ফলে, যে প্রশাসনের সহায়তায় আওয়ামী লীগ ২০১৪ ও ২০১৯ সালে ক্ষমতায় এসেছে, সে প্রশাসনের অনেকেই হয়তো এবার ভোট কারচুপিতে অংশগ্রহণের ব্যাপারে উৎসাহ হারিয়ে ফেলবেন। কারণ, অনেকেই অনুমান করছেন, নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ না হলে নির্বাচনের পর নতুন করে আরও স্যাংশন আসতে পারে। বলা যায় না, মার্কিন এ ভিসানীতি বাংলাদেশের জন্য পরবর্তী স্যাংশনের প্রাথমিক সংকেত কি না। সরকার যদি সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন না করতে পারে, তাহলে এ ভিসানীতির আওতায় যারাই পড়বেন, তাদের ওপর নতুন করে স্যাংশন জারি হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। নির্বাচনে শুধু বাধা দিলে মার্কিন ভিসা পাওয়া যাবে না যেমন ঠিক, তেমনি নির্বাচনকে প্রভাবিত করলেও একই নিষেধাজ্ঞায় পড়তে হবে। দলীয় সরকারের অধীন এ নির্বাচনকে যদি প্রভাবিত করা হয়, সে ক্ষেত্রে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের বিরুদ্ধেও যদি একই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তাহলেও আশ্চর্য হব না।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা, কলাম লেখক





সেদিনের স্মৃতি-জানাযা এবং দাফন

(শেষের পাতার পর)

সম্পাদকমন্ডলীর একজন সদস্য। ৫ তারিখ থেকে ইউনিয়নের উদ্যোগে জাতীয় প্রেসক্লাবে বাংলাদেশের শ্রম আইনের ওপর একটা সেমিনার হয়েছিল। আমি সেমিনার আয়োজন কমিটির প্রধান। ৭ মে ছিল সমাপনী দিন। বিকেলে অনুষ্ঠানশেষে ফেরার পথে দুর্বৃত্তের গুলীতে নিহত হন শ্রমিক নেতা আব্দুর রহমান। সাথে প্রাণ হারান রিকশায় সহযাত্রী আমার বন্ধু বাসস'র রিপোর্টার ফেরদৌস আলম দুলাল। সাংবাদিক ইউনিয়ন বিক্ষোভে ফেটে পরে। সম্ভবত: ৮ কি ৯ তারিখে আমরা ইউনিয়নের নেতারা ক্যান্টনমেন্টে প্রেসিডেন্টের বাসভবনে গিয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করি। সময় দিয়েছিলেন সন্ধ্যায়। লনে বসে বেশ খানিকক্ষণ ধরে আমাদের কথা শোনেন এবং দুলাল হত্যার সুষ্ঠু বিচারের আশ্বাস দেন। তদন্তও শুরু হয়েছিল। কিন্তু তার ক'দিন বাদেই তিনি চট্টগ্রামে গিয়ে ও ভাবে নিহত হবেন তা ছিল অকল্পনীয় এবং অবিশ্বাষ্য। ১৯৮১এর ৩০ মে বিদ্রোহী সৈনিকদের হাতে তিনি চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে নিহত হন। মৃত দেহ মা টিচাপা দি য়ে রাখা হ য়ে ছিল রাঙ্গু নিয়ার এক টি টিলার ঢা লে (জায়গাটা আ মি প রে দৈ খে এ সে ছি। এ নিয়ে সাপ্তাহিক খবর বা চিত্রবাংলায় সচিত্র প্রতিবেদন লিখেছিলাম) । বলা হয়েছিল মৃতদেহ বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিদ্রোহ দমনের পর বিস্তর খোঁজখবরশেষে জানা যায় রাঙ্গুনিয়ার কথা। ১ জুন সেখান থেকে মরদেহ ঢাকায় আনা হয়। সম্ভবত: পরের দিন ২ জুন, মা নিক মিয়া এ ভিনিউ তে জানাযা শে ষে সংসদ ভব নের পা শে শে রে বাংলা নগ রের এক টি পতিত জায়গায় (পরিবর্তীত নাম চ দ্রিমা উদ্যান) দাফন করা হয়।

আ মি তখন এক টি দৈ নি কের রি পোর্টার। এ্যাসাইন মেন্ট ছিল। এছাড়াও ব্য ক্তিগত আগ্রহে জান-াযাসহ পুরো পর্বে অংশ নেই। মানিক মিয়া এ ভি নিউ য়ে অনু ষ্ঠিত জানাযা একপর্যা য়ে জনসমু দ্রের রূপ নেয়। প্রচুর জনসমাগম হয়। পু রো চত্বর টির ধারনক্ষমতা দুই লাখের মত, সে দিন গোটা এলাকা ছিল লো কে লোকারণ্য। বলার অ পেক্ষা রা খে না অতবড় জানাযা ছিল সমসাময়িককা লের ই তিহা সে এক টি বিরল ঘটনা।

আ মি ছিলাম আসাদ গে টের ও দিকটায়, ত বে দাঁড়া তে পে রে ছিলাম প্রথম দুইতিন সা ড়ির ম ধ্যেই। অল্পসম য়ে নামাজ হ য়ে যায়। কফিনে রাখা মৃত দেহ টি ছিল সেনাবা হিনীর তত্বাবধা নে। তবে কাপড় সড়িয়ে মুখ দেখানোর কোন পরিস্থিতি ছিল না। প্রচন্ড ভীড়। সবাই শেষ দেখা দেখতে চায়। জানাযা শেষ হওয়ার সাথেসাথেই আর্মির লোকেরা ক ফিন নিয়ে রওনা হ য় কবর দেয়ার নি র্দিস্ট স্থানের উ দ্দে শ্যে। আমা কে সেখানটায় যে তে হ বে। যে ভীড়, ভে বে দেখলাম ক ফিনের সা থে যে তে গে লে পাত্তাই পা বো না। কফিন নিয়ে ওরা রওনা হলো উত্তরে খেজুর বাগান হয়ে। আ মি ভিন্নপথ নেই। সংসদ ভব নের উত্তর পা শের রাস্তা ধরে শর্টকা টে এ সে যাই প শ্চিম ধা রে। দ্রুত পা চা লি য়ে পৌঁছে যাই কবর দেয়ার জায়গায়। একটু উঁচুমত স্থান। লোকজন চ লে আস ছিল। ভীড় দে খে ততক্ষ ণে পু লিশ জায়গাটা কর্ডন দি য়ে ফে লে ছে। মন্ত্রী বা ভিআই পি ছাড়া কাউ কে ঢুকতে দি চ্ছে না। আমি সাংবা দিক প রিচয় দি য়ে কোনম তে ঢু কে যাই। নি র্দিস্ট স্থা নে এ সে দে খি কবর খোরা হ য়ে গে ছে। দুই তিনজন লোক শেষ মুহু র্তের ড়ে সিং কর ছে। মন্ত্রী প রিষ দের অ নে কে এ সে গে ছে। সাংবা দিকও বেশ কয়েকজন ছি লেন। অন্যান্নে র ম ধ্যে গিয়াস কামাল ভাই আ তিক ভাই আতাউস সামাদ ভাই রিয়াজ ভাই তোজা ভাই য়ের কথা মনে কর তে পারছি। আর্মির কিছু লোক ছি লো। পু রো ব্যপার টা ছিল ওদের তত্বাবধা নে। ত বে আমা দের উপ স্থি তি নি য়ে কোন আপ ত্তি কর লো না। ক ফিন আস তে দেরী হচ্ছে। জানাযা শে ষে মর দেহ নি য়ে আ র্মির বোধহয় কিছু আনুষ্ঠা নিকতা ছিল। অভ্যাগতরা গাম্ভীর্য বজায় রে খে নীচুগলায় নিজে দের ম ধ্যে কথাবার্তা বলছি লেন। এক সময় এ লেন প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান। সামনে পে লেন স্বরাস্ট্রমন্ত্রী ক র্নেল (অব) মুস্তা ফিজুর রহমান কে। বেশ গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, মুস্তা ফিজ তোমার ডেপু টি মি নিস্টার কে তো পু লিশ আট কে রে খে ছে। যাও, ছা ড়ি য়ে নি য়ে এসো। আমরা হতবাক! পুলিশের মন্ত্রীকে পুলিশ ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না!

হো মের ডেপু টি মি নিস্টার ছি লেন শেরপুর থে কে নির্বা চিত পপ্রফেসর আব্দুস সালাম। প্রফেসর বিধায় আ মি তা কে স্যার ব লতাম। আমা কেও তি নি ভাল জান তেন। সংসদ অধিবেশন কাভার করতে গিয়ে প্রায় দেখা সাক্ষাৎ হতো। আমি জামালপুর থেকে স্কুল কলেজ পাশ করেছি জানার পর থেকে বেশ স্নে হের চোখে দেখতেন। ঘটনাটা হ য়ে ছে কি, বে টেখা টো ভদ্র লোক, সাধারনত: পাজামা পাঞ্জাবী পড়তেন। একদম আম পাবলি কের ম তো দেখ তে। সে দিন সঙ্গে বোধহয় স্টাফ কেউ ছিল না, পু লিশ চিন তে না পে রে তা কে কর্ড নের ভেত রে ঢুক তে দি চ্ছিল না! এই ঘটনাটা শাহ আ জিজ দে খে এ সে ছেন। মুস্তা ফিজ সা হেব ব লেন, দেখ তো কি কান্ড! স ঙ্গে স ঙ্গে একজনকে পাঠান প্র ফেসর সা হেব কে ভেত রে আন তে। অবশ্য এর মধ্যে স্যার চ লে আ সেন। হয় পু লিশ কে তি নি ম্যা নেজ কর তে পে রেছিলেন অথবা পু লিশ শেষ পর্যন্ত তা দের মন্ত্রী কে চিন তে পে রেছিল। স্যার ভীষন রাগ। ব লেন, এটা কোন কথা হ লো, এত ব লি আ মি হোমের ডেপু টি মি নিস্টার, ওরা আমার কথা বিশ্বাষই করে না! ওই পরিবেশেও আমরা মুখ টিপে হাসি।

যাই হোক, কিছুক্ষণ পর আ র্মি তা দের সাম রিক কায়দায় মর দেহবাহী ক ফিনটি নি য়ে আ সে। সাথে তাদের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা। আনুষ্ঠা নিকতা শে ষে লাশ কব রে নামা নো হয়। মুখ দেখানো হলো না। কেউ সে কথা তোলেও নাই, তবে কানাঘুষায় শুনলাম গুলীতে চেহারা বিকৃত হয়ে গেছিল, তাছাড়া কয়েকদিনের টানাহ্যাচড়ায় মরদেহ স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না। এরপর মা টি দেয়ার পর্ব। সবাই একদুই মু ঠি ক রে মা টি কব রে দি তে থা কে। আ মি একেবারে কবরের পা শেই দাঁ ড়িয়ে, দো নো মো নো কর ছিলাম আমারও কিছু মা টি ফেলা ঠিক হ বে কিনা, কারন আ মি তো পেশাগত দায়িত্ব পাল নে এ সে ছি। দেখলাম সি নিয়ররাও মু ঠোমা টি ফেল ছেন।

জিয়াউর রহমান সা হে বের ওপর আমার বেশ রাগভাব ছিল। তাকে আমি পঙ্গু মু ক্তি যোদ্ধা একজন বী রোত্তম, ক র্ণেল (অব) তা হের কে হত্যার জন্য দায়ী মনে করি। কোন দিনই এটা মান তে পা রি নাই। ত বে ওই মুহু র্তে তার কব রের পাশে দাঁ ড়ি য়ে এক ধরনের আচ্ছন্নতায় পড়ে গেছিলাম। ভাবছিলাম উনিও তো চ লেই গে লেন। মনে পড়তে থা কে তার সাথে আমার দেখা সাক্ষাতের মুহূর্তগুলো। সা-ংবাদিক হিসেবে কত অনুষ্ঠানে এ্যাসাইনমেন্ট কাভার করেছি। অনেক প্রেস কনফারেন্সে প্রশ্ন করেছি। কথা বলেছি। অনুষ্ঠান বিরতিতে একসাথে চা নাশতা করেছি। তার পুরোটা শাসনকাল আমি সরকারবিরোধী সাংবাদিকতা করেছি। সরকারের জন্য বিব্রতকর অনেক নিউজ করেছি। আমার লেখা প্রতিবেদন নিয়ে পার্লামেন্টে আলোচনা হয়েছে, কিন্তু কখনও জিয়াউর রহমান কোন নিউজের জন্য আমার বিরুদ্ধে এ্যাকশন নেন নাই। মনে পরে যেতে থাকে স্মৃতিগুলো। কিছুক্ষণ একঠায় মরদেহের দিকে তাকিয়ে থাকি, ভাবি- ইনিই সেই জিয়াউর রহমান, একদা দোর্দন্ড প্রতাপশালী রাষ্ট্রনায়ক! আজ হয়ে গেলেন অতীত।

ক্রমশ: মা টি তে ঢে কে যাওয়া কাফনে মোড়ানো মরদেহটার দি কে তা কি য়ে একমুঠ মা টি তুলে নেই হাতে। আলতো করে ফেলি কব রে। আরও একমুঠ। আরও একমুঠ। ম নে হ লো একটা বিরল ঘটনার স্বাক্ষী হ য়ে রইলাম!

(ফেসবুকে ইতিপূর্বে পোস্টকৃত, কিছুটা পরিবর্ধিত)

দাঁত দিয়ে নখ কাটেন?

(শেষের পাতার পর)

মাত্রা তিন রকম। এই যেমন:

ময়লা যাচ্ছে পেটে: নখের ভেতর ময়লা জমে। আপনি যখন দাঁত দিয়ে নখ কাটবেন তখন তা আপনার পেটে যাবে। আর পেটে নোংরা গেলে নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। আপনি বুঝতেও পারবেন না কেন আচমকা অসুস্থ হলেন। আপনি হয়তো ভালোভাবে হাত ধুয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু নখের ভেতর ময়লা থেকেই যাবে।

নখের সংক্রমণ: দাঁত দিয়ে নখ কাটলে নখে সংক্রমণের শঙ্কা বাড়ে। অনেক সময় তা ত্বকে ছড়িয়ে পড়ে। নখকুনির মতো সমস্যা খুবই সাধারণ এক্ষেত্রে।

দাঁতে সমস্যা হয়: নখই নয়, নখ কামড়ালে দাঁতের অ্যানামেলেরও সমস্যা হয়। আস্তে আস্তে উঠতে শুরু করে দাঁতের অ্যানামেল। তাছাড়া মুখে দুর্গন্ধও ছড়ায় ভয়াবহভাবে।





অধ্যাপক দেলোয়ার-বাদল নেতৃত্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র জিয়ার শাহাদৎ বার্ষিকী পালন

'তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনে অসহযোগ আন্দোলন'

















নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন ও সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আখতার হোসেন বাদলের নেতৃত্বাধীন বিএনপি'র উদ্যোগে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৪২তম শাহাদৎ বার্ষিকী পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলীনের মধুবন রেষ্টুরেন্টে মঙ্গলবার (৩০ মে) সন্ধ্যায় দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে শহীদ জিয়ার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা, দলীয় চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সুস্থ্যতা কামনা করা হয়। এছাড়াও সভায় বক্তারা শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন দাবী করে বলেন, ২০১৪ আর ২০১৮ সালের নির্বাচন সুষ্ঠু হলে আগামী নির্বাচন ঘিরে যুক্তরাষ্ট্র নতুন ভিসা নীতি আরোপ করতো না। বক্তারা হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, দেশবাসী আর প্রবাসীদের সাথে নিয়ে প্রয়োজনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠায় অসহযোগ আন্দোলনের গড়ে তুলে আওয়ামী লীগ সরকারকে বিদায় করা হবে। খবর ইউএনএ'র।

নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন এবং প্রতিষ্ঠাতা সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক যুগ্ম সম্পাদক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও মূলধারার রাজনীতিক আখতার হোসেন বাদল। আয়োজক সংগঠনের সভাপতি ওমর ফারুকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন মোহাম্মদ সোহেল। এর আগে অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী কালো ব্যাজ ধারণ করেন।

নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপি'র সভাপতি সালেহ আহমেদ মানিকের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বৃহত্তর নোয়াখালী জাতীয়তাবাদী ফোরামের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি পদপ্রার্থী মহিন উদ্দিন এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি রহমত উল্লাহ ভূইয়া। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন শিপন, সিটি বিএনপি'র সহ সভাপতি মাহবুবুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ শহীদ উল্লাহ সহ নাজমুল হাসান, হোসন মোহাম্মদ মনির, আল মাবুদ সম্রাট, সালাউদ্দিন রুবেল, মোহাম্মদ নোমান সিদ্দিকী, মোহাম্মদ হোসাইন, মনির আহমদ, আশরাফুল হাসান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন বলেন, 'ভোটার বিহীন রাতের ভোটে নির্বাচিত' সরকারের অন্যায়, অবিচার, দূর্নীতি, বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা-হামলা, গুম, খুনের ঘটনায় দেশের জনগণের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। দেশ ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন-ই এখন দেশের জনগনের একমাত্র দাবী। বলেন, দেশের গণতন্ত্র রক্ষায় আজ আমেরিকা এগিয়ে এসেছে। তিনি বলেন, শেখ হাসিনা সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত দেশের মতো প্রবাসেও আন্দোলন, বিক্ষোভ-সমাবেশ অব্যাহত থাকবে।

আখতার হোসেন বাদল তার বক্তব্যে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক, আধুনিক বাংলাদেশের জনক, জিয়া ছিলেন একজন খাঁটি দেশ প্রেমিক গণতন্ত্রমনা মানুষ। বলেন, জিয়ার সততা আর রাজনৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই ছাত্রদল থেকে শুরু করে বিএনপি'র রাজনীতি করছি, আমৃত্যু বিএনপি'র রাজনীতি করব। তিনি দলীয় চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে দেশ ও প্রবাসে 'হাসিনা সরকারের পদত্যাগ'-এর আন্দোলন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবী করেন।

মহিন উদ্দিন বলেন, বাংলাদেশের গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

রহমত উল্লাহ ভূইয়া তার বক্তব্যে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের এক দফার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রবাসী ও দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

সভায় বক্তারা অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন ও আখতার হোসেন বাদলের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র কমিটি এবং কোন কোন বক্তব্য আগামী জাতীয় নির্বাচনে চাঁদপুর-৫ আসন থেকে বাদলকে মনোনয়ন দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় বিএনপি'র প্রতি দাবী জানান।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩



KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorized e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপু ভাভাত
ফারহানা আমিরান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইডেন কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন ইউএস এ ইনক এর

বৈশাখ ও ঈদ পূনর্মিলন অনুষ্ঠান পালিত

নিউইয়র্কঃ গত ৭ই মে ২০২৩ রবিবার, নিউইয়র্কস্থ ইডেন কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক নিশাত খান আজাদের কুইনস ভিলেজের বাসভবনে পালন করা হোলো বৈশাখ ও ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্ঠান। এদিন দুপুর ১২টা থেকে প্রবাসে অবস্থিত প্রাক্তন শিক্ষক ছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখ করার মত, অনুষ্ঠানের মুল আকর্ষন ছিলেন সংগঠনের সভাপতি প্রফেসর লাইলী মোশারফ, সভাপতির সাগত বক্তব্য ও সাধারন সম্পাদকের আন্তরিক অভ্যর্থনার মাধ্যমে শুরু হয় মুল অনুষ্ঠান। নানান রকম এপিটাইজার ও পিঠা পুলি দিয়ে টেবিল ছিল পরিপূর্ন, এরই ফাঁকে ফাঁকে চলে গল্প আড্ডা স্মৃতিচারন। দুপুরের মধ্যান্য ভোজে আয়োজন করা হয়েছিল বিভিন্ন পদের ভর্তা সহ লোভনীয় সব খাবার ও মিষ্টি দিয়ে। অনুষ্ঠানের সকল খাবার শিক্ষক ও ছাত্রীদের নিজ তৈরী করা। দ্বিতিয় পর্বে ছিল গানের আসর, নিউইয়র্কের অত্যন্ত পরিচিত মুখ তাহমিনা সহিদ, সদাহাস্য মিষ্টি গলার অধিকারী তার গান দিয়ে মুগ্ধ করেন সবাইকে, গানের ফাকেও চলে কৌতুক, গল্প, লটারির মাধ্যমে চিরকুট তুলে মজা করা, সাংস্কৃতিক পর্বটি উপস্থাপনা করেন লুবনা কাইজার ও রেশমা চৌধুরী। অনুষ্ঠান চলে দীর্ঘ সময় ধরে। আবহাওয়া অনুকুলে ছিল বারতি পাওনা, তবে পুরো অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য ছিল সকল ছাত্রী ও শিক্ষক একই রকম শাড়ী পরে অনুষ্ঠানে আসা, উল্লেখ্য শাড়ীগুলো সকল ছাত্রীদের কে উপহার দিলেন প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় লাইলী আপা।

সবশেষে মাদার্স ডে উপলক্ষে কেক কেটে সভাপতি সকল মা'কে অভিনন্দন জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করলেন।





ATTORNEY
M. MUSTAFA
(A full service Law Firm)
LLB Honors (1st Class)
LLM (1st Class). Bangladesh
Barrister-At-Law, London
Attorney-At-Law. NY
718-487-4873

PERSO AL INJURY & DEATH DAMAGES CLAIMS
- Lead Poisoning
- Construction Work
- Slip and Fall
- Medical & dental Malpractice
- Hospital Negligence
- Delayed Treatment
- Failure to Diagnose
- Cancer & other fatal diseases
- Anesthesia & Gynecologic Surgery Malpractice
- Defective Child Birth
- Nursing Home Neglect and abuse etc.
- Wrongful Death Claim
- Car and Bi-cycle Accident and injury
- Taxi, Bus- Subway, and Train accidents
- Elevator and Escalator Accident
- Explosion and Fire Accident
- Defective product and electrical shock

IMMIGRATION MATTERS
- Green Card through "EB1 TO EB5"
- Political Asylum
- Detention and Bond
- All immigration court issues and cases
- Cancellation of Removal
- Adjustment of Status
- Condition Removal
- Business Immigration HB, L1, E2
- Green Card Replacement /Renew
- Complex Citizenship
- Re-entry permit
- Collection of Immigration Record
- Waiver
- Deportation
- Family Petitions
- Green card through Adoption or Orphan
- Immigration Appeals and Motions
- Canadian Immigration
- Student Visa process for USA, Canada, UK

GENERAL PRACTICE AREAS
- Divorce and Family Matter
- Child Support and Modification
- Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure
- Bankruptcy
- All civil Matters
- Landlord-Tenant
- Incorporation
- Power of Attorney
- Wills, Trust, and Estate Planning
- Overtime and Wages Issue
- All Criminal Matters

148-45 Hillside Ave, Suite 203, Jamaica, NY 11435
Phone : 718-487-4873 Text : 917-285-6247 Email : abmostofa1@gmail.com

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে
বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয়
সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

‘সুবহানা’আল্লাহ’র

(শেষের পাতার পর)

তাসবীহ ‘সুবহানা’আল্লাহ’ তথা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা। এই পবিত্রতা বর্ণনা করার অর্থ কি আর কেনই বা আমরা সকাল-সাঁঝে, সালাতে, প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের কথা-বার্তায় ‘সুবহানা’আল্লাহ বলে থাকি? এই তাসবীহ-এর হাকিকত আমাদেরকে জানতে হবে। অবচেতন মনে সারাক্ষণ তসবীহ মালা জপ করা হলে সেই তাসবীহ প্রাণ পায় না। আর জেনে বুঝে এর মর্মার্থ অনুধাবন করে পাঠ করলে অবশ্যই আমাদের জীবনে এর ইতিবাচক ও ফলপ্রসু প্রভাব পড়বে।

সুবহানা শব্দটি নামবাচক শব্দ, সাবাহা মূল শব্দ থেকে নির্গত বা রূপান্তরিত। সুবহানা’আল্লাহ কালিমাতু তান-যিহুহ ও তাকদিসুন। তাকদীসুন কুদ্দুসুন থেকে। মূল ধাতুর অর্থ হলো, সব রকম মন্দ বৈশিষ্ট্যমুক্ত ও পবিত্র হওয়া। সে আলোকে সুবহানা’আল্লাহ অর্থ হলো, আল্লাহ তা’আলার পবিত্র সত্তা কোন প্রকার দোষ-ত্রুটি অথবা অপূর্ণতা কিংবা কোন মন্দ বৈশিষ্টের অনেক উর্ধ্বে। বরং তা এক অতি পবিত্র সত্তা যার মন্দ হওয়ার ধারণাও করা যায় না। আরো ভালভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে, চরম পবিত্রতা প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌমত্বের প্রাথমিক অপরিহার্য বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত যে সত্তা দুষ্ট, দুশ্চরিত্র এবং বদনিয়াত পোষণকারী, যার মধ্যে মানব চরিত্রের মন্দ বৈশিষ্ট্যসমূহ বিদ্যমান এবং যার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভের অধিনস্তরা কল্যাণ লাভের প্রত্যাশী হওয়ার পরিবর্তে অকল্যানের ভয়ে ভীত হয়ে উঠে এমন সত্তা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে তা মানুষের স্বাভাবিক বিবেক বুদ্ধি ও স্বভাব-প্রকৃতি মেনে নিতে অস্বীকার করে। কারণ পবিত্রতা ছাড়া নিরংকুশ ক্ষমতা অকল্পনীয়।

আল কুরআনের অসংখ্য জায়গায় তাসবীহ ও তার প্রতিশব্দ কুদ্দুসুন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ ছাড়া তাঁর সৃষ্টিলোকে যতকিছু আছে সেই সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে যত প্রকার দুর্বলতা আছে, মহান আল্লাহ সেই সমস্ত দূর্বলতা থেকে সম্পুর্ণমুক্ত। আল্লাহ তা’আলা বলেন,“আল্লাহ সেই সব শিরক থেকে পবিত্র যা লোকেরা করে থাকে।”(সুরা হাশর:২৩) যারাই আল্লাহর ক্ষমতা, ইখতিয়ার ও গুণাবলীতে কিংবা তাঁর সত্তায় অন্য কোন সৃষ্টিকে অংশীদার বলে স্বীকৃতি দিচ্ছে প্রকৃতপক্ষে তারা অতিবড় এক মিথ্যা বলছে। কোন অর্থেই কেউ আল্লাহ তা’আলা শরীক বা অংশীদার নয়। তিনি তা থেকে পবিত্র।”(সুরা মায়েদা:১১৬)

আমাদের প্রতিটি সালাতে নিজেদের অভিজাত্যের সকল অহংবোধ, অযথা সব মর্যাদা, গর্ব-অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ, মান-অভিমানকে এক পাশে ঠেলে দিয়ে সারা জাহানের প্রভূ, পরম দয়ালু মনিব, সার্বভৌম ক্ষমতার নিরংকুশ মালিক, পরাক্রমশালী রাজাধিরাজ, ইজ্জত-অপমানের একমাত্র মালিকের সামনে মর্যাদার প্রতিক তথা মাথা, কপাল ও নাক মাটিতে লুটিয়ে দেই। যা পৃথিবীর আর কোন শক্তির সামনে নত করে দেই না। সিজদা নামক সেই কর্মে আমরা বলি, সুবহানা’আল্লাহ রাব্বিয়াল আ’লা অর্থাৎ “তুমি সকল প্রকার দুর্বলতা, অক্ষমতা. অপারগতা, অংশীদারিত্ব থেকে পবিত্র। আমি দুনিয়ার সকল কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র তোমারই সামনে নিজেকে লুটিয়ে দিয়ে আমি তোমার মহানত্ব ও শ্রেষ্টত্বের পবিত্রতা ঘোষনা করছি।’ আমার সকল অহংবোধ, আভিজাত্য, মর্যাদা সকল কিছুকে তোমার সমীপে লুটিয়ে দেয়াকে নিজের অপমাণ নয় বরং সম্মানবোধ করছি, এ জন্য যে, আমি আমার মর্যাদার এই প্রতীকগুলো যথার্থ সৃষ্টিকর্তার সামনেই লুটিয়ে দিতে পেরেছি।

পৃথিবীর তামাম সৃষ্টিকুলের কেহ যদি তাঁর তাসবীহ, তাহ-লীল, তাহমিদ ও তাকবির না করে তবু তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতার এতটুকু কিছুই যায় আসে না। কারণ তিনি মুখাপেক্ষীহীন এক প্রবল পরাক্রান্ত সত্ত্বা। তিনি নিজে নিজেই প্রশংসিত। আল্লাহ তা’আলা বলেন,“ এবং অধিক মাত্রায় আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকো। আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।” (সুরা জুমআ:১০) আল্লাহ তা’আলা বলেন, আমি লোকমানকে সুক্ষ্মজ্ঞান দান করেছিলাম যাতে সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে সে তার কৃতজ্ঞতা হবে তার নিজের জন্য লাভজনক। আর যে ব্যক্তি কুফরী করবে, সে ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ অমুখাপেক্ষী এবং নিজে নিজেই প্রশংসিত।”(সুরা লোকামন:১২)

আল্লাহ তা’আলা বলেন,“তিনি ঘুমান না এবং তন্দ্রাও তাঁকে স্পর্শ করে না।”(সুরা বাকারা:২৫৫) মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর সত্তাকে যারা নিজেদের দূর্বল অস্তিত্বেও সদৃশ মনে করে এবং যাবতীয় মানবিক দুর্বলতাকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করে, এখানে তাদের চিন্তা ও ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে। যেমন বাইবেলের বিবৃতি মতে আল্লাহ ছয় দিনে পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করেন এবং সপ্তমদিনে বিশ্রাম নেন। মহান আল্লাহ এ সমস্ত দূর্বলতা এবং এদের চিন্তা থেকে মহা পবিত্র। তিনি চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব। আল্লাহ তা’আলা বলেন, ‘তাঁর কর্তৃত্ব আকাশ ও পৃথিবী ব্যাপী। এগুলোর রক্ষাবেক্ষন তাঁকে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত করে না। মূলত: তিনিই এক মহান ও শ্রেষ্ট সত্তা।’(সুরা বাকারা:২৫৫) তিনি ঘুম, তন্দ্রা, ক্লান্ত,পরিশ্রান্ত ও বিশ্রাম থেকে পবিত্র।

কেউ সকাল-বিকাল আল্লাহর তাসবীহ করলো কি করলো না তাতে আল্লাহর কিছুই যায় আসে না। তিনি মুখাপেক্ষীহীন সত্তা। তাসবীহ করলেও তিনি পবিত্র না করলেও তিনি পবিত্র। আল্লাহ তা’আলা বলেন,“আল্লাহুস সামাদ অর্থাৎ আল্লাহ কারোর ওপর নির্ভরশীল নন এবং সবাই তাঁর ওপর নির্ভরশীল। তিনি বেনিয়াজ, অমুখাপেক্ষী। তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনি কারোর সন্তান নন।”(সুরা ইখলাস:২-৩) মুশরিকরা যুগে যুগে ধারণা করে এসেছে যে, মানুষের মতো আল্লাহর একটি জাতি বা শ্রেনী আছে। তার সদস্য সংখ্যাও অনেক। তাদের মধ্যেও বিয়ে-শাদী এবং বংশ বিস্তারের কাজও চলে।

আল্লাহ তা’আলা বলেন, ‘এবং সকাল সাঁঝে তাঁর মাহমা ঘোষণা করতে থাকো।’ (সুরা আহযাব:৪২) যারা রাসুল্লাহ সা: কে বিদ্রুপ ও নিন্দাবাদ করে, আল্লাহর সত্য দীনকে ক্ষতিগ্রস্থ করার জন্য যারা রাসুলের বিরুদ্ধে অপ-প্রচারের মুফান সৃষ্টি করে তখন এ সমস্ত বাজে কথা শুনা বা তার জবাব দেয়া মুসলমানদের কাজ নয়। বরং এ সময় আল্লাহকে বেশী করে স্মরণ করা। সকাল সাঁঝে আল্লাহর মহিমা ঘোষনা করার অর্থ হচ্ছে সর্বক্ষণ তাঁর তাসবীহ করা। আর তাসবীহ করা মানে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা, নিছক তাসবীহর দানা হাতে নিয়ে গুণতে থাকা নয়। বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে পরিচালিত অপপ্রচার, বিদ্রুপ ও নিন্দা ইত্যাদি সকল কিছু থেকে আল্লাহ পবিত্র। এই চিন্তা-চেতনা মনে প্রাণে ধারণ করা। অন্যথায় শুক্রদের ছড়ানো সন্দেহ সংশয় জড়িয়ে পড়তে হবে।

আল্লাহ তা’আলা বলেন, ‘আসমান যা আছে এবং যমীনে যা আছে সবই আল্লাহ তাসবীহ করছে। তিনি বাদশাহ, অতি পবিত্র এবং মহাপরাক্রমশালী ও জ্ঞানময়।’(সুরা জুম’আ:১) প্রথম আয়াত থেকে পরবর্তী কয়েকটি আয়াত মক্কার ইহুদীদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। তাদের মতে কোন অইসরাঈলী নবীর মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকেও কোন শিক্ষা এসে থাকলে তা মেনে তারা আদৌ প্রস্তুত। নয়। এই আচরণের কারণে পরবর্তী আয়াতে তিরস্কার করা হয়েছে। প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, বিশ্ব জাহানের প্রতিটি বস্তু আল্লাহর তাসবীহ করছে। অর্থাৎ গোটা বিশ্ব জাহান এ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, যেসব অপূর্ণতা ও দুর্বলতার ভিত্তিতে ইহুদীরা তাদের বংশীয় শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা কায়েম ও বদ্ধমূল করে রেখেছে আল্লাহ তা থেকে মুক্ত ও পবিত্র। তিনি কারো আত্মীয় নন। তাঁর কাছে পক্ষপাতিত্বমূলক কোন কাজ নেই। তিনি নিজের সমস্ত সৃষ্টির সাথে সমানভাবে ইসসাফ, রহমত ও দ্রুতিপালক সূলভ আচরণ করেন। তিনি বাদশাহ। বিশ্ব জাহানের কোন শক্তিই তাঁর ক্ষমতাকে খর্ব বা সীমিত করতে পারে না। সকলেই তাঁর দাস ও প্রজা। মানুষের সৎপথ প্রদর্শনের জন্য তিনি কাকে নবী বানাবেন, একান্তই তাঁর ইচ্ছাধীন। তিনি মহাপবিত্র। অর্থাৎ তাঁর সিদ্ধান্ত ভুল-ত্রুটির কোন সম্ভবনা থাকতে পারে না। তিনি ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র, তা থেকে অনেক উর্ধ্বে।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের কোষাধ্যক্ষ রশীদ আহমদের

(শেষের পাতার পর)

ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। উত্তর সিলেটের প্রবীণ আলেমে দ্বীন, কোম্পানীগঞ্জের খাগাইল মাদ্রাসার সাবেক নাজিমে তালিমাত, আল্লামা মোশাহিদ বায়মপুরী (র.)-এর শিষ্য ও শায়খে ছত্রপুরীর (র.)-এর খলিফা মাওলানা শায়খ আব্দুল মতিন নন্দিরগ্রামী বৃহস্পতিবার (১ জুন) রাত ৯টার দিকে গ্রামের নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, চার ছেলে, দুই মেয়ে, নাতি-নাতনি ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তাঁর বড় ছেলে মাওলানা রশীদ আহমদ।

এদিকে শুক্রবার (২ জুন) বিকেল ৩টায় মরহুমের গ্রাম নন্দিরগাঁও মাঠে তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশ নেন। খবর ইউএ-নএ’র।

জানা গেছে, মাওলানা শায়খ আব্দুল মতিনের জন্ম ১৯৩৮ সালের ২ মে সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার নন্দিরগাঁও ইউনিয়নের মানাউরা গ্রামে। ১৯৭২ সালে তিনি উপমহাদেশের প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ আল্লামা মুশাহিদ বায়মপুরী (রা.) এর তত্ত্বাবধানে দারুল উলুম কানাইঘাট থেকে দাওরায়ে হাদিস পাশ করে পরের বছরই কোম্পানীগঞ্জের খাগাইল মাদ্রাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। তিনি ছিলেন খাগাইল মাদ্রাসার দীর্ঘ ৪৬ বছরের শিক্ষক ও নাজিমে তালিমাত। এলাকায় তিনি ‘বড় মেছাব’ নামে পরিচিত ছিলেন। তার ইন্তেকালের খবরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

শোক প্রকাশ: নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের কোষাধ্যক্ষ রশীদ আহমদের পিতা মাওলানা শায়খ আব্দুল মতিন-এর ইন্তেকালে প্রেসক্লাবের সভাপতি আবু তাহের ও সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম গভীর শোক এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন। এছাড়াও সাপ্তাহিক বাঙালী সম্পাদক কৌশিক আহমদ, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, সাপ্তাহিক হককথা সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর, সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক মিজানুর রহমান, সাপ্তাহিক মুক্তচিন্তা সম্পাদক ফরিদ আলম, সাপ্তাহিক নিউইয়র্ক কাগজ সম্পাদক আফরোজা ইসলাম মাওলানা শায়খ আব্দুল মতিন-এর ইন্তেকালে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

এদিকে বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি সিলেট জেলার সাবেক দপ্তর সম্পাদক মাওলানা রশীদ আহমদের পিতা মাওলানা শায়খ আব্দুল মতিনের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছে জাতীয় ইমাম সমিতি সিলেট জেলা শাখা। এক বিবৃতিতে জেলা ইমাম সমিতির সভাপতি মাওলানা মোহাম্মদ এহসান উদ্দিন ও সেক্রেটারী মাওলানা জালাল উদ্দীন ভুঁইয়া বলেছেন, শায়খ আব্দুল মতিনের ইন্তেকালে সিলেটবাসী একজন নিভৃতচারী বুজুর্গকে হারালো। তারা মরহুমের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন ও শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?

বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন

রাফি সাফওয়ান

ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে

সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :

267-992-3201

Park Realty

of Western New York

155 Summer St
Buffalo, NY 14222

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে নামছেন ক্রিস ক্রিস্টি

(শেষের পাতার পর)

তিনি। আগামী সপ্তাহেই আসছে তার প্রার্থীতার লড়াইয়ের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। একসময়ের প্রতিদ্বন্দ্বী ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গেই এই প্রতিযোগিতায় নামছেন ক্রিস্টি।

নিউ হ্যাম্পশায়ারের সেন্ট অ্যানসেলম কলেজ টাউন হল থেকে আগামী মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ক্রিস্টি তার প্রার্থীতা আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করবেন। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের খবরে এ তথ্য জানানো হয়েছে। ক্রিস ক্রিস্টি, ৬০, ডোনাল্ড ট্রাম্পের একজন কড়া সমালোচক ও রিপাবলিকান দলের সামনের সারির নেতা।

এই সপ্তাহেই ক্রিস্টি একটি শক্তিশালী পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটি- পিএসি ঘোষণা করেছেন এবং আশা করছেন প্রেসিডেন্সিয়াল প্রার্থীতায় তিনি জিওপির সমর্থন পাবেন। 'টেল ইট লাইক ইট ইজ' এই ছিলো ক্রিস্টির ২০১৬ সালের ক্যাম্পডেসির স্লোগান। আবার সেই নামে নতুন গ্রুপ করা হয়েছে। আর তার সঙ্গে রয়েছেন ব্রায়ান জোন্স, বিল পালাটুসি, রুস ক্রিয়েফারের মতো নেতারা।

জিওপি ভোটাররা এখন বলছেন তারা বিকল্প প্রার্থীতার ব্যাপারে খোলামন, তবে দল থেকে ক্রিস্টির প্রার্থীতা ততটা সহজ হবে বলে মনে করছেন না রাজনৈতিক বিশেষকরা।

২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে বিপাবলিকান দলের সম্ভাব্য প্রার্থীদের মধ্যে আরও রয়েছেন ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডিস্যান্টিস, সাউথ ক্যারোলিনার সাবেক গভর্নর নিকি হ্যালে ও সাউথ ক্যারোলিনার সেনেটর টিম স্কট।

এর আগে ২০১৬ সালেও ক্রিস্টি দলের প্রার্থিতা চেয়েছিলেন কিন্তু নিউ হ্যাম্পশায়ারের প্রাইমারিতে ৬ষ্ঠ অবস্থানে চলে যাওয়ার পর প্রার্থীতা বাতিল করেন। সে বছর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পক্ষেও সক্রিয়ভাবে কাজ করেন। কিন্তু ২০২০ সালের নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কর্মকান্ডের কড়া সমালোচক হয়ে ওঠেন ক্রিস ক্রিস্টি।

আমেরিকার সবচেয়ে ধনী নারী

(শেষের পাতার পর)

তারাই জায়গা পেয়েছেন এই তালিকায়। এর মধ্যে রয়েছেন ১৫ জন তারকা। যারা শোবিজ জগতে কাজ করেই ধনীদের এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হলেন। ধনী নারী তারকাদের মধ্যে এগিয়ে আছেন অপরাহ উইনফ্রে। মার্কিন এই টেলিভিশন ব্যক্তিত্বের সম্পদের পরিমাণ ২ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার। সম্প্রতি তিনি ৯০০ একরের একটি জায়গা কিনেছেন বলে জানা গেছে। দ্বিতীয় স্থানে আছেন রিয়ানা। বারবাডিয়ান- আমেরিকান এই সংগীতশিল্পী ও ব্যবসায়ীর সম্পদের পরিমাণ ১ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার। এই সম্পদের বেশিরভাগ এসেছে তার মেকআপ ব্র্যান্ড 'ফেন্টি বিউটি' থেকে। কিম কার্দাশিয়ানের অবস্থান তৃতীয়। ১ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার নিয়ে নিজের দাপট বজায় রেখেছেন এই টিভি ও বিজনেস মোগল। গেলো গ্রীষ্মে তিনি নিজের বিউটি ব্র্যান্ড চালু করেছেন। এছাড়া তার একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। টেইলর সুইফট রয়েছেন চতুর্থ স্থানে। তার সম্পদের পরিমাণ ৭৪০ মিলিয়ন ডলার। গত এক বছরে তার সম্পদ বেড়েছে ১৭০ মিলিয়ন ডলার। যা অন্য সবার মধ্যে সর্বোচ্চ। সুইফটের সম্পদ বৃদ্ধির মূল কারণ তার ওয়ার্ল্ড ট্যুর। এই ট্যুরের প্রতিটি কনসার্টেই বিপুল সাড়া পেয়েছেন গায়িকা। এছাড়া তার সাম্প্রতিক অ্যালবাম 'মিডনাইট'ও সুপারহিট হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া কুইন কাইলি জেনারের অবস্থান পঞ্চম। তার ৬৮০ মিলিয়ন ডলার সম্পদের বেশিরভাগই এসেছে কসমেটিক ব্র্যান্ড 'কাইলি কসমেটিক' থেকে। শুরুতে এটা তার একার ছিল। তবে ২০২০ সালে তিনি ফরাসি বিউটি জায়ান্ট 'কটি'র কাছে ৫১ শতাংশ শেয়ার বিক্রি করেন ৬০০ মিলিয়ন ডলারে। সম্পদের নিরিখে আরও যারা তালিকায় জায়গা পেয়েছেন, তারা হলেন- ম্যাডোনা (৫৮০ মিলিয়ন), বিয়ন্সে (৫৪০ মিলিয়ন), সেলিন ডিয়ন (৪৮০ মিলিয়ন), জুডি শেন্ডলিন (৪৮০ মিলিয়ন), ডলি পার্টন (৪৪০ মিলিয়ন), রিজ উইদারস্পুন (৪৪০ মিলিয়ন), বারব্রা স্ট্রেইসান্ড (৪৩০ মিলিয়ন), ইলেন ডেজেনারস (৩৮০ মিলিয়ন), সেরেনা উইলিয়ামস (২৯০ মিলিয়ন) ও শোন্ডা রাইমস (২৫০ মিলিয়ন)।

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের

(শেষের পাতার পর)

রাজিউন)। জানা গেছে, রাতে হঠাৎ তার বুকে শুরু হলে এম্বুলেন্স ডেকে তাকে নিকটবর্তী হাসপাতাল নেয়া হলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য, তার দেশের বাড়ী সিলেটের বিয়ানিবাজারে।

জানা গেছে, জন উদ্দিন গ্রীষ্মকালীন সময়ে আলাবামা রাজ্যের ডেমোপ্লাস শহরে একটি হোটেলে কাজ করতেন। কাজের জন্যই তারা এ শহরে থাকতেন। তাদের বসবাস ছিলো টেক্সাসে। সেখানে তাদের বাসা রয়েছে। এর আগে তিনি ফ্লোরিডা ও নিউইয়র্কে বসবাস করেন। তার ১২ বছরের একটি ছেলে রয়েছে।

এদিকে জন উদ্দিনের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে বড়ভাই জালাল উদ্দিন মিশিগান থেকে টেক্সাসে পৌছেন। সেখানে তার স্ত্রী সন্তানের সাথে কথা বলে লাশ কোথায় দাফন করা হবে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে জানা গেছে।

শোক প্রকাশ: জন উদ্দিনের মৃত্যুতে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি বদরুল হোসেন খান ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম এক বিবৃতিতে গভীর শোক ও সমবেদন প্রকাশ করেছেন।

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত

কাজী ইমাম মাওলানা

আব্দুল মুকিত

পেশ ইমাম, দারুস সালাম মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো, মেরিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা প্রদান করা হয়।

পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!

I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT

Authorized IRS e-file Provider

IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।

ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ

নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:

বাংলা ট্যুর

৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

থেরাপিস্ট আবশ্যক

চিকিৎসক কর্তৃক প্রেসক্রাইবকৃত একজন রোগীর জন্য থেরাপিস্ট আবশ্যক ।

যোগাযোগঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৩৭১-৮৮৯৮

NOTICE

Ibne Studios, LLC, filed Articles of Organization with the NY Secretary of State ("NYSOS"), on 12/06/2022. Office location: Queens County. NYSOS is designated as agent of the LLC upon whom process against it may be served. NYSOS shall mail copy of process to: 187-11 Wexford Terrace, 1st Floor, Jamaica, NY. Purpose: Any lawful purpose.
Please confirm receipt of this email and if you have any questions or concerns.
Contact: Sanan Ibne. **Cell: 347-849-0006**

ড্রাইভিং শিখতে চান?

সহজ পদ্ধতিতে এবং ফেক্সিবল সময়ের মধ্যে ড্রাইভিং শিখার জন্য যোগাযোগ করুন ।

যোগাযোগঃ উদ্দিন

929-519-5139



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get **25%** Discount
sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education is Our Priority!



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস

167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয় ।

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনিউ এবং ১৮৩ স্ট্রীট সাবওয়ের সন্নিকটে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। নতুন রিনোভেটেড।

যোগাযোগঃ
৭১৮-৬০৭-৯৫৫১
৩৪৭-৮৭০-০৭৪০।

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৮৩ স্ট্রীট, হিলসাইড এবং জ্যামাইকা এভিনিউ-এর মধ্যে সাবওয়ের সন্নিকটে ২ বেডরুমের বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। নতুন রিনোভেটেড।

যোগাযোগঃ
৭১৮-৬০৭-৯৫৫১
৩৪৭-৮৭০-০৭৪০।

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯৪-৩০ ১৯৯ স্ট্রীট হলিসে দুই ও এক বেডরুম এবং ৯০-৩৭ ১৯৮ স্ট্রীট হলিসে এক বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৮৮-৬৩৮২ মে-০৮

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ।
ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭
অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বেইসমেন্ট ভাড়া

জেএফকে বিমান বন্দর থেকে ১০ মিনিটের দুরত্বে। ছোট পরিবার নিয়ে বসবাসবাসের জন্য (New renovation) বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হইবে। নিউইয়র্কের কুইন্সের রোজডেলে ১বেডরুম ১ ফুল বাথরুম, ১ লিভিং রুম সাথে কিচেন ভাড়া দেওয়া হইবে ঠিকানা: 242-03 133rd ave, Rosedale, New York 11422 যোগাযোগ করুন : **203-993-7788 Humayunchy@hotmail.com**

বাসা ভাড়া

বাঙালি অধ্যুষিত পার্কচেস্টার সাবওয়ের সন্নিকটে একটি মনোরম বাসা ভাড়া হবে। তিন বেডরুম, ১ বাথরুম (১ম তলা)। ঠিকানাঃ ১৪৫৯ লোল্যান্ড এভিনিউ।
ফোনঃ ৬৪৬-৬৮৪-০৯০৯।

রুম ভাড়া

সুন্দর ভদ্র পরিবেশে কর্মজীবী পুরুষদের জন্য বেড বিছানাসহ এক রুম, কিচেনের সাথে ডাইনিং রুমের চেয়ার টেবিল ও ইন্টারনেটের সুবিধায় ভাড়া হবে। সি ট্রেনে শেফার্ড এভিনিউর পাশে ৪৩০ এসেক্স স্ট্রীট, ব্রুকলীন।

যোগাযোগঃ
৬৩১-২৩০-০২৩০
৭১৮-৩৪৮-৮৪২২।

বাসা ভাড়া

উডহ্যাভেন এলাকায় ৩ বেড, ১ লিভিং, কিচেন এবং বাথরুম (১ম তলা) ভাড়া হবে। জে ট্রেন এবং কিউ-৫৬, কিউ-২৪, কিউ-৫৩, কিউ-৫২, কিউ-১১ এবং বি-১ বাসের সন্নিকটে। ভাড়া ২৪০০ ডলার। সববিল একত্রে।
যোগাযোগঃ
জিনাত ৬৪৬ ২৮৯ ০৫৩৯.

রুম ভাড়া

সানিসাইডে সেভেন ট্রেন সাবওয়ের ৪৬ স্ট্রীট থেকে এক ব্লক দূরে একটি বড় রুম, একজন ব্যাচেলরের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। স্টুডেন্ট অগ্রাধিকার। ভাড়া ৭৫০ ডলার। যোগাযোগ: ৭১৮-৭৯৫-৫১৭৯ (প্রয়োজনে নাম, ফোন নম্বর সহ ম্যাসেজ রাখুন)।

আবশ্যক

Law Office of Shiva Khanal, PC-এর জন্য লীগ্যাল এ্যাসিসটেন্ট/ প্যারালীগ্যাল (মিডটাউন) পদের জন্য পার্ট টাইম লোক আবশ্যক। আগ্রহী প্রার্থীকে চৌকশ, দায়িত্ববান, পরিশ্রমী, স্বাধীনচেতা এবং বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় ভালোভাবে কথা বলা ও লেখার যোগ্যতা থাকতে হবে। অভিজ্ঞ প্রার্থীর অগ্রাধিকার। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।
যোগাযোগ:
khanalaakash435@gmail.com
Contact Phone:
646-669-7202
ফে-১৩

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোটিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।

কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ **৬৩১-২৭৫-৪০০৭**

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুনঃ **মোহাম্মদ তুহিন**
৭১৮-৩১০-০৪১৩

TDS INSURANCE এর প্রতিবাদ

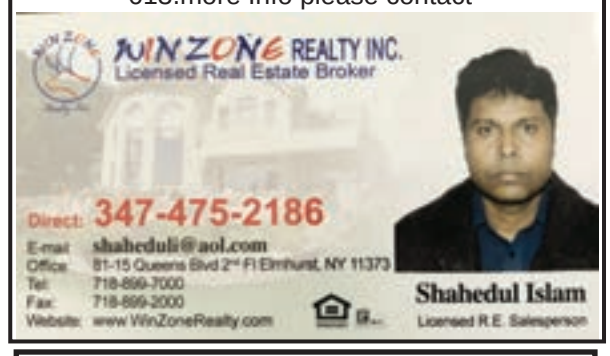
কতিপয় ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠানের অপপ্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. -এর পক্ষ থেকে আমরা সোচ্চার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের কোন শাখা অফিস, সাব এজেন্ট নিউইয়র্কের কোথাও নেই। আমাদের কার্যক্রম আমরা আমরা শুধুমাত্র ব্রুকলীন অফিস থেকেই পরিচালনা করছি। ধন্যবাদ-
TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. f-06/14

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারী চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২



আবশ্যক

অ্যাপোলো ইমিগ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট (এলমহার্স্ট, এনওয়াই ১১৩৭৩)-এর জন্য এলজন ফুল টাইম ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। বেতন ঘন্টায় ৪১ ডলার ২ সেন্ট। আগ্রহীকে এমপ্লয়ীদের সুপারভাইজিং সহ মেশিন অপারেট, হার্ডওয়ার এবং নেটওয়াকিং প্রভৃতি দায়িত্ব পালন ছাড়াও ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যোগ্যতা ব্যাচেলর ডিগ্রিসহ ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় অনর্গল কথা বলা জানতে হবে।

যোগাযোগ: ৭১৮-৪২৬-৬৬০০

বিক্রি করা হবে

একটা পিজা স্টোরের সব মালপত্র বিক্রি করা হবে। 2 Oven, 5 refrigerator & freezer, One Greel, One fryer, Two A/C (wall mount), One pizza dough mixer messing, One pizza display counter, rack, camera system, me. যোগাযোগ: ৬৪৬-৬১০-৯০৯২ অথবা ৩৪৭-২১৩-৩৩১৩. মে-২২/২৯

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444





বাংলাদেশের ব্যাংকে অর্থ গচ্ছিত রাখা নিরাপদ

(শেষের পাতার পর)

পরিচালক (এমডি) জাফর আলম বলেছেন, বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা আগের চেয়ে অনেক শক্তিশালী। দেশের ব্যাংকে অর্থ গচ্ছিত রাখা নিরাপদ এবং এই অর্থ খোয়া যাওয়ার কোন সম্ভাবনা এবং দেশের কোন ব্যাংক দেউলিয়াও হবে না। তিনি বলেন, তবে কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা অস্বীকার করার উপায় নেই। আর মিডিয়াতে ব্যাংকের দূর্নীতি বা অর্থ পাচার নিয়ে যেসব রিপোর্ট প্রকাশিত হচ্ছে তা বহুলাংশেই সত্যি নয়, বরং অতিরঞ্জিত। তিনি বলেন, সোসাল ইসলামী ব্যাংক সম্পূর্ণ শরীয়া আইন মেনে জনকল্যানে কাজ করছে এবং দেশের মানুষের সেবায় নানা কর্মসূচী ও প্রকল্প গ্রহ করে বাস্তবায়ন করছে। প্রবাসী বাংলাদেশীদের সেবায়ও সোসাল ইসলামী ব্যাংকের একাধিক কর্মসূচী/প্রকল্প রয়েছে।

সিটির জ্যাকসন হাইটসের একটি পার্টি হলে গত ৩১ মে বুধবার সন্ধ্যায় আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় সোসাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশে-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) জাফর আলম উপরোক্ত কথা বলেন। ব্যতিক্রমী এই সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও হেড অব ইন্টারন্যাশানাল ডিভিশন মোহাম্মদ আকমল হোসাইন।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে জেবিবিএ'র সভাপতি গিয়াস আহমেদ এবং সাধারণ সম্পাদক তারেক হাসান খান, প্লাসিড মানি ট্রান্সমিটার প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ডা. কামাল আহমেদ, সানমুন এক্সপ্রেস-এর প্রেসিডেন্ট ও সিইও মাসুদ রানা তপন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

পরে জাফর আলম সভায় উপস্থিত বিভিন্ন মিডিয়ার সম্পাদক ও প্রবাসীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

নিউইয়র্কে টুকরো

(শেষের পাতার পর)

কিছু চিত্র।

শিশু হত্যা, মা আটক

নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে মায়ের অত্যাচারে নিহত ৬ বছরের একটি শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে একটি অ্যাপার্টমেন্ট থেকে। শিশুটির শরীরে ছিলো আঘাতের চিহ্ন। নোংরা পুঁতিগন্ধময় সেই অ্যাপার্টমেন্টে আরও উদ্ধার করা হয়েছে তারই ৩ বছর বয়সী মেয়ে ও ৮ বছর বয়সী ছেলে। তাদেরও শরীরে রয়েছে নির্যাতনের চিত্র। পুলিশ এই মাকে গ্রেফতার করেছে। তার নাম লিনিজা এসন, ২৬।শিশু নির্যাতন ও শিশুদের প্রতি অবহেলার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে এই মায়ের বিরুদ্ধে। ছয় বছরের নিহত শিশুটির হত্যাকান্ড মা নিজেই ঘটিয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা চলছে।

জঙ্গলে শিশুর মরদেহ

এদিকে, ব্রঙ্কসে তিন মাস বয়সী একটি শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে জঙ্গল থেকে। ব্রঙ্কস হোমলেস সেন্টারের কাছাকাছি ডব্লিউ ১৬১ স্ট্রিট এলাকা থেকে রোববার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, মেয়ে শিশুটির নাম জেনেভিভ কোমাগের বলে জানা গেছে। তাকে ঘটনাস্থলেও মৃত ঘোষণা করা হয়। মরদেহটি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে, সেখানে চিকিৎসক তার মৃত্যুর কারণ জানার চেষ্টা করছে।

গুলিতে আহত কিশোর

লং আয়ল্যান্ডে গুলিতে আহত হয়েছে ১৭ বছরের এক ছেলে। এছাড়া অপর এক কিশোরও হয়েছে আঘাতপ্রাপ্ত। সাফোক কাউন্টির পুলিশ বিভাগ জানিয়েছেন শনিবার মধ্যরাতে এই গুলির ঘটনা ঘটে। টিনেজার ছেলেটি ও তার বন্ধু নর্থ বে শোর এর বেনটন প্লেসে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলো। তখন রাত ১২:১০ মিনিট। হঠাৎ অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তি তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। এতে একজনের গায়ে দুটি গুলি লাগে। অপর জন ছুটে পালাতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। পরে গুলিবিদ্ধ ছেলেটিকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। পুলিশ বলেছে, হামলাকারীকে আটকের চেষ্টা চলছে।

ছুরিকা যুদ্ধে নিহত এক

নিউইয়র্কের টমকিনস পার্কের কাছে দুই অজানা ব্যক্তির মধ্যে ছুরিকা হাতে সংঘর্ষ বাঁধার পর একজন ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন। অপরজনও আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে ধারালো এই অস্ত্রে। পুলিশ জানিয়েছে, ২৮ ও ৩১ বছর বয়সী এই দুই ব্যক্তি সি এভিনিউর কাছে ১০ স্ট্রিটে হঠাৎ ঝগড়ায় লিপ্ত হন। এক পর্যায়ে তারা ছুরি হাতে একে অপরের দিকে ঝাপিয়ে পড়েন। শনিবার রাত সোয়া ১০টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ছুরিকাহত ১ জনকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। অপর জনকেও হাসপাতালে পাঠানো হলে সেখানে তার চিকিৎসা চলে। তবে হাসপাতালেই তাকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

ঘড়ির দোকানে ডাকাতি, লুট ২.৫ মিলিয়ন ডলারের ঘড়ি

নিউইয়র্কের স্ট্যাটেন আয়ল্যান্ডে একটি ঘড়ির দোকানে একদল দুর্বৃত্ত ঢুকে ভাংচুর চালিয়ে ২.৬ মিলিয়ন ডলার মূল্যের লাক্সারি ওয়াচ ও নগদ অর্থ লুট করে নিয়ে গেছে। পুলিশ বৃহস্পতিবার এ সংক্রান্ত তথ্য দিয়েছে এবং চুরির সময়ে সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়া কিছু ছবি প্রকাশ করেছে। এতে দেখা যাচ্ছে পাঁচ জনের একটি দল টটেনভিলের আর্থার কিল রোডে দ্যা রিস্ট ওয়াচার নামের দোকানটিতে গত সোমবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে ঢুকে পড়ে। এসময় তারা একটি সেফ ভল্ট খুলে ফেলে। যার মধ্যে রোলেক্স, অডেমার্স এর মতো দামি দামি ব্র্যান্ডের সব ঘড়ি রাখা ছিলো। এখানে ২.৬ মিলিয়ন ডলার দামের ঘড়ি ছিলো। এছাড়া ১ লাখ ৬০ হাজার ডলার নগদ অর্থ ছিলো বলে জানায় পুলিশ। দুর্বৃত্তরা সুপরিকল্পিতভাবে এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তাদের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতিও ছিলো যা দিতে তারা সেফ ভেঙ্গে ফেলতে পারে। এসময় তারা সার্ভিলেন্স সিস্টেমও ভেঙ্গে ফেলে। দুর্বৃত্তদের ধরিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে এনওয়াইপিডি। সন্ধান পেলে ১-৮০০-৫৭৭ টিআইপিএস এ কল করে ক্রাইম স্টপারসকে জানাতে বলা হয়েছে।

ব্রুকলীনে দুই টিনেজারকে গুলি করে পালিয়েছে দুই বন্দুকধারী

নিউইয়র্কের ব্রুকলীনে সাবওয়ে স্টেশনের বাইরে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করা হলো দুই টিনেজারকে। এদের একজন ছেলে অন্যজন মেয়ে। সকাল সাড়ে ৯টার দিকে ক্রাউন হাইটসের ফ্রান্কলিন এভিনিউর ইস্টার্ন পার্কওয়ের সামনে এই ঘটনা ঘটে। আহত দুই টিনেজার সেখানে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলো। মেয়েটির বয়স ১৬ ও ছেলেটির ১৭। মেয়েটি তার বাম পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছে। ছেলেটির বাম বাহুতে গুলি লেগেছে বলে জানায় পুলিশ। তাদের দুজনকেই এনওয়াইসি হেলথ+ হসপিটালে পাঠানো হয়। তাদের অবস্থা স্থিতিশীল। পুলিশ জানিয়েছে, তারা দুই বন্দুকধারীকে খুঁজছে। এদের একজন কালো হুডি অপরজন লাল রঙের হুডি পরা ছিলো। গুলি করে এরা দুজনই দ্রুত পালিয়ে যায়। বন্দুকধারী দুজনও টিনেজার হবে বলেই ধারণা পুলিশের।

ক্রিস্টিনা কোথায়? খোঁজ মিলছে না মেয়েটির

নিউইয়র্কের স্ট্যাটান আয়ল্যান্ডের এই ১৩ বছরের মেয়েটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বুধবার পুলিশ জানিয়েছে তারা মেয়েটি খুঁজছে এবং কেউ তার সন্ধান পেলে খবর দিতে বলেছে। মেয়েটির নাম ক্রিস্টিনা এনড্রে। হালকা-পাতলা গড়ণ, চুলের রং বাদামী। গত মঙ্গলবার সবশেষ তাকে এলটিংভিল এলাকার কোর্টলিও এভিনিউর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখা গেছে। এসময় তার পরনে ছিলো একটি ধুসর রঙা হুডি সুইটশার্ট, কালো জামা ও বু জিনস শর্টস। কেউ এই মেয়েটির খোঁজ পেলে ৮০০-৫৭৭ টিআইপিস এই নম্বরে কল করে জানাতে বলা হয়েছে। পুলিশ বলেছে, যে কোনো ফোন কলের গোপনীয়তা নিশ্চিত করা হবে।

অমিতাভ-জয়ার দাম্পত্যের ৫০ বছর

(শেষের পাতার পর)

ফেললেন অমিতাভ-জয়া। বিবাহ বার্ষিকী উপলক্ষে সোশ্যাল মিডিয়ায় মনের কথা লিখে সেকথা জানালেন অমিতাভ।

এনডিটিভির প্রতিবেদন অনুযায়ী, শুক্রবার রাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় অমিতাভ লেখেন, '৫০ টা বছর একসঙ্গে কাটিয়ে ফেললাম। আমাদেরকে সব সময় সাপোর্ট করার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সকলেই আমার ভালোবাসা নেবেন'।

তবে কেবলমাত্র অমিতাভ নয়। মা-বাবার বিবাহ বার্ষিকী উপলক্ষে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেছেন অমিতাভ জয়ার একমাত্র কন্যা শ্বেতা বচ্চন।

মা-বাবার একটি পুরনো ছবি পোস্ট করে এদিন অমিতাভ কন্যা লেখেন, 'অনেক আগে একবার মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কিভাবে এতদিন সম্পর্ক টিকিয়ে রেখেছো তোমরা? কোন গোপন রহস্য লুকিয়ে রয়েছে পেছনে? মা হেসে জবাব দিয়েছিলেন, ভালোবাসা। এই একই প্রশ্ন করেছিলাম বাবাকেও। তিনি বলেন, সব সময় বউয়ের কথা শুনে চলতে হয়। বউ যা বলে সেটাই ঠিক। এটাই বিয়ে টিকিয়ে রাখার সবচেয়ে বড় মন্ত্র'।

১৯৭১ সালে হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের 'গুড্ডি' সিনেমায় কাজ করতে গিয়ে একে অপরের প্রেমে পড়েন অমিতাভ-জয়া। এরপরের বছরই তারা আবার একসঙ্গে 'এক নজর' সিনেমায় কাজ করেন। সেখানে তাদের সম্পর্ক আরও গভীর হয়। এরপরই ১৯৭৩ সালে বিয়ে করেন।

টেস্ট দলে মুশফিক-দিপু, যা বললেন নির্বাচক

(শেষের পাতার পর)

ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। অগামী ১৪ জুন মিরপুরে শুরু হতে যাওয়া একমাত্র টেস্টের জন্য রোববার ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বিসিবি। ঘোষিত সেই দলে নতুন সদস্য শাহাদাত হোসেন দিপু আর পেসার মুশফিক হাসান।

২১ বছর বয়সি দিপু আর ২০ বছর বয়সি মুশফিক হাসানকে জাতীয় দলে নেওয়া প্রসঙ্গে জাতীয় দলের প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদীন নান্নু বলেন, দিপু আর মুশফিক দুজনই হাইপারফরম্যান্স ইউনিটের প্লেয়ার। আমরা তাদের নার্সিং করে আসছি। তারা আমাদের পরিচর্যার ভেতরে আছেও। আমরা তাদের ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের জন্য তৈরিই করে আসছিলাম। তাই দুজনই ওয়েস্ট ইন্ডিজ 'এ' দলের বিপক্ষে ৪ দিনের ম্যাচ খেলেছে।

২০২১ সালে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক দিপুর। তিনি ২০ ম্যাচ খেলে দুটি সেঞ্চুরি আর ১০টি ফিফটির সাহায্যে ১২৬৫ রান করেন। আর মুশফিক হাসানের ২০২২ সালে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক হয়। ২০ বছর বয়সী এই পেসার ১৩ ম্যাচে তিনবার পাঁচ উইকেট করে ৪৯ উইকেট শিকার করেছেন।

তাদের পারফরম্যান্স নিয়ে প্রধান নির্বাচক বলেন, এর বাইরে দিপু আর মুশফিক দুজনই ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো খেলেছে। এনসিএল মানে লংগার ভার্সান আর প্রিমিয়ার লিগেও পারফরম্যান্স ভালো ছিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজ 'এ' দলের সাথেও দুজন ভালো খেলেছে। তাদের প্রতি আমাদের আস্থা আছে। আশা করি তারা সে আস্থার প্রতিদান দেবে।



রোববার সাধারণ সভা : নানা গুঞ্জন

(শেষের পাতার পর)

সিদ্ধান্ত ও সংগঠনের গঠনতন্ত্র মোতাবেক গ্রহণ করা হয়েছে। এতে সাবেক কোষাধ্যক্ষ মইনুল ইসলামসহ কোন একক ব্যক্তির কোন ভুমিকা ছিলনা। তিনি উপস্থিত সাংবাদিকদের এই মর্মে সংশ্লিষ্ট সকল নথিপত্রের অনুলিপিও হস্তান্তর করেন।

মিজানুর রহমান শেফাজ আরো বলেন, বর্তমান কমিটির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তরের সময় ভবন ক্রয় বাবদ ব্যয়কৃত অর্থের হিসাবও প্রদান করা হয় যাতে সাবেক সভাপতি মইনুল হক চৌধুরী হেলাল ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান শেফাজ দায়িত্বগ্রহণকারী সভাপতি বদরুল হোসেন খান ও সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলামের স্বাক্ষর রয়েছে। তিনি বলেন, কোথাও লুকোচুরির কিছু নেই, সব কিছুই ডকুমেন্টেড রয়েছে।

সাবেক কোষাধ্যক্ষ ও পরবর্তীতে নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম বলেন, জালালাবাদ ভবন প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি যা বাস্তবায়নে সদ্য সাবেক কমিটির সহযোগিতা ছিল সর্বসম্মত। একটি নন প্রফিট সংগঠনের পক্ষে মর্টগেজ পাওয়া খুব কঠিন বিধায় আলাদা আরেকটি কর্পোরেশন করে ভবনটি ক্রয় করা হয়েছে এবং সেখানেও অস্বচ্ছতার কিছু নেই, কারণ প্রয়োজনে ভবনটি জালালাবাদ এসোসিয়েশানের কাছে হস্তান্তর জটিল কোন কাজ নয় বলেও তিনি জানান।

সংকট নিরসনে সাবেক ৬ সাধারণ সম্পাদকের সাথে সহযোগিতা না করার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তারা সাসপেনশন প্রত্যাহারের ব্যাপারে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা রক্ষা করতে পারেনি বলে তিনিও তাদের ভুমিকাকে কার্যকর বলে মনে করেন নি।

মইনুল ইসলাম আরো বলেন জালালাবাদ ভবন নিয়ে অব্যাহত অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। ভবনটি প্রায় ৯ লক্ষ ডলার মুল্যে ক্রয় করা হলেও বর্তমানে ভবনটির বাজার মূল্য রয়েছে প্রায় ১.৩ মিলিয়ন ডলার। ভবন ক্রয়কে কেন্দ্র করে বর্তমান কার্যকরী কমিটি তাকে সাসপেন্ড করার বিষয়ে মইনুল ইসলাম বলেন জালালাবাদ এসোসিয়েশানের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হলে সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত হতে হবে, কার্যকরী কমিটির নয়। তিনি আগামী ১১ জুন রোববার অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ সভায় সকল জালালাবাদবাসীর জন্য উন্মুক্ত করার দাবী জানিয়ে বলেন, জালালাবাদ এসোসিয়েশান সকল জালালাবাদবাসীর, তাই সেই সংগঠনের সাধারণ সভা কেন নিয়ন্ত্রিত হবে?

সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে সদ্য বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ লিখিত বক্তব্যে বলেন, প্রবাসের অন্যতম আঞ্চলিক এবং বৃহত্তর সিলেটবাসীর প্রাণের সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের ভবন ক্রয় নিয়ে সংকট চলছে। জালালাবাদ এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন সময়ে ভবন ক্রয়ের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। কিন্তু কখনো আমরা সফল হতে পারিনি। বিগত কার্যকরী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, গৃহীত রেজ্যুলেশন মোতাবেক এবং সেই সাথে ট্রাস্টি বোর্ডের মতামতের ভিত্তিতে বর্তমান ভবনটি ক্রয় করতে সম্মত হই।

তিনি বলেন, জালালাবাদ এসোসিয়েশন একটি নন-প্রফিট সংগঠন। সবাই জানেন নন-প্রফিট সংগঠনের নামে কোন লোন নেয়া যায় না। আমাদের সকলের অনুরোধে গত কার্যকরি পরিষদের কোষাধ্যক্ষ ও বর্তমান কার্যকরী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম তার নামে বাড়ির লোন করতে সম্মত হন এবং আমরা ভবনটি ক্রয় করতে সক্ষম হই। আমাদের কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার শেষ পর্যায়ে আমরা বাড়িটি ক্রয় করি। পরবর্তীতে নির্বাচিত কার্যকরি কমিটিকে দায়িত্ব হস্তান্তরের সময়ক্রয়কৃত ভবনের সম্পূর্ণ নথিপত্র, হিসাব সঠিকভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়। সেই হিসাবে বর্তমান সভাপতি বদরুল হোসেন খান স্বাক্ষর করেছেন। আমাদেরও স্বাক্ষর রয়েছে। এই ভবনটি সম্পূর্ণ নিয়ম অনুযায়ী ক্রয় করা হয়েছে।

মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ বলেন, জ্যাকসন হাইটসে জালালাবাদের ভবনের জন্য বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি এবং ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এম আজিজকে কার্যকরি কমিটির সভাপতি ময়নুল হক চৌধুরী হেলাল এবং কার্যকরি কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০২০ সালের ৩০ ডিসেম্বর আমাদের একাউন্ট থেকে ২ লাখ ৫০ হাজার ডলার ট্রান্সফার করি। সেই ভবন নিয়ে সমস্যা হলে তিনি তিন দিনের মাথায় ২০২১ সালে ১ জানুয়ারী এক চেকে সেই অর্থ আমাদের ফেরত দেন। এ নিয়েও বিভ্রান্তির সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। তিনি বলেন, এখন সভাপতি ও বর্তমান কার্যকরি কমিটির কোন কোন সদস্য এই ভবন ক্রয় নিয়ে অসত্য তথ্য ও বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য দিয়ে এই জটিল অবস্থার সৃষ্টি করেন। জালালাবাদ এসোসিয়েশনের বিদায়ী কার্যকরি কমিটিরপক্ষ থেকে আমি সাধারণ সম্পাদক হিসাবে সম্মানিত জালালাবাদবাসীকে আশ্বস্থ করতে চাই ভবনটি সঠিক নিয়মেই ক্রয় হয়েছে। জালালাবাদবাসীর কাছে আমার অনুরোধ আপনারা মিথ্যা তথ্য ও বিভ্রান্তমূলক বক্তব্যে বিভ্রান্ত না হয়ে জালালাবাদবাসীদের স্বপ্নের ভবনটি রক্ষা করুন, আপনাদের স্বপ্ন পূরণে সহযোগিতা করুণ এবং প্রিয় সংগঠনকে এগিয়ে নিতে হাত বাড়িয়ে দিন।

বদলে দেই পৃথিবী
ধাঁপে ধাঁপে
শুভকাজে

RENAISSANCE
HOME HEALTH CARE



নিউইয়র্ক সিটির সর্বশ্রেষ্ঠ হোমকেয়ার প্রতিষ্ঠান রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ার
সর্বোচ্চ সম্মানীতে রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ারে যোগ দিন

আপনার মর্যাদা, সম্মান ও সহানুভূতির সাথে সর্বোচ্চ গুণগত পরিসেবা প্রদানই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ
- ছুটির দিনে দ্বিগুণ বেতন
- বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- গুগল-এ ৪.৫ স্টার রেটিং



রেনেসাঁয় কাজ করতে চান? আজই যোগাযোগ করুন

(718) 649-3670

1959 WESTCHESTER AVE.
BRONX, NY 10462

www.renaissancehomehc.com

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika







ব্রঙ্কসে আল-আকসা চাইনিজ এবং পার্টি হল উদ্বোধন

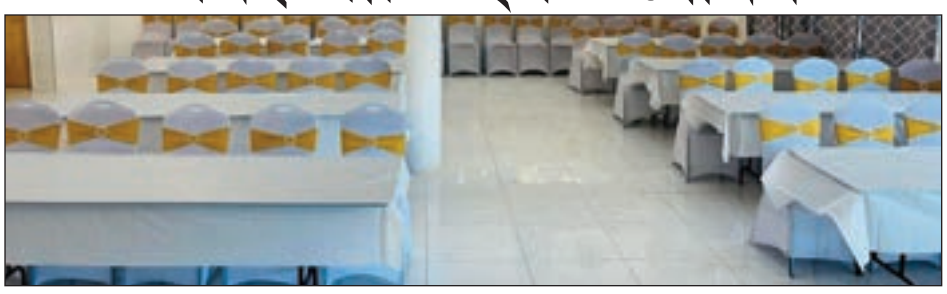
বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে গত ২ জুন শুক্রবার উদ্বোধন হলো আল আকসা হালাল চাইনিজ এন্ড পার্টি হল। চমতকার নান্দনিক সজ্জায় সুসজ্জিত এই চায়নিজ রেস্টুরেন্টে (১৪১৬ ইউনিয়ন পোর্ট) সবধরনের চাইনিজ খাবার পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক আলী হায়দার। তিনি বলেন, চার বছরের দীর্ঘ প্রস্তুতির পর আজ আনুষ্ঠানিকভাবে এর উদ্বোধন ঘোষণা করা হলো। তবে আমরা গত কয়েকদিন ধরেই প্রস্তুতি-মুলক খাবার তৈরি করে অতিথিদের সামনে পরিবেশন করে আসছিলাম। তারা আমাদের চাইনিজ শেফের রান্না খেয়ে ভূয়সি প্রশংসা করেছেন। আমরা তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন পরামর্শ নিয়েছি। আগামীতেও আমাদের সম্মানিত গ্রাহকদের পরামর্শ খাবারের মান এবং কাস্টমার সার্ভিসের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আলী হায়দার বলেন, আমরা অত্যন্ত যত্ন সহকারে আমাদের রেস্টুরেন্টের ইনডোর ডেকোরেশন করেছি। ভেতরে রয়েছে বাংলাদেশী স্টাইলে নিভু নিভু নরম আলোর ব্যবস্থ। থাকবে চমৎকার মিউজিক। আমাদের গ্রাহকরা পরিবার-পরিজন সহ নান্দনিক পরিবেশে খাবার উপভোগ করতে পারবেন। এছাড়াও উবার ইটস এবং ডোরডেশ ছাড়াও অন লাইনে খাবার অর্ডারের ব্যবস্থা রয়েছে।

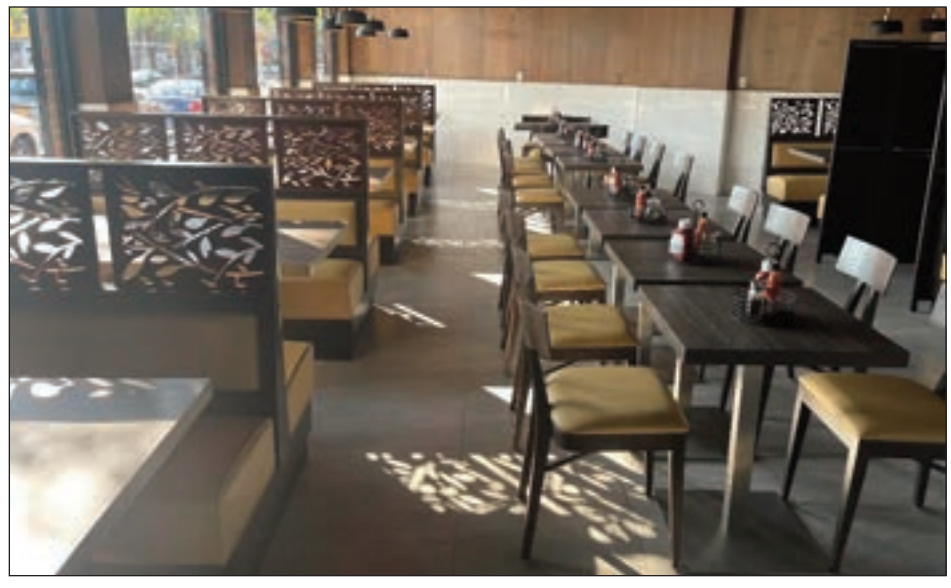
তিনি আরো জানান, রেস্টুরেন্টের পাশেই (১৪১০ ইউ-নয়ন পোর্ট রোড) একই সাথে উদ্বোধন করা হয়েছে আল-আকসা পার্টি হল। গ্রাহকদের কেউ যদি ৩০/৪০ জনের কোন গ্রুপে খাবার খেতে চান তারা পার্টি হলের ওয়াইড স্পেসে বসে খাবার উপভোগ করতে পারবেন। এজন্য আলাদা কোন চার্জ দিতে হবে না।

আলী হায়দার বলেন, পার্টি হলে ১০০ লোকের বসার ব্যবস্থা রয়েছে। যেখানে সুসজ্জিত পরিবেশে বিয়ে, গায়ে হলুদ, সুইট সিক্সটিন, জন্মদিন বা সেমিনার সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যাবে। পার্টি হলে সুন্দর স্টেজের ব্যবস্থা রয়েছে। পার্টি করার সুবিধার্থে গ্রাহকদের চাহিদা অনুয়ায়ী বাংলাদেশী ঐতিহ্যবাহী খাবার বা চাই-নিজ খাবার সরবরাহের সুবন্দোবস্ত রয়েছে।

উল্লেখ্য, এই দুটি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও একই মালিকানায় ব্রঙ্কসে রয়েছে আল-আকসা রেস্টুরেন্ট এবং আল-আকসা গ্রোসারীর আরো দুটি শাখা। বাফেলেতেও রয়েছে আল-আকসা সুপার মার্কেট এবং আল আকসা রেস্টুরেন্ট। আগামী কিছুদিনের মধ্যে জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউতে চালু হতে যাচ্ছে আল-আকসা পার্টি হল, রেস্টুরেন্ট এবং সুপার মার্কেট।

ব্রঙ্কসে রেস্টুরেন্টে খাবার অর্ডার অথবা পার্টি হল বুকিং-য়ের জন্য ৮৬৬-৭২০-২১২০এই ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করা যাবে বলে জানিয়েছেন আলী হায়দার।









ভাটেরা জেনারেল হাসপাতাল উদ্বোধন উপলক্ষে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

শেখ সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী, ভাটেরা প্রতিনিধিঃ কুলা-উড়া উপজেলার ভাটেরা ইউনিয়নে হোসেনপুর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন ভাটেরা জেনারেল হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে আজ ২ জুন ২৩ ইং রোজ শুক্রবার সকাল ৯ ঘটিকা হতে শুরু হয়ে নামাজের বিরতির পর বিকেল ৪.২৫ ঘটিকা পযন্ত অভিজ্ঞ ডাক্তারগনের উপস্থিতিতে ফি মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালিত হয় ।





রোটারি ক্লাব অব টরন্টো ডেন ফোর্থ এর সৌজন্যে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ দেওয়া হয় ৭শতাধিক রোগীকে ।

যেসকল অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ রোগী দেখেন ভাটেরা জেনারেল হাসপাতালের চেয়ারম্যান, ডাঃ মোহাম্মদ আল আমিন, ডাঃ বজলুর রহমান, ডাঃ কাজী আরিফ বিলাহ, ডাঃ সরওয়ার হোসাইন, ডাঃ জাকওয়ান রাদি, ডাঃ আবু সাইদ, ডাঃ মোহাম্মদ মিছবাহ উদ্দিন, ডাঃ আশফাক আহমদ, ডাঃ তানভীর আহমদ ও ডাঃ আলীম, ভাটেরা জেনারেল হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যে সকল সেবা দেওয়া হবে বহি:বিভাগ ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কার্যক্রম

গতকাল ১ জুন, বৃহস্পতিবার ২০২৩ইং থেকে শুরু হয়েছে

বহির্বিভাগে নিয়মিত রোগী দেখবেন: ডা: আলীম উদ্দিন এমবিবিএস (ডিপোমা-ইন আল্ট্রাসনোগ্রাফি)

(সকাল ৯-২ ঘটিকা এবং বিকাল ৫-৮ ঘটিকা, ২ জুন ২০২৩, শুক্রবার সকাল ৯ ঘটিকায় রোটারি ক্লাব অব টরন্টো ডেনফোর্থ, কানাডা'র সৌজন্যে প্রায় ১লক্ষ ৬০ হাজার টাকার ঔষধ বিতরণ করা হয় ।

৯ জুন, শুক্রবার ২৩ ইং ভাটেরা জেনারেল হাসপাতাল আনুষ্ঠানিক ভাবে বিকাল ৩ ঘটিকা শুভ উদ্বোধন করা হবে ।

বিশেষজ্ঞ ডাক্তার গনের চেম্বার শুরু হবে আগামী ১৬ জুন শুক্রবার থেকে প্রতি সপ্তাহে

টিকেট সংগ্রহ করার জন্য যোগাযোগের নাম্বার ০১৭৬০৫৬৩৬২২



ভাটেরা জেনারেল হাসপাতাল একটি অলাভজনক চ্যারিটি প্রতিষ্ঠান আপাততঃ হাসপাতালের সেবা সমূহ

১) বহির্বিভাগের সার্বক্ষণিক অভিজ্ঞ ডাক্তার কর্তৃক রোগী দেখা-

২) প্রতি শুক্রবার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার গনের চেম্বার-

(১) সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ডিজিটাল এক্সরে-

২) অত্যাধুনিক কম্পিউটারাইজড প্যাথলজি- ৩) সর্বাধুনিক ইসিজি মেশিনে স্বয়ংক্রিয় রিপোর্ট প্রদান-

৪) সর্বাধুনিক মেশিনে সব ধরনের আল্ট্রাসনোগ্রাফি-

৫) ইকোকার্ডিওগ্রাফি-

৬) ন্যায্যমূল্যে ফার্মেসি সেবা-

সব সময়ে, সকল পরীক্ষায়, সকলের জন্য ৩০% বিশেষ ছাড় । রোগী দেখার রেজিষ্ট্রেশন ফি১০০/- টাকা মাত্র এবং গরীবদের জন্য যাকাত ফান্ডের বিশেষ ছাড় ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা-

১) ফিজিওথেরাপি বিভাগ

২) দন্ত বিভাগ

৪) অপারেশন থিয়েটার ও পোস্ট অপারেটিভ যন্ত্রপাতি, ডেলিভারি রুম, সেন্ট্রাল অক্সিজেন সাপাই, একটি অ্যাম্বুলেন্স এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক ২৪ ঘন্টা ইনডোর এবং ইমার্জেন্সি সার্ভিস, সকল ধরনের অপারেশন কার্যক্রম, মা এবং শিশু বিভাগ এবং সার্বক্ষণিক ডেলিভারির ব্যবস্থা, স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সকলের সহযোগিতা পেলে শুরু করা সম্ভব হবে জানিয়েছেন ভাটেরা জেনারেল হাসপাতালের পরিচালক জনাব, জাফর উলাহ, তিনি আরো বলেন হাসপাতাল ভবনের কার্যক্রম ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে ।

বর্তমানে কানাডায় বসবাসরত ভাটেরার কৃতি সন্তান সার্বিক পরিকল্পনা ও ভূমি দাতা ডা. সায়েফ আহমদ সম্ভবত ২০২০ সালে তিনি হাসপাতাল নির্মাণের সাহসী উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তাঁর ডাকে এগিয়ে আসলেন দেশ-বিদেশে অবস্থানরত ভাটেরার মানুষ, সবার আন্তরিক সহযোগিতায় এতো অল্প সময়ে গড়ে উঠেছে ভাটেরা জেনারেল হাসপাতাল ।অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা ডাঃ সায়েফ আহমেদ এবং সংশিষ্ট সকলের প্রতি- যাঁরা সময়, শ্রম, মেধা ও অর্থ দিয়ে এ স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করেছেন । স্বপ্ন অনেকেই দেখেন, কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেন না সবাই, ইউনিয়ন পর্যায়ে এমন একটি দুঃসাহসিক কাজ করে দেখিয়েছেন আমাদের প্রিয় ভাটেরাবাসি, এভাবেই সকল মন্দকে পাশ কাটিয়ে ভালো ভালো কাজে সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় এগিয়ে যাবে ভাটেরা, এগিয়ে যাবে আমাদের দেশ এমন মন্তব্য করেছেন এলাকাবাসী ।





TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MBA CPA



সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক'র মতবিনিময় সভায় এমডি

বাংলাদেশের ব্যাংকে অর্থ গচ্ছিত রাখা নিরাপদ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): সোসাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশে-এর ব্যবস্থাপনা **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

সাঈদ তারেকের কলাম

সেদিনের স্মৃতি-জানাযা এবং দাফন



প্রেসি ডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যাকান্ডটা ছিল একেবারেই আকস্মিক। রীতিমত অভাবিত। তার মাত্র সপ্তাহতিনেক আগে আমরা গিয়ে দেখা করে এসেছি। আমি তখন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের

(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে **(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)**

কতিপয় ব্যক্তির ইগো সমস্যায় জালালাবাদ ভবনের সামাধান হচ্ছে না : মইনুল-শেফাজ

রোববার সাধারণ সভা : নানা গুঞ্জন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার রোববারের (১১ জুন রোববার) সাধারণ সভা ঘিরে প্রবাসী জালালাবাদবাসীদের মাঝে নানা গুঞ্জন চলছে। গুঞ্জণ চলছে নিউইয়র্কের অন্যতম বৃহত্তম পুরনো এই সংগঠন ভাঙানের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। স্থায়ীভাবে বহিষ্কার হতে পারেন কার্যকরী কমিটির সভায় বহিষ্কৃত সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম। এদিকে মইনুল ইসলাম নিজেকে সাধারণ সম্পাদক দাবী করে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন- সংগঠনের কোন কর্মকর্তা ও সদস্যকে বহিষ্কার করতে হলে কার্যকরী কমিটি নয়, সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তিনি বলেছেন, কতিপয় ব্যক্তির ইগো সমস্যায় জালালাবাদ ভবন সমস্যার সামাধান হচ্ছে না। উল্লেখ্য, অঅগামী রোববার সন্ধ্যা ৬টায় সিটির উডসাইডস্থ কুইন্স প্যালেসে এসোসিয়েশন সাধারণ সভা আহ্বান করা হয়েছে। এষ্টোরিয়ার জালালাবাদ ভবনে মইনুল ইসলাম গত ২ জুন শুক্রবার রাতে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন। এতে এসোসিয়েশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান শেফাজ বলেন, জালালাবাদ এসোসিয়েশানের ভবন সংক্রান্ত সকল সিদ্ধান্ত সদ্য সাবেক সভাপতি মইনুল হক চৌধুরী হেলাল ও মিজানুর রহমান শেফাজ কমিটি কর্তৃক সংগঠনের পূর্ববর্তী সাধারণ সভার **(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)**

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের বনভোজন ১৫ জুলাই

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের বার্ষিক বনভোজন অগামী ১৫ জুলাই শনিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্লেসক্লাবের কার্যকরী পরিষদের সভায় এব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা শেষে বনভোজন অনুষ্ঠান সফল করতে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। রোববার (৪ জুন) **(বাকি অংশ ৩১ পাতায়)**

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি জন উদ্দিনের ইন্তেকাল



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাবেক সভাপতি জন উদ্দিন ৩ জুন শনিবার রাত ১.৩০ মিনিটে আলাবামায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি **(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)**

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার শাহাদাতবার্ষিকী পালন

'জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী'র ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

বিশেষ প্রতিনিধি: বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক, বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৪২তম শাহাদাতবার্ষিকী নিউইয়র্কে নানা কর্মসূচজীর মধ্যদিয়ে পালিত হয়েছে। কমিটি বিহীন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ছাড়াও বিভিন্ন অঙ্গ ও সংগঠনের ব্যানারে নিউইয়র্কে আয়োজিত কর্মসূচীর মধ্যে ছিলো দোয়া মাহফিল, আলোচনা, তবারক বিতরণ প্রভৃতি। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে নিউইয়র্কে ব্যতিক্রমী দোয়া মাহফিল ও তবারক বিতরণ করেছে অরাজনৈতিক সংগঠন 'জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী'। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির অঙ্গ সংগঠন আরাফাত রহমান কোনো স্মৃতি পরিষদ পৃথক কর্মসূচী গ্রহণ করে। শহীদ জিয়াউর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী প্রতি বছরের মতো এবছরও গত ৩০ মে মঙ্গলবার জ্যাকসন হাইটসের বাংলাদেশ স্ট্রীট (৭৩ স্ট্রিটে) নবান্ন রেস্টুরেন্টের সামনে দোয়া **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

আমেরিকার সবচেয়ে ধনী নারী তারকা তারা

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ আমেরিকার সবচেয়ে ধনী ১০০ নারীর তালিকা প্রকাশ করেছে বিখ্যাত বিজনেস সাময়িকী 'ফোর্বস'। যেসব নারী নিজের যোগ্যতায় অঢেল সম্পদ গড়েছেন, **(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)**

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন-২০২৪

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে নামছেন ক্রিস ক্রিস্টি

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ নিউজার্সীর সাবেক গভর্নর ক্রিস ক্রিস্টি আবারও সামনে আসছেন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতির মঞ্চে। ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট প্রার্থীতা নিয়ে হাজির হচ্ছেন **(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)**

নিউইয়র্কে টুকরো খবর

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ অপরাধের মাত্রা বেড়েই চলেছে নিউইয়র্কে। প্রতিদিন খবরের পর খবর আসছে এসব অপরাধমূলক ঘটনা ও তৎপরতার। এখানে তুলে ধরা হলো এসপ্তাহের **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**



GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
Call: 718-775-7852
646-591-8396

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের কোষাধ্যক্ষ রশীদ আহমদের পিতৃবিয়োগ



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের কোষাধ্যক্ষ, বিশিষ্ট আলেম ও ইয়র্ক বাংলা সম্পাদক রশীদ আহমদের পিতা মাওলানা শায়খ আব্দুল মতিন (৮৫) ইন্তেকাল করেছেন। **(বাকি অংশ ৫০ পাতায়)**

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত ৩১ পাতায়

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM



'সুবহানা'আল্লাহ'র মর্মকথা

জাফর আহমাদ

'সুবহানা'আল্লাহ' হলো, আল্লাহর তাসবীহ বা পবিত্রতা বর্ণনা করা। তাসবীহ বলতে সকাল বিকাল, সালাতে, প্রাত্যহিক কথা-বার্তায় আল্লাহর **(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)**

খেলার খবর

টেস্ট দলে মুশফিক-দিপু, যা বললেন নির্বাচক

স্পোর্টস ডেস্ক: দ্বিপাক্ষিক সিরিজে অংশ নিতে বাংলাদেশ সফরে আসছে আফগানিস্তান ক্রিকেট দল। আসন্ন এ সিরিজের একমাত্র টেস্টের জন্য রোববার সন্ধ্যায় দল **(বাকি অংশ ৪৪পাতায়)**

হেলথ টিপস

দাঁত দিয়ে নখ কাটেন?

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: অনেকের দাঁত দিয়ে নখ কাটার বদভ্যাস রয়েছে। অনেকে আনমনে কাজটি করে থাকেন। আনমনে করা এই কাজে আপনার ৩টি বড় ক্ষতি হয়। ক্ষতির **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**

বিনোদন

অমিতাভ-জয়ার দাম্পত্যের ৫০ বছর

বিনোদন ডেস্ক: বলিউডের জনপ্রি জুটি অমিতাভ বচ্চন এবং জয়া বচ্চন কেবল পর্দাতেই নন বাস্তবজীবনেও তাদের রসায়ন নিয়ে দর্শকদের মধ্যে আগ্রহের কমতি নেই। দেখতে দেখতে দাম্পত্য জীবনের ৫০ বছর কাটিয়ে **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com